হরায় নমঃ।

শিবসংহিতা।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং, নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যং। যদ্ভেদোস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ, জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব॥ ১॥

এক জ্ঞান নিত্য, আদি শূন্য এবং অন্ত শূন্য, তদ্ব্যতীত জগতে অন্য কোন বস্তু সত্য নাই। তবে এই সংসারে নানা প্রকার বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপে যে দেখা যায়, সে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়োপাধি দ্বারা ভেদ মাত্র, বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, সেই উপাধির অন্যথা হইলে জ্ঞানমাত্রই প্রকাশ পায়॥ ১॥

অথ ভক্তানুরক্তোহি বক্তি যোগানুশাসনং।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তিপ্রদায়কঃ॥ ২॥
ত্যক্ত্বা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকং।
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতি চেতসাং॥ ৩॥

অনন্তর ভক্তানুরক্ত ভগবান্ শিব সর্ব্ব জীবের আত্মমুক্তিপ্রদ ঈশ্বর, বিবাদশীল ধূর্ত্তগোষ্ঠিদিগের দুর্জ্ঞানহেতুক মতকে ত্যাগ করিয়া, অনন্যগতি অনন্যচেতা ভক্তদিগের আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যোগানুশাসন কহিতেছেন॥ ২॥ ৩॥

সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে।
ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব সম মার্জ্জবং॥ ৪॥

কেহ কেহ সত্যকে প্রশংসা করেন, অপরাপর ব্যক্তিরা তপঃ শৌচাচারকে শ্রেষ্ঠ বলেন। কেহ কেহ ক্ষমা, সম, আর্জ্জব অর্থাৎ সারল্যকে প্রশংসা করিয়া থাকেন॥ ৪॥

কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথাপরে।
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমং ॥ ৫ ॥

কেহ দানকে, কেহ পিতৃকর্ম্মাদিকে প্রশংসা করেন। কেহ বা স্বর্গার্থে সকাম-কর্ম্মকে প্রশংসা করেন। কেহ বা বৈরাগ্যকে উত্তমকল্প বলিয়া গ্রহণ করেন ॥ ৫ ॥

কেচিদ্গৃহস্থ কর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

কেহ বা গৃহস্থাশ্রমবিশিষ্ট কর্ম্ম সকলকে প্রশংসা করেন। কেহ বা অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনং।
এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে ॥ ৭ ॥

কেহ বা মন্ত্রযোগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ বা কেবল তীর্থানুসেবা-কেই উত্তম বলেন। এই প্রকার বহুবিধ লোকে বহুবিধ উপায়কে পরস্পর মুক্তির হেতু বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্যবিদোজনাঃ।
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৮ ॥

এই প্রকার (১) কৃত্যাকৃত্য কর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা পাপ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধকর্ম্মকেই নিশ্চয় করিয়া ব্যামোহ যুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধা দুরিত পুণ্যকে।
ভ্রমতীত্যবশঃ সোঽত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাং ॥ ৯ ॥

---

(১) কৃতাকৃত্য কর্ম্মবিৎ ব্যক্তিপদে বৈধাবৈধ কর্ম্মবিৎ। অর্থাৎ এই কর্ম্মে পাপ হয়, এই কর্ম্মে পুণ্য হয়। এতদ্বিবেচনা করিয়া, পাপ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া, কেবলই পুণ্যকর্ম্মের সমাচরণ করিয়া থাকেন।

এই সকল কর্ম্ম মতকে অবলম্বন যে করে, সেই ব্যক্তি (২) পুণ্য পাপকে লাভ করতঃ অবশ হইয়া নিরন্তর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারসাগরে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুপ্তা লোকনতৎপরৈঃ।
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতা স্তথা ॥ ১০ ॥

অন্যান্য বুদ্ধিমান শ্রেষ্ঠ গূঢ়দর্শী তৎপর ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিত্য সর্ব্বগত আত্মা অনেক প্রকার উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মাকে অনেক বলিয়া জানেন ॥ ১০ ॥

যদ্যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ ॥ ১১ ॥

অন্যে অদৃষ্ট জন্য নিশ্চয় করিয়া বলে যে স্বর্গাদি কোথা আছে? যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ তাহারই অস্তিত্ব প্রত্যয়, তদ্ভিন্ন নাই ॥ ১১ ॥

জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ ১২ ॥

অন্যে শুদ্ধ এক জ্ঞানকে মান্য করে, কেহ বা শূন্যকেই পরমেশ্বর বলিয়া জানে। কোন কোন ব্যক্তিরা প্রকৃতি পুরুষ উভয়কে পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতং।
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথা পরে ॥ ১৩ ॥
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ ॥ ১৪ ॥

পরমার্থতত্ত্বপরাঙ্মুখ, অত্যন্ত ভেদবুদ্ধি ব্যক্তিরা, কেবল আপনাদিগের

(২) পুণ্য পাপকে লাভ করে, ইত্যর্থে পাপ পুণ্যের সমানাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, অথাৎ যাহাতে জন্ম মৃত্যুর নিবারণ নাই। কিঞ্চিৎ স্বর্গাদি ক্ষণিক সুখ ভোগ মাত্র, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং যাহাতে ভববন্ধনে পরিমুক্ত না হওয়া যায় তাহাকে সাধু ব্যক্তিরা সমাদর করেন না।

যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তদনুসারে বিচার করিয়া, এই জগৎকে নিরীশ্বর বলে ; অপরে ঈশ্বর স্থিতিকাতর আস্তিক ব্যক্তিরা বিবিধ প্রকার ভেদবাক্য ও সুযুক্তি দ্বারা বিচার করত এই জগৎকে সেশ্বর বলিয়া থাকেন ॥ ১৩।১৪ ॥

এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথক্বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতাহ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ ॥ ১৫ ॥
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

এই সকল ব্যক্তি এবং অন্য জ্ঞানী সকল, মনুষ্যদিগের চিত্ত ব্যামোহকারক সংজ্ঞাভেদে পৃথক্ পৃথক্ মত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেই সকল বিবাদশীল ব্যক্তিদিগের মত, আমি কহিতে শক্ত নহি। মুক্তিপথের বহিষ্কৃত ঐ সকল লোক নিরন্তর এই সংসারে যাতায়াত রূপ ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১৫।১৬ ॥

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রমতং তথা ॥ ১৭ ॥

সর্ব্ব শাস্ত্রকে আলোকন করিয়া, এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া, এই এক যোগশাস্ত্রোদিত মতকেই সুনিষ্পন্ন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্ যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতং।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃকার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতং ॥ ১৮ ॥

যাহাতে সকল গমন করে, যাহাতে জন্মে, সেই পরমাত্মারূপ সাধক এই যোগেই হয়। অতএব আর অন্য শাস্ত্রোদিত মতে কি প্রয়োজন, একান্তভাবে এই যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ১৮ ॥

যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতং।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যে চ মহাত্মনে ॥ ১৯ ॥

আমাদিগের উক্ত এই যোগশাস্ত্র অতি গোপনীয়। এই ত্রিলোকীতল মধ্যে যে মহাত্মা সুভক্ত হইবে, তাহাকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মকাণ্ডোজ্ঞানকাণ্ড ইতি ভেদো দ্বিধামতঃ।
ভবতি দ্বিবিধোভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই মত হয়। এবং কর্ম্মকাণ্ড সগুণ নির্গুণভেদে জ্ঞানকাণ্ড দ্বিবিধ, অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান, ও কর্ম্মযুক্ত জ্ঞান ॥ ২০ ॥

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডস্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২১॥

বিধি নিষেধপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডও দ্বিবিধ হয় ॥ ২১ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২২ ॥

নিষিদ্ধকর্ম্মে পাপোৎপত্তি, বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয় ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধোবিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ।
নিত্যে কৃতেঽকিল্বিষংস্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলং ॥ ২৩॥

অর্থাৎ নিষিদ্ধকর্ম্ম গো ব্রাহ্মণ হনন, পরদারা গমন, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি বেদান্তসারে বিচার করিয়া গিয়াছেন। এতৎ কর্ম্মানুসারে নরক হয়, নরকাবসানে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে থাকে। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পুণ্য হয়, পুণ্য জন্য স্বর্গলোকে বাস করতঃ দেবতাদিগের সহিত সুখভোগ করে, ভোগাবসানে মর্ত্তালোকে উত্তম গৃহে জন্মিয়া,উত্তম কর্ম্ম দান ধর্ম্মাদি নিয়ত করিতে থাকে। কালে ঐ পুণ্যকর্ম্ম সংসর্গে সাধু সঙ্গ হইয়া পরিমুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কেন না বৈধকর্ম্ম ত্রিবিধ প্রকার হয়, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য; এই তিন প্রকার বৈধকর্ম্ম হয়। নিত্যকর্ম্মের অকরণে পাতকোৎপত্তি হয়, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম করণে ফলভোগী হয় ॥ ২৩ ॥

দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকে চ তথা ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

কাম্যকর্ম্মও নিষিদ্ধ ও প্রসিদ্ধ রূপে দ্বিবিধ হয়, তাহার ফলও দ্বিবিধ। নিষিদ্ধ কর্ম্ম করণে নরক, ও প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করণে স্বর্গ হয়। স্বর্গে নানা প্রকার সুখভোগ, নরকেও সেই রূপ নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ২৪ ॥

পুণ্যকর্ম্মণি বৈস্বর্গে নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ২৫ ॥

পুণ্যকর্ম্মেতে স্বর্গ পাপকর্ম্মেতে নরক, এই দুই কর্ম্মবন্ধই সৃষ্টির নিমিত্ত হয়, তদ্ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥

জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানাসুখানি চ।
নানাবিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানি বৈ ॥ ২৬ ॥

অতএব মোক্ষেচ্ছুক ব্যক্তিরা সংসারবন্ধন ছেদন কারণ কাম্যকর্ম্ম করণে অনিচ্ছু, জ্ঞানপথের পান্থ হইয়া, নিয়ত সংসার মোচন যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন। কেবল ভোগেচ্ছু ব্যক্তিরাই দুঃখোৎপাদক পাপকর্ম্মে বিরত হইয়া পুণ্য-কর্ম্মের সমাচরণ করেন। অসূয়াদি দোষ রহিত স্বর্গে নানা প্রকার সুখ এবং অসূয়াদি দোষযুক্ত নরকে দুঃসহ বিবিধপ্রকার দুঃখ ভোগ হয়॥ ২৬॥

পাপকর্ম্মবশাদ্দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং॥ ২৭॥

শুদ্ধ পাপকর্ম্মবশে দুঃখ, পুণ্যকর্ম্মবশে সুখ হয়। একারণ সুখার্থী সংসারি-জনেরা নিরন্তর দৃঢ়রূপে পুণ্যার্জ্জন করিয়া থাকে॥ ২৭॥

পাপভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্বহুঃ।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবং॥ ২৮॥

পাপভোগের অবসানে কর্ম্মানুসারে ইহ সংসারে জীবের বহু পুনর্জন্ম হয়। সেইরূপ পুণ্যাবসানে স্বর্গচ্যুত পুণ্যকৃৎ পুরুষেরও বহু জন্ম হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হয় না॥ ২৮॥

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৯॥

পরস্ত্রী দর্শনাদিতে স্বর্গেও দুঃখসম্ভোগাদি হয়, অতএব এই জগৎ সমস্তই দুঃখ-ময় তাহাতে সংশয় নাই, ইত্যভিপ্রায়ে কেবল নরকেই যে দুঃখভোগ হয় এমত নহে॥ ২৯॥

তৎকর্ম্ম কল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্যপাপমিতি দ্বিধা।
পুণ্যপাপময়োবন্ধো দেহিনাং ভবতি ক্রমঃ॥ ৩০॥

পুণ্য পাপ এই দ্বিবিধ কর্ম্মকেই দুঃখোৎপাদক বলিয়া, তত্তৎকর্ম্ম কল্পক জন-গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। জীবের পুণ্যপাপময়বন্ধ দেহধারণের প্রতি কারণ হয়। অর্থাৎ কেবল পাপে কি কেবল পুণ্যে দেহধারণ হয় না॥ ৩০॥

ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞং ত্যক্ত্বাযোগে প্রবর্ত্ততে॥ ৩১॥

যাঁহারা ইহলোকের ও পরলোকের ফলাভিসন্ধান না করেন সেই সকল ফল-দ্বেষিব্যক্তিরা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করেন, এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকেও ত্যাগ করিয়া প্রার্থনীয় যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন॥ ৩১॥

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধ্বা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥ ৩২॥

সুধীযোগিব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডের এই মাহাত্ম্য বোধ করিয়া ত্যাগ করেন, এবং পাপ পুণ্যদ্বয়কে সমানভাবে জানিয়া পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হন॥ ৩২॥

আত্মাবারে তু দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেত্যাদিকাশ্রুতিঃ।
সা সেব্যা তু প্রযত্নেন মুক্তিদা হেতুদায়িনী॥ ৩৩॥

অরে! আত্মাই দ্রষ্টব্য, ইত্যাদি মুক্তিদায়িনী ও হেতুদায়িনী যে শ্রুতি, সেই শ্রুতিই যোগিদিগের প্রযত্নের সহিত সেব্যা হইয়াছেন॥ ৩৩॥

দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যোধীর্বৃত্তিং প্রচোদয়াৎ।
সোহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎসর্ব্বং চরাচরং॥
সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে।
নতদ্ভিন্নোহমস্মিন্নোযদ্ভিন্নোন তু কিঞ্চন॥ ৩৪॥

আত্মার দর্শন ও শ্রবণ, যোগব্যতীত হইতে পারে না। "সোহং তত্ত্ববিদ্যোগী" আপনাকেই আত্মারূপ জানিয়া, আত্মাতে ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেন।

পুণ্য পাপ উভয়েতেই সমানরূপে বুদ্ধিবৃত্তিকে যিনি প্রেরণা করেন সেই আত্মাই আমি, সোহংজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত ব্যক্তির আপনাতে ও আত্মাতে ভিন্ন বোধ থাকে না, যে আত্মা সেই আমি, আমা হইতে সমস্ত চরাচর জগৎ উৎপন্ন, আমাতেই সকল স্থিতি, আমাতেই সকল লয় হইতেছে। যে হেতুক আত্মা ভিন্ন কিছু মাত্র বস্তু নাই, আমি সেই আত্মা, ভিন্ন নহি॥ ৩৪॥

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু সরাবেষু যথাভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে।
উপাধিষু সরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরং।
সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্মনি যা তথা॥ ৩৫॥

যেমন জলপূর্ণ বহু সরাবে একের বহু সংখ্যাত্ব দর্শন হয়, কিন্তু বস্তুর ভেদ দর্শন হয় না। সেই রূপ উপাধিগত আত্মাতে ও সরাবস্থ সূর্য্যেতে বহু সংখ্যা করা যায়, ফলে সূর্য্য ও আত্মা অনেক নহেন॥ ৩৫॥

যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে।
জাগরেপি তথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ ॥ ৩৬ ॥

স্বপ্নে যেমন এক বস্তর কল্পনা নানা প্রকারে হয়, কিন্তু জাগরিতাবস্থায় সে বস্ত একই থাকে, সেই রূপ মায়ানিদ্রাভিভূত ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন জগৎকে অনেক প্রকার দেখে ॥ ৩৬ ॥

সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদ্বেদমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সেই রূপ পরমাত্মাতে এই বিশ্বরূপ বিস্তারিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রজ্জুজ্ঞানাদ্যথাসর্পো মিথ্যারূপোনিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥

যথার্থ রজ্জুজ্ঞান হইলে যেমন মিথ্যা সর্প রূপের নিবৃত্তি হয়, সেই রূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাভূত এই বিশ্বরূপে নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাৎ যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা ॥ ৩৯ ॥

যথার্থ শুক্তিজ্ঞান জন্মিলে যেমন রৌপ্যভ্রান্তির শান্তি হয়, সেই রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্বদা জগৎ ভ্রান্তির অন্তর হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

যথাবংশোরগভ্রান্তি র্ভবেদ্ভেকবসাঞ্জনাৎ।
তথাজগদিদংভ্রান্তিরভ্যাস কল্পনাঞ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥

যেমন মণ্ডুকতৈলকৃত অঞ্জন নেত্রদ্বয়ে দিয়ে, বংশে সর্প ভ্রম হয়, সেই রূপ অভ্যাস কল্পনারূপ অঞ্জনহেতুক আত্মাতে জগৎভ্রান্তি জন্মে ॥ ৪০ ॥

আত্মজ্ঞানাদ্যথা নাস্তি রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
যথা দোষবশাৎ শুক্লঃ পীতো ভবতি নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজং ॥ ৪১ ॥

যেমন রজ্জুজ্ঞানে ভুজঙ্গম ভ্রম যায়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানে জগদ্ভ্রান্তির শান্তি হয়। যেমন পিত্তরোগবিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ জন্য শুক্ল পীতবর্ণ হয়, তাহার অন্যথা হয় না। সেই রূপ অজ্ঞানদোষে আত্মাও জগৎ হন, কিন্তু মুগ্ধ ব্যক্তির সে ভ্রম দুস্ত্যজ হয় ॥ ৪১ ॥

দোষনাশে যথা শুক্লৌ গৃহ্যতে রোগিনা স্বয়ং।
মুগ্ধজ্ঞানাত্তথা জ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া ॥ ৪২ ॥

দোষ নাশে অরোগি ব্যক্তির ভ্রান্তি গিয়া স্বরূপ জ্ঞান জন্মে। তদ্রূপ অজ্ঞান নাশে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হয় ॥ ৪২ ॥

কালত্রয়েপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতোনিরঞ্জনঃ ॥ ৪৩ ॥

যদ্রূপ আগত বিদ্যমান গত, এই ত্রিকাল ব্যাপিয়া রজ্জুতে সর্প ভ্রম থাকে না। সেই রূপ গুণাতীত নিরঞ্জন পরমাত্মাও জ্ঞানদশাতে বিশ্বরূপে প্রতিপন্ন থাকেন না ॥ ৪৩ ॥

আগমাহপায়িনোহনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরাদয়ঃ।
আত্মবোধেন কেনাপি শাস্ত্রাদেতদ্বিনিশ্চিতং ॥ ৪৪ ॥

আত্মবোধ দ্বারা কোন বিদ্বান্ কর্ত্তৃক শাস্ত্রার্থে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে, যে জন্মমৃত্যুবান্ ইন্দ্রাদি দেবতারা ঈশ্বর হইয়াও নাশ্যত্ব প্রযুক্ত অনিত্য হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

যথা বাতবশাৎ সিন্ধৌ ব্যুৎপন্নাঃ ফেণবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৫ ॥

যেমন বায়ুর বশে সমুদ্রে ফেণ ও বিম্ব সকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ক্ষণভঙ্গুর সংসারও পরমাত্মাতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানাবস্থায় বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৬ ॥

সংসারেতে ও পরমাত্মাতে অভেদ বস্তু, স্বরূপতঃ ভেদ নহে, তবে যে একধা দ্বিধা ত্রিধাদি ভেদ বস্তু ভাস, সে শুদ্ধ ভ্রান্তিপ্রযুক্তই হয় ॥ ৪৬ ॥

যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৪৭ ॥

যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে এবং সমূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এই সমস্ত জগৎ এক পরমাত্মাতেই বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন বস্তন্তর মাত্র নাই ॥ ৪৭ ॥

কল্পকৈঃ কল্পিতা বিদ্যা মিথ্যাজাতা মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

মিথ্যাত্মিকা অঘটঘটন পটীয়সী অবিদ্যা কল্পিত এই সংসার মিথ্যা। সুতরাং মায়ামূলক জগৎ কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? ॥ ৪৮ ॥

অর্থাৎ মৃষাত্মিকা মায়া যে সংসারের মূল, সে সংসার যে মিথ্যা, তাহাতে মুগ্ধজন ব্যতীত বিদ্বান্ ব্যক্তির সত্য বলিয়া কখনই প্রতীতি জন্মে না। যদিও মায়াপ্রভাবে মিথ্যা বস্তু সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু অনেকানেক বাজীকরদিগের কল্পিতা মায়া দৃষ্টে অর্থাৎ ভেল্কি দৃষ্টে সংসারানুরাগি ব্যক্তিরাও কখন কখন সংসারকে মিথ্যা বলিয়া জানে। ফলে সেই জ্ঞান তাহাদিগের চিরস্থায়ী হউক বা না হউক, কিন্তু এই আশ্চর্য্য সংসার যে বাজীকরদিগের বাজীর ন্যায় মিথ্যা, ইহা সততই মুখে কহিয়া থাকে ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

এক চৈতন্য হইতে চরাচর সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এ কারণ সমস্ত জড় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া, সকলের কারণ চৈতন্যস্বরূপ এক পরমাত্মাকেই সমাশ্রয় করিবেক ॥ ৪৯ ॥

ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ ॥ ৫০ ॥

যেমন আকাশ ঘটের বাহিরে এবং অভ্যন্তরে সংস্থিতি করে, সেই রূপ বিশ্বকার্য্যের বাহিরে ও অভ্যন্তরে আত্মাও নিত্য অবস্থিতি করেন ॥ ৫০ ॥

অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্ন স্তথাহ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা ॥ ৫১ ॥

যেমন পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে সংলগ্ন থাকিয়াও আকাশ অসংলগ্ন, সেইরূপ বিশ্বকার্য্যে পরমাত্মাও অসংলগ্ন হয়েন ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বরাদিজগৎসর্ব্বমাত্মব্যাপ্য সমন্ততঃ।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণোদ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মেন্দ্রাদি ঈশ্বর এবং সমস্ত জগৎ আত্মার ব্যাপ্য হয়। অতএব এক মাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, আত্মা সকলের ব্যাপক আছেন ॥ ৫২ ॥

যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশোযতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপকঃ ॥ ৫৩ ॥

যাঁহা হইতে প্রকাশ কেহই নাই, এ কারণ আত্মাই স্বপ্রকাশ, অতএব স্বপ্রকাশ হেতু আত্মা জ্যোতিঃ স্বরূপ হয়েন ॥ ৫৩ ॥

পরিচ্ছেদোযতোনাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণোভবেৎ কিল ॥ ৫৪ ॥

স্বরূপত দেশ কালাদিতে আত্মার পরিচ্ছেদ নাই, যে হেতু তিনি অপরিচ্ছিন্ন, এ কারণ আত্মা পরিপূর্ণ হয়েন ॥ ৫৪ ॥

যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ম্মৃষাত্মকৈঃ।
আত্মাতস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু ॥ ৫৫ ॥

যে হেতুক মিথ্যাত্মক পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের ন্যায় আত্মার নাশ নাই, এ কারণ আত্মাই নিত্য হয়েন, যদিও তাঁহার বিশ্বরূপ উপাধির নাশ আছে, কিন্তু তৎস্বরূপের নাশ নাই ॥ ৫৫ ॥

যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যোমিথ্যাস্যাদাত্মাসত্যো ভবেত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

যে হেতুক তদ্ভিন্ন অন্য বস্বন্তরমাত্র নাই, এ কারণ আত্মা সর্ব্বদাই একমাত্র আছেন, এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা হয়, একারণ আত্মাই সত্য হয়েন ॥ ৫৬ ॥

অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশং সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখং ॥ ৫৭ ॥

এই অবিদ্যা মায়াপ্রভব সংসারে যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত দুঃখের নাশ হইয়া সুখোৎপন্ন হয় ও জ্ঞানাবলম্বন হেতুক সমস্ত প্রকার ক্লেশ শূন্য হয়, একারণ আত্মাই অখণ্ড সুখসূরূপ হয়েন ॥ ৫৭ ॥

যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণং।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনং ॥ ৫৮ ॥

যে হেতুক বিশ্বের কারণস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ হয়, একারণ আত্মাই স্বতঃজ্ঞান স্বরূপ এবং জ্ঞানই নিত্য হয়েন ॥ ৫৮ ॥

কালতোবিবিধং বিশ্বং যদা চৈব ভবেদিদং।
তদেকোঽস্তি স এবাত্মা কল্পনা পথবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৯ ॥

কালস্বরূপ আত্মা হইতে যখন বিবিধ কার্য্য সমষ্টি দ্বারা অদ্ভুত বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তখন সমস্ত কল্পনাপথবর্জ্জিত এক আত্মাই সত্য থাকেন ॥ ৫৯ ॥

ন খংবায়ুর্নচাগ্নিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ।
নৈতৎকার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল ॥ ৬০ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ইত্যাদি কার্য্য ও ঈশ্বরাদি কেহই পূর্ণ নহেন, কেবল এক আত্মাই পূর্ণ হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬১ ॥

আকাশাদি বহিঃস্থ সমস্ত ভূতের কালেতে বিনাশ হয়, অতএব আত্মাই অনাশ্য। যাহাতে সমস্ত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্যেতে যাঁহাকে বলা যায় না, তিনিই আত্মা, দ্বৈত রহিত হয়েন ॥ ৬১ ॥

আত্মানমাত্মনো যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতং।
সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যা ভবগ্রহঃ ॥ ৬২ ॥

সমস্ত বাসনাশূন্য মিথ্যারূপ সংসার পরিগ্রহ ত্যাগশীল যোগি ব্যক্তি আপনার আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ৬২ ॥

আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট্বানন্তং সুখাত্মকং।
বিস্মৃত্য বিশ্বং রমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা ॥ ৬৩ ॥

এবং ঐ যোগিসমাধির তীব্রতাপ্রযুক্ত অখণ্ড সুখাত্মক আত্মাকে আপনাতে দর্শন করিয়া, সংসারের সমস্ত সুখকে ভুলিয়া শুদ্ধ আত্ম সুখেই রমণ করিতে থাকেন ॥ ৬৩ ॥

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যতত্ত্ব ধিয়াপরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥ ৬৪॥

মায়াই বিশ্বের উৎপাদিকা অন্যা নহে অর্থাৎ মায়া ভিন্ন বিশ্বোৎপত্তি হয় না। যখন সমাধিযোগপ্রভাবে অজ্ঞানজননী মায়ার নাশ হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে বিশ্বরূপ ভ্রান্তি থাকে না। ইহা তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, যথা।—(যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্নবিদ্যতে ইতি।) যেখানে মহামায়া নাই, সেখানে আর দৃশ্যজাত বস্তু কিছুই নাই॥ ৬৪॥

হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্য মায়াবিলসিতং যতঃ।
ততোন প্রীতিবিষয়স্তনুবিত্তসুখাত্মকঃ॥ ৬৫॥

যে হেতুক মায়ার বিলাস এই জগৎ, এ কারণ যোগীর হেয়। সুতরাং সুখাত্মক শরীর ও ধনাদি তাহাঁর প্রীতির বিষয় হয় না, অর্থাৎ চিত্তপ্রসন্নের নিমিত্ত হয় না॥ ৬৫॥

অরিমিত্র উদাসীনং ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ।
ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ।
প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটং॥ ৬৬॥

এই জগৎ শত্রু মিত্র উদাসীনবৎ ত্রিবিধ হয়, অর্থাৎ কাহার শত্রুবৎ, কাহার মিত্রবৎ, কেহ বা উদাসীনবৎ অবস্থিতি করে, ইহা ব্যবহারেতে নিয়ত দৃষ্ট হয়, অতএব ইহার অন্যথা নাই। দৃঢ় দৃষ্টান্ত এই যে সমস্ত বস্তুতে প্রিয় ও অপ্রিয় এবং উদাসীনতা অর্থাৎ প্রিয়াপ্রিয়াদি উভয়শূন্যতা নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে॥ ৬৬॥

আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুত্রাদি নান্যথা।
মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ঃ কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥ ৬৭॥

এক আত্মা উপাধিবশে পিতা পুত্র পৌত্রাদি সংজ্ঞা লাভ করেন, ইহার অন্যথা নাই। শ্রুতিযুক্তি দ্বারা এই বিশ্বকে কেবল মায়ার বিলাস মাত্র জানিয়া, অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয় লয় করতঃ যোগিব্যক্তিরা জগদ্ব্যাপ্ত পূর্ণাত্মাকেই দর্শন করেন ইহা পূর্ব্বান্বয়॥ ৬৭॥

নিখিলোপাধিবিজিতো যদা ভবতি পুরুষঃ।
তদা বিবক্ষতেঽখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৬৮ ॥

যখন যোগিপুরুষ সমস্ত উপাধিবিজিত হয়, অর্থাৎ নামরূপাদিতে শূন্য হইবে, তখনই সেই অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন ব্রহ্মবাদ করিবেক ॥ ৬৮ ॥

সোকাময়তঃ পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজাস্বয়ং।
অবিদ্যাভাসতে যস্মাৎ তস্মান্মিথ্যাস্বভাবিনী ॥ ৬৯ ॥

ইত্যর্থে নামরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মবাদ করিতে পারে না, যে হেতু অতীন্দ্রিয় পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারেন না, সুতরাং অহং ত্বং সর্ব্বং ব্রহ্ম, ইত্যাকার জ্ঞানে বক্তৃতা করায় নরক হয়। ইহা যোগবাশিষ্ঠেও উক্ত আছে। (অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানরকজালেষু স তেন বিনিপাতিতঃ।) যে ব্যক্তি যোগজ্ঞ না হয়, অথবা কতক জ্ঞাত, সে ব্যক্তি যদি সকলকে ব্রহ্ম মুখে বলে, আর যথোচিত কর্ম্মাদি না করে,তবে সেই বাক্যদ্বারাই সেই ব্যক্তি মহানরক জালে পতিত হয় "সোকাময়তঃ প্রজাসৃজেয়মিতি" শ্রুতিবাক্য প্রমাণে আত্মা ইচ্ছানুসারে স্বয়ং প্রজাসৃষ্টি করেন। যে হেতু ইচ্ছারূপা অবিদ্যা কৃতা সৃষ্টিভাষিতা হইয়াছে, অতএব মায়ার কার্য্য সমস্তই মিথ্যা ॥ ৬৯ ॥

শুদ্ধব্রহ্মত্ব সম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ ॥ ৭০ ॥

জ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা তাঁহার সহিত ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধ হয়, যে হেতু মুণ্ডকশ্রুতি সংবাদ আছে যে, সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব চারি বেদ, আর শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ চতুর্ব্বেদ বিষয় অবিদ্যাবিলাস। যিনি বিদ্যা তিনি ইহার অতীতা, তাঁহার সহিত অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং অবিদ্যা সৃষ্টিকারিণী, যে হেতু তাঁহা হইতে আকাশের উৎপত্তি হয় ॥ ৭০ ॥

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্বায়োরগ্নিস্ততোজলং।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেঽয়ং স্থিতা সতি ॥ ৭১ ॥

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নি হইতে জলোৎপত্তি, জল হইতে পৃথিবী প্রকাশ হয়। কেবল একের গুণে উৎপত্তি নহে,

পরস্পর পৈতৃক গুণ সংযোগ দ্বারা ভূতাদির উৎপত্তি হয়, ইহা কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৭১ ॥

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জ্জলং ব্যোম বাতাগ্নিবারিতো মহী ॥ ৭২ ॥

আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ বায়ু উভয় সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি, আকাশ বায়ু অগ্নি এতত্রয় সংযোগে জলোৎপন্ন, আকাশ বায়ু অগ্নি জল এই চতুর্ভূতের সংযোগে পৃথিবী প্রকাশ হয় ॥ ৭২ ॥

খংশব্দ লক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণং।
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবং ॥ ৭৩ ॥

আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শুদ্ধ স্পর্শ, অগ্নির গুণ শুদ্ধ রূপ, জলের গুণ কেবল রস, পৃথিবীর গুণ শুদ্ধ গন্ধ হয়, ইহার অন্যথা নাই। কিন্তু পরস্পর পৈতৃক গুণের অনুবৃত্তি আছে, তাহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে।
তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ।
শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধ স্তথৈব চ।
এতৎপঞ্চগুণাপৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পতেঽধুনা ॥ ৭৪ ॥

কেবল শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশ, শব্দ স্পর্শ গুণদ্বয় বিশিষ্ট বায়ু, শব্দ স্পর্শ রূপ এই তিন গুণ বিশিষ্ট অগ্নি, শব্দ স্পর্শ রূপ রস চতুর্গুণ বিশিষ্ট জল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এতৎ পঞ্চগুণা পৃথিবী, ইহা কল্পকদিগের কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে।
রসো রসনয়া স্পর্শ স্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরং ॥ ৭৫ ॥
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোঽভিমতং ভাতি নান্যথা ॥ ৭৬ ॥

অগ্নির গুণ রূপ, কিন্তু চক্ষু দ্বারা গ্রহণ হয়। পৃথিবীর গুণ গন্ধ, নাসিকা দ্বারা গ্রহণ হয়। জলের গুণ রস, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ হয়। বায়ুর গুণ স্পর্শ, চর্ম্ম দ্বারা গ্রহণ হয়। আকাশের গুণ শব্দ, শ্রোত্র দ্বারা গ্রহণ হয়। অর্থাৎ যে ভূত হইতে শরীরের যে অবয়বের উদ্ভাবন হইয়াছে, সেই অবয়বের দ্বারা সেই ভূতের গুণ গ্রহণ হয় অর্থাৎ অগ্নির সত্বাতে চক্ষুর উৎপত্তি, চক্ষু রূপগ্রাহক। পৃথিবীর সত্বা ঘ্রাণে, একারণ নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে। জলের সত্বাতে রসনার উৎপত্তি, সুতরাং রসগ্রাহিকা রসনা হয়। বায়ুর সত্বাতে চর্ম্মের উৎপত্তি, এ হেতু চর্ম্মে স্পর্শ, আকাশের অংশে শ্রোত্রোৎপত্তি, এ কারণ শব্দ গ্রাহক শ্রোত্র হইয়াছে॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ ॥ ৭৭ ॥

এই চরাচর জগৎ সমস্ত এক চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বে এই কল্পনা করা যায়, তদ্ব্যতীত তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চৈতন্যময় এক পুরুষ আছেন ইহা যুক্তিসিদ্ধ ॥ ৭৭ ॥

পৃথ্বীশীর্ণা জলে মগ্না জলমগ্নঞ্চ তেজসি।
লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতলয়ং যযৌ।
অবিদ্যায়াং মহাকেশো লীয়তে পরমে পদে ॥ ৭৮ ॥

প্রলয়াবস্থাতে এই পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলমগ্না হইবে। পৃথিবীর সহিত জল অগ্নিতে লয় হইবেক। অগ্নি ভূমি জলের সহিত বায়ুতে লীন হইবে। পৃথিবী জল অগ্নির সহিত বায়ু আকাশে লয় পাইবেক। এ সকলের সহিত আকাশ অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে লয় হইবেক। অবিদ্যা পরিণামে তদ্বিষ্ণুর পরমপদে লীনা হইবেন ॥ ৭৮ ॥

বিপেক্ষাবরণাশক্তির্দ্দুরন্তা সুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্বতমোগুণাঃ ॥ ৭৯ ॥

ভগবানের দুরন্তা শক্তিদ্বয় অর্থাৎ আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি, ইহাঁরা উভয়েই সুখরূপিণী হন। সত্ব রজ তমোগুণা মহামায়া জড়রূপা, এ কারণ ত্রিগুণা হয়েন ॥ ৭৯ ॥

সা মায়া বরণাশক্ত্যাবৃতা বিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপ স্বভাবতঃ ॥ ৮০ ॥

সেই বিজ্ঞানরূপিণী মহামায়া আবরণ, বিক্ষেপশক্তিতে আবৃতা হইয়া, সেই পরমাত্মাকে জগদাকারে দর্শন করান্ ॥ ৮০ ॥

তমোগুণাধিকা বিদ্যা লক্ষ্মী সা দিব্যরূপিণী।
চৈতন্যং যদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যচ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা ॥ ৮২ ॥

সেই অবিদ্যা যখন তমোগুণাধিকা হন, তখন লক্ষ্মীরূপে প্রকাশ পায়েন। সেই শক্তিতে উপহিত চৈতন্যকে বিষ্ণু বলিয়া উক্ত করেন, ইহার অন্যথা নাই। রজোগুণাধিকা বিদ্যাকেই সরস্বতী বলিয়া জানিহ, তাঁহাতে উপহিত চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মোপাধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮১ ॥ ৮২ ॥

ঈশাদ্যাঃ সকলা দেবা দৃশ্যতে পরমাত্মনি।
শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সা বিদ্যা তত্তথা তথা।
এবং রূপেণ কল্পন্তে কল্পকা বিশ্বসম্ভবং।
তত্ত্বাতত্ত্বং ভবন্তীহ কল্পেনান্যেন চোদিতাঃ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥

এইরূপ শিবাদি সকল দেবতা মাত্রকেই পরমাত্মাতে দেখা যায় অর্থাৎ অবিদ্যাতে উপহিত এক চৈতন্য নানা উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। ফলিতার্থ চৈতন্য ব্যতীত দৃশ্যজাত শরীরাদি সমস্ত বস্তু জড় কেবল অবিদ্যা বিলাস মাত্র ॥ ৮৩ ॥

তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন, " যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ইতি। " যেখানে মহামায়া নাই সেখানে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥

এইরূপে বিশ্বকার বিশ্বের রচনা করেন, ফলিতার্থ এক বস্তুই সদসদ্রূপ ব্যাবৃত হইয়াছেন ইহা শাস্ত্রে কহেন ॥ ৮৪ ॥

প্রমেয়ত্বাদিরূপেণ সর্ব্ববস্তু প্রকাশ্যতে।
বিশেষ শব্দোপাদানে ভেদো ভবতি নান্যথা ॥ ৮৫ ॥

পরিমেয়ত্ব রূপে অপরিমেয় পরমাত্মা বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তুরূপে মাত্র প্রকাশ পান, কেবল বিশেষ২ শব্দভেদ মাত্র হয়, কিন্তু আত্মা ভিন্ন অন্য নহে ॥ ৮৫ ॥

তথৈব বস্তুনাস্ত্যেব ভাসকো বর্ত্ততে পরং।
স্বরূপত্বেন রূপেণ স্বরূপং বস্তুভাষ্যতে ॥ ৮৬ ॥

বস্তুতঃ এক চৈতন্যই বস্তুভাসক, তদ্ভিন্ন বস্তু কিছুই নাই। যদিও বস্তু মিথ্যা অস্বরূপ হয়, তথাপি স্বরূপ হইতে উৎপন্ন বিধায় স্বরূপবৎ প্রতিভাত হয় ॥ ৮৬ ॥

একঃ সত্তা পূরিতানন্দরূপঃ পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ। এতজ্জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং মুক্তঃ সস্যান্মৃত্যু সংসারদুঃখাৎ ॥ ৮৭ ॥

সত্তাপূরিত পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ এক পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ, তদ্ভিন্ন জগতে কিঞ্চিৎ মাত্র বস্তু নাই। এই রূপ জ্ঞানকে যে ব্যক্তি নিত্য স্বহৃদয়ে জাগরূক রাখে, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুসংসারদুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

যস্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বে লয়ং গতাঃ।
সএকো বর্ত্ততে নান্যৎ তচ্চিত্তেনাবধার্য্যতে ॥ ৮৮ ॥

আরোপ ও অপবাদ এতদুভয় জ্ঞান দ্বারা সমস্ত প্রকার ভ্রান্তি কার্য্য যাহাতে লয় হয়, সেই এক পরমাত্মা সত্য ইহাই তাহার চিত্তে তখন নিশ্চিত অবধারণা হয় ॥ ৮৮ ॥

পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দ্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরং ॥ ৮৯ ॥

পিতার অন্নময় কোষ হইতে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবের উৎপত্তি হয়। অতএব যোগীরা সেই সুন্দর শরীরকে দুঃখ বলিয়া জানেন, যে হেতু স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ভোগের নিমিত্তই শরীর হইয়াছে ॥ ৮৯ ॥

মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরং।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততি গুল্‌ফিতং॥ ৯০॥

মাংস, অস্থি, রস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, শুক্রনির্ম্মিত নাড়ীসমূহ বেষ্টিত জীবের এই শরীররূপ ভোগ মন্দির, ইহা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই জানিবে॥ ৯০॥

পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতং।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখসুখভোগায় কল্পিতং॥ ৯১॥

পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ডাখ্য ব্রহ্মলোক স্বরূপ জীবের এই শরীর সুখ দুঃখ ভোগের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বকর্ম্মানুসারে সুখদুঃখাদি এই শরীরে ভোগ করিতে হয়॥ ৯১॥

বিন্দুঃশিবো রজঃশক্তিরুভয়ো র্মেলনাৎ স্বয়ং।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥ ৯২॥

শিবশক্ত্যাত্মক এই শরীর, অর্থাৎ বিন্দুরূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন হইতে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা জীব সকলের উৎপত্তি হয়॥ ৯২॥

ইহা তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন। যথা।—(হরগৌর্য্যাত্মকং জগদিতি।) শিবশক্ত্যাত্মক এই জগৎ॥

তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ।
তদ্ভূত পঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকং॥ ৯৩॥

একত্র মিলিত পঞ্চীকৃত রূপে ব্রহ্মাণ্ডস্থ অসখ্য বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দেহে অবস্থিত চৈতন্যেরই জীবসংজ্ঞা। তদ্দেহে অবস্থিতি করিয়া, স্বকর্ম্ম দ্বারা জীব শুভাশুভ ভোগ করেন॥ ৯৩॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহং।
অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ॥ ৯৪॥

পার্ব্বতীকে মহাদেব কহিতেছেন, হে পার্ব্বতি, পূর্ব্বকর্ম্মের অনুরোধে আমি এই রূপে জীবাবস্থার ঘটনা করিয়া থাকি। জীব অজড়, সর্ব্বান্তর্যামী কিন্তু পঞ্চভূতাখ্য জড়পিণ্ডে অবস্থিতি করতঃ সকল ভোগ করেন ॥ ৯৪ ॥

জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধোভবেৎ।
ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃ পুনঃ ॥ ৯৫ ॥

জীব অজর অমর শুদ্ধ স্বকর্ম্মগুণে বদ্ধ হইয়া, অবিদ্যা চালিত জড় হইতে (১) বিবিধ নামে খ্যাত হন। অর্থাৎ স্বকর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৯৫ ॥

জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৯৬ ॥

ঐ জীব স্বকর্ম্ম ভোগের অবসানে পরমাত্মায় লীন হয়েন অর্থাৎ যাবৎ কর্ম্মক্ষয় না হয় তাবৎ জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন ॥ ৯৬ ॥

(১) বিবিধ নামে খ্যাত পদে, কর্ম্মানুসারে জীবের যে দেহে অবস্থিতি হয়, সেই নামে তাঁহাকে খ্যাত করে। অর্থাৎ যখন মনুষ্য শরীরে অবস্থান তখন, জীবের মনুষ্যসংজ্ঞা। পশুপক্ষীত্যাদি দেহে পশুপক্ষীত্যাদি সংজ্ঞা হয়।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে লয়প্রকরণে প্রথমঃ পটলঃ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

দেহিস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥ ১॥

এই জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুমেরু গিরি অবস্থিতি করে। আর সমস্ত নদ নদী সমুদ্র পর্ব্বত ক্ষেত্র ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিরও অবস্থান আছে॥ ১॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহা স্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠ দেবতাঃ॥ ২॥

এবং ঋষি মুনি সকল ও নক্ষত্র গ্রহ পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেবতারা এই দেহে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন॥ ২॥

সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভোবায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥ ৩॥

সৃষ্টিসংহার কারণ চন্দ্র সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূতেরও অধিষ্ঠান আছে॥ ৩॥

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক মধ্যে যত জীব, সে সকলই দেহেতে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সকল বস্তুই মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন২ বিষয়ের সম্পাদন করে॥ ৪॥

জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

যে ব্যক্তি এই শরীরস্থ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারে, অর্থাৎ আপনার শরীরকে যে জানে সেই যোগী, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই॥ ৫॥

ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মী বহিরষ্টকলাযুতঃ ॥ ৬ ॥

(১) ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিত এই দেহ, সুমেরু সদৃশ মেরুদণ্ড, তাহার শৃঙ্গে অর্থাৎ উপরিভাগে বাহে অষ্টকলাতে যুক্ত চন্দ্র যথা স্থানে অবস্থিতি করেন ॥ ৬ ॥

বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোপি সুধাবর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং যথা চ বৈ ॥ ৭ ॥

সেই চন্দ্র অধোমুখে অবস্থিত হইয়া অতন্দ্রিত দিবারাত্রি সুধা বর্ষণ করিতেছেন। সেই অমৃতধারা সূক্ষ্মরূপে দুইভাগ হয় ॥ ৭ ॥

ইড়ামার্গেণ পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনীজলং।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেণ নিশ্চিতং ॥ ৮ ॥

এবং এই সুধা দেহের পুষ্টির নিমিত্তে ইড়া নাড়ীরন্ধ্র দিয়া গঙ্গা স্রোতস্থায় বহিয়া ইড়ানাড়ীমার্গে সকল শরীরের পোষণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

---

(১) ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিত দেহাদি বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, বাহে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ সংস্থিতি, শরীর রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সেই রূপই সংস্থিতি হয়। যেমন সুমেরু শিখরে চন্দ্র সূর্য্যোদয়, সেইরূপ জীবদেহে সুমেরু সদৃশ মেরুদণ্ডের উপরিভাগে অর্থাৎ দ্বিদল পদ্মকর্ণিকারে চন্দ্রমণ্ডল, তদূর্দ্ধে নাদচক্রে সূর্য্যমণ্ডল, ঐ আজ্ঞাপুর চক্র অধোমুখ দক্ষিণ বামভাগে ইড়া পিঙ্গলায় তাঁহাদিগের রশ্মি বহিতেছে, নাদোপরি বিন্দুরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকার সূর্য্যদ্বারা তাহার রশ্মি উর্দ্ধে সত্যাখ্য নির্ব্বাণপথে গমন করিয়াছে, এ হেতু চন্দ্র সূর্য্যদ্বারা এই শরীরের পুষ্টি এবং সৃষ্টির বিস্তার হয়। যে হেতু শুক্রাত্মক চন্দ্র, রক্তাত্মক সূর্য্য, যোগীরা ইহা নিশ্চিত অবধারণ করিয়া ইড়া পিঙ্গলা মার্গে পূরক রেচক দ্বারা ব্রহ্মদ্বার ভেদ করতঃ সূর্য্যদ্বার দিয়া পরম পদে গমন করেন। শ্রুতিতেও কহিয়াছেন। পিতৃলোক কামী চন্দ্রলোক গমন করতঃ পুনরাবর্ত্তিত হয়, নির্ব্বাণেচ্ছু সাধক সূর্য্যদ্বারা অমরণ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডল সহিত চন্দ্র সূর্য্যদ্বার দিয়া জীবের পুনরাবৃত্তিও নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণায়াম প্রভাবে জীব পরিমুক্ত হয়। সুতরাং ইড়া প্রবৃত্তিমার্গ, পিঙ্গলা নিবৃত্তিমার্গ জানিবে।

এষ পীযূষরশ্মীহি বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতা।
অপরা শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষ কর্ষিতমণ্ডলঃ।
মধ্যমার্গেণ সৃষ্ট্যর্থং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ॥ ৯॥

এই চন্দ্রমণ্ডল ইড়ানাড়ীরূপে বামপার্শ্বে অবস্থিত। অপর চন্দ্রমণ্ডল আহ্লাদজনক শুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় সুষুম্না মার্গ দ্বারা সৃষ্টির নিমিত্ত মেরুতে গমন করিয়াছেন॥ ৯॥

মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলা দ্বাদশসংযুতঃ।
দক্ষিণে পথিরশ্মীভির্ব্বহত্যূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ॥ ১০॥

মেরু মূলে সংস্থিত সূর্য্য দ্বাদশকলাযুক্ত দক্ষিণ পথ পিঙ্গলামার্গে প্রজাপতি স্বরূপ ঊর্দ্ধরশ্মি দ্বারা বহন করেন॥ ১০॥

পীযূষ রশ্মীনির্যাসং ধাতূংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবং।
সমীরমণ্ডলৈঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে॥ ১১॥

দিবাকর আকর্ষণশক্তিপ্রযুক্ত নির্যাসরূপ অমৃত ধাতু সকলকে গ্রাস করেন। এবং বায়ুমণ্ডলের সহিত সমস্ত ঐ শরীরে সূর্য্য অতন্ত্রিত ভ্রমণ করিয়া থাকে॥ ১১॥

এষা সূর্য্যাপরামূর্ত্তি নির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্নযোগেণ সৃষ্টিসংহারকারকঃ॥ ১২॥

দক্ষিণ মার্গে পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী সূর্য্যের অপরা মূর্ত্তি, ঐ পিঙ্গলা সাক্ষাৎ নির্ব্বাণপদ প্রদায়িনী হন। লগ্নযোগে অতন্ত্রিত সৃষ্টিকারক এবং সংহারকারক সূর্য্য সেই পিঙ্গলা নাড়ীতে সর্ব্বদা বহিতেছেন॥ ১২॥

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ঃ নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাং।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ১৩॥

মনুষ্যদিগের শরীরাভ্যন্তরে প্রধানভূতা সার্দ্ধ লক্ষত্রয় নাড়ী আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী মুখ্যা হয়, যদিও শাস্ত্রে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী মনুষ্য শরীরে বর্ণনা করিতেছেন। এখানে যোগাধিগম্যা প্রধান রূপে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীকে ধৃত করিয়া কহিয়াছেন ইতি ভাব ॥ ১৩ ॥

সুষুম্নেড়াপিঙ্গলা চ গন্ধারী হস্তীজিহ্বিকা।
কুহু সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥

তাহাদিগের নাম, যথা,—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহু, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী ॥ ১৪ ॥

বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়া সুষুম্নিকা ॥ ১৫ ॥

বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, যশস্বিনী ইহার মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিন নাড়ী মুখ্যতরা ॥ ১৫ ॥

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাং ॥ ১৬ ॥

এই তিন প্রধানা নাড়ী মধ্যে একা সুষুম্না নাড়ী মুখ্যতমা, যোগিদিগের বল্লভা হয়। অন্যা নাড়ী সকল ঐ সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া, মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাশ্চাধোমুখানাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠ্যবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৭ ॥

এই সকল প্রধানা নাড়ী অধোমুখ- পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্মা হয়। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নিস্বরূপা, নৃদেহে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতং ॥ ১৮ ॥

ঐ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগতা চিত্রা নাড়ী, সে নাড়ী অত্যন্ত প্রিয়তমা। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মরন্ধ্র হয় ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥

একা চিত্রা অতি নির্ম্মলা বিচিত্রবর্ণা, অতি উজ্জ্বলা, ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্নার মধ্যচারিণী হন। এই নরদেহের উপাধি স্বরূপা মধ্যরূপিণী সুষুম্না অর্থাৎ সুষুম্নাই দেহধারণের প্রতি মূল কারণ হন ॥ ১৯ ॥

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥

ঐ সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা নাড়ীকেই অমৃতানন্দকারক দিব্য পথ বলিয়া, যোগীরা উক্ত করিয়াছেন। ঐ নাড়ীর ধ্যান মাত্রেই পাপসমূহ বিনাশ হয় ॥ ২০ ॥

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমং ॥ ২১ ॥

গুহ্যদ্বার হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ, লিঙ্গ হইতে দুই অঙ্গুলি অধঃ, চারি অঙ্গুলি বিস্তার মূলাধার পদ্ম ॥ ২১ ॥

তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণবর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২২ ॥

সেই আধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সুশোভন ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে, তাহার মহিমা সমস্ত তন্ত্রেই গোপিতা হয় ॥ ২২ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্র্যকারা কুটিলা সুষুম্না মার্গসংস্থিতা ॥ ২৩ ॥

সেই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকারা পরদেবতা কুণ্ডলী শক্তির অধিষ্ঠান। সর্পাকার সার্দ্ধত্রিকুঞ্চিত বলয়ার ন্যায়, অর্থাৎ শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় কুটিলা,

ব্রহ্মমার্গ সুষুম্না নাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন। তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন (সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুণ্ডলী পরদেবতা ইত্যাদি) তথাচ (যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বার মনাময়ং। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা দেবিপন্নগীত্যাদি।) যে দ্বার দিয়া অনাময় ব্রহ্মদ্বার গমন করিতে হয়, প্রসুপ্তা কুণ্ডলীদেবী সর্পরূপা স্বমুখে সেই দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন॥ ২৩॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈ র্নমস্কৃতা॥ ২৪॥

জগৎ সৃষ্টিরূপা, এবং সর্ব্বদা এতজ্জগৎ নির্ম্মাণে উদ্যতা, পরমা ঈশ্বরীশক্তি বাক্যেতে যাঁহাকে কহিতে পারে না, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বদা সর্ব্ব দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয়া, ইত্যর্থে কুণ্ডলীশক্তিকে বাক্যের দেবতা কহিয়াছেন। যেহেতু কুণ্ডলীই গুপ্তবর্ণরূপা, কুণ্ডলীই মূলাধারে সুষুম্নামূলে আঘাত করিলে বর্ণসকল অব্যক্তনাদ হইতে ব্যাপৃতরূপে বহির্নির্গত হয়, যেমন বীণাযন্ত্রের তারের মধ্যে অব্যক্তরূপ স্বরের অবস্থান আছে, কিন্তু মূলে বিবরণ কাণ্ড অর্থাৎ মেজেরাপের আঘাত পাইলে স্বর সকলের ব্যক্ত রূপে অধিষ্ঠান হয়, সেইরূপ কুণ্ডলী শক্তির প্রভাবে বাক্যের উৎপত্তি, সুতরাং তাঁহাকে বাগ্‌দেবী বলিয়া তন্ত্রে উক্ত করিয়াছেন ২৪

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্ট দক্ষনাসাপুটং গতা॥ ২৫॥

সুষুম্নার বামভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়া মধ্যগতা সুষুম্নাকে চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছেন॥ ২৫॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্ট বামনাসাপুটং গতা॥ ২৬॥

পিঙ্গলা নামে অপরা সুষুম্নার দক্ষিণে যে নাড়ী, তিনি সুষুম্নাকে বেষ্টন করিয়া বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছেন। ইত্যর্থে প্রতি চক্রেই ঐ দুই নাড়ী ধনুর আকারে বেষ্টন করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাপুর চক্রের নিম্নে ভ্রুর সন্নিহিত নাসাবিবরপর্য্যন্ত গিয়া সুষুম্নাতে মিলিতা হইয়াছেন। কেবল আজ্ঞাচক্র ব্যতীত বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পদ্মকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন॥ ২৬॥

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে স্বষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্স্থানেষু চ ষট্শক্তিং ষট্পদ্মং যোগিনো বিদুঃ॥ ২৭॥

ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে স্বষুম্না নাড়ী, তাহারই ছয়গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আ-জ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পদ্মাকার ছয় চক্র, ও ছয় শক্তি আছেন অর্থাৎ ডাকিনী হাকিনী কাকিনী লাকিনী রাকিণী শাকিনী প্রভৃতি ছয় শক্তি, তাহা সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না, কেবল দিব্য জ্ঞানদ্বারা যোগীরাই তাহা জানেন॥ ২৭॥

পঞ্চস্থান স্বষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ ২৮॥

সেই স্বষুম্নার যে পঞ্চ স্থান আছে, তাহার অনেক নাম, প্রয়োজন বশে এই সংহিতা শাস্ত্রে সেই সকল জ্ঞাতব্য হইয়াছে, অর্থাৎ জানিবার নিমিত্ত হইয়াছে। ইত্যর্থে বিশুদ্ধ চক্রাদি মূলাধারপর্য্যন্ত পঞ্চস্থান আদৌ যোগিদিগের পরিচিন্তনীয় হয়॥ ২৮॥

অন্যা যাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শ্রোত্রকং॥
কুক্ষি কক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথা দেশসমুদ্ভবাঃ॥ ২৯॥

এতদ্ভিন্ন যে সকল অপরা নাড়ী মূলাধার হইতে উঠিয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গপর্য্যন্ত গিয়া নিবর্ত্ত হইয়া, তত্তৎ স্থানীয় কার্য্যসম্পন্ন ক-রেন। জিহ্বা, শিশ্ন, চক্ষু, কর্ণ, পদাঙ্গুষ্ঠ, কুক্ষি, কক্ষ, বৃষণ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানগতা হয়॥ ২৯॥

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধ লক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতং॥ ৩০॥

এই সকল নাড়ীর শাখা উপশাখাতে ক্রমে সার্দ্ধ লক্ষত্রয় নাড়ী জন্মিয়া যথা ভাগ ক্রমে ব্যবস্থিত হইয়াছে॥ ৩০॥

এতাভোগবহানাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতঃ প্রোতাভিসংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে॥ ৩১॥

এই সকল নাড়ী বায়ু সঞ্চার রক্ষিতা শুদ্ধ ভোগকে বহন করেন। ওতপ্রোত অর্থাৎ বস্ত্রের টানা পড়িয়ান তন্তুর ন্যায় সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥৩১॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থকলা দ্বাদশসংযুতঃ।
বস্তিদেশে জ্বলদ্বহ্নি বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ।
বৈশ্বানরাগ্নি বৈধায় মম তেজোংশসম্ভবঃ।
করোমি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ॥ ৩২॥

দ্বাদশকলা যুক্ত সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত জাঠরাগ্নি, অন্নপাচক রূপে নাভিসন্নিহিত দেশে প্রজ্বলিত হইয়াছেন। হে পার্ব্বতি! সেই বৈশ্বানরাগ্নি আমার তেজের অংশ, সুতরাং সেই অগ্নি আমি, প্রাণিদিগের দেহে থাকিয়া বিবিধ আহারীয় দ্রব্যকে পাক করিয়া থাকি॥ ৩২॥

আয়ুঃ প্রদায়কোবহ্নিঃ বলং পুষ্টিং দদাতি স।
শরীর পাটবঞ্চাসি ধ্বস্তরোগসমুদ্ভবঃ॥ ৩৩॥

সেই জঠরানল আয়ুঃপ্রদায়ক, বলপ্রদায়ক, পুষ্টিপ্রদায়ক, শরীরকে সর্ব্ববিষয়ে পটু করেন, এবং সর্ব্ব রোগকে বিনাশ করিয়া আরোগ্য উৎপন্ন করেন ॥৩৩

তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেৎ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া॥ ৩৪॥

গুরূপদেশানুসারে সুবুদ্ধি যোগিব্যক্তিরা, সেই কারণ যোগপ্রভাবে বৈশ্বানরাগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া প্রত্যহ কুণ্ডলীর তৃপ্ত্যর্থে অন্নাহুতি প্রদান করেন, সুতরাং সেই সাবধানী যোগীর আহার জন্য কোন দোষোৎপত্তি হয় না॥ ৩৪॥

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে স্থানানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
ময়োক্তানি প্রধানানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ ৩৫॥

এই ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ মনুষ্য শরীরে বহু সংজ্ঞক স্থান আছে, তাহার মধ্যে অস্মৎ কর্ত্তৃক এই স্বতন্ত্র কতিপয় প্রধান স্থান কথিত হইয়াছে॥ ৩৫॥

নানাপ্রকার নামানি স্থানানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে বিগ্রহে তানি কথিতুং নৈব শক্যতে॥ ৩৬॥

নানাপ্রকারে বিবিধ স্থান সকল মনুষ্য বিগ্রহে অভিবর্ত্তিত আছে, সে সকল স্থানের নাম কহিতে কাহার শক্তি নাই ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদির্ব্বাসনামালাঽলঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ ॥ ৩৭ ॥

এ রূপ কল্পিত দেহে অনাদি বাসনা জালমালাতে অলঙ্কৃত কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সর্ব্ব গত জীবের বাস হয় ॥ ৩৭ ॥

নানাবিধগুণোপেতঃ সর্ব্বব্যাপারকারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ভুনক্তি বিবিধানি চ ॥ ৩৮ ॥

সেই জীব ত্রিগুণ বিষয়ক নানাবিধ গুণে উপেত, সমস্ত সংসার ব্যাপার-কারী, পঞ্চভূতাত্মক শরীরে অবস্থিতি করিয়া, পূর্ব্বার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

যদযৎ সংদৃশ্যতে লোকে সর্ব্বং তৎকর্ম্মসম্ভবং।
সর্ব্বং কর্ম্মানুসারেণ জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ ॥ ৩৯ ॥

ইহ সংসারে জীবকে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে যে দেখা যায়, সে সমস্তই কর্ম্ম সম্ভব, শুদ্ধ স্বকৃত কর্ম্মানুসারেই জীবের সুখ দুঃখ ভোগ হয় ॥ ৩৯ ॥

যে যে কামাদয়ো দোষাঃ সুখদুঃখপ্রদায়কাঃ।
তে তে সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে জীব কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ৪০ ॥

যে সকল কামাদি দোষ, অর্থাৎ কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি দোষ, জীবের সুখ দুঃখপ্রদ, সেই সকল দোষ জীবের কর্ম্মানুসারেই প্রবর্ত্ত হয় ॥ ৪০ ॥

পুণ্যোপরক্ত চৈতন্যে প্রাণান্ প্রীণাতি কেবলং।
বাহ্যে পুণ্যময়ং প্রাপ্য ভোজ্যবস্তু স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

পুণ্যকর্ম্মে উপরক্ত জীবে পুণ্যজন্য প্রাণের তৃপ্তি হয়, বাহিরেও পুণ্যময় বিবিধ ভোজনীয় বস্তু পুণ্যকর্ম্মানুসারে স্বয়ং প্রাপ্য হয়, অর্থাৎ অনায়াসে লাভ হয় ॥ ৪১॥

ততঃ কর্ম্মবলাৎ পুংসঃ সুখম্বা দুঃখমেব চ।
পাপোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতং ॥

নতদ্ভিন্নোভবেৎ সোপি নতদ্ভিন্নস্তু কিঞ্চন।
মায়োপহিতচৈতন্যাৎ সর্ব্ববস্তু প্রজায়তে॥ ৪২॥

অতএব অর্জ্জিত স্বকৃত কর্ম্মবলে জীবের সুখ এবং দুঃখ হইয়া থাকে, পাপ কর্ম্মরত জীবের কেবল দুঃখ ভোগ হয়। তাহাতে দুঃখব্যতীত সুখের অধিষ্ঠান নাই। সুতরাং পাপ পুণ্য এতদুভয় কর্ম্মভিন্ন জীবের সম্ভব নহে, এবং কর্ম্মভিন্ন জগতে বস্তুমাত্র কিছু নাই। মায়াতে উপহিত চৈতন্য হইতে সংসারের সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪২॥

যথাকালোপভোগায় জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ।
যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ রজতারোপণং ভবেৎ।
তথা স্বকর্ম্মদোষাদ্বৈ ব্রহ্মণ্যা রোপ্যতে জগৎ॥ ৪৩॥

যথা কাল জীবের উপভোগ করিবার নিমিত্ত ভগবানের বিশ্ব রাজ্যে বিবিধ বস্তুর উদ্ভাবন হইয়াছে। অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা যোগীরা দেখেন, যে জগৎ আত্মা ভিন্ন অন্যবস্তু নহে, যেমন দৃষ্টিদোষবশতঃ শুক্তিতে রজতারোপণ হয়, তদ্রূপ স্ব কর্ম্ম দোষে জীব নির্ম্মল ব্রহ্মতে জগতের আরোপণ করে॥ ৪৩॥

সবাসনা ভ্রমোৎপন্নোমূলনাতিসমর্থনং।
উৎপন্নঞ্চেদীদৃশংস্যাজ্জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনং॥ ৪৪॥

জীব যাবৎ সবাসন অর্থাৎ যাবৎ জীবের বাসনা থাকে, তাবৎ সমস্ত প্রকা ভ্রমোৎপন্ন হয়, কোন ক্রমে বাসনাসত্বে তাহার উন্মূলন করিতে শক্ত হয় না যখন জগৎ মিথ্যা, আত্মা সত্য, ইত্যাকার মোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখ সেই ভ্রমের খণ্ডন হইয়া যায়, ইহা পূর্ব্বাভাসে উক্ত হইয়াছে॥ ৪৪॥

সাক্ষাদ্বিশেষদৃষ্টিস্তু সাক্ষাৎকারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথাযুক্ত্যা সত্যং সত্যং ময়োদিতং॥ ৪৫॥

সাক্ষাৎবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিমান বিষয় সাক্ষাৎকারী পুরুষে ভ্রম জন্মে নচে ইহার আর অন্য কারণ নাই, ইহা আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি॥ ৪৫॥

সাক্ষাৎকার ভ্রমং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারিণি নাশয়েৎ।
সোহি নাস্তীতি সংসারে ভ্রমোনৈব নিবর্ত্ততে॥ ৪৬॥

প্রত্যক্ষ বিষয়ক ভ্রম, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারকারী, বিশেষ দর্শক ব্যক্তিতে না পায়, ন জ্ঞান যাহার যত দিন না জন্মে, তাহার ততদিন ব্রহ্ম ভিন্ন ও জগৎভিন্ন রূপ ভ্রম কখন নিবর্ত্ত হয় না ॥ ৪৬ ॥

মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষ দর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিস্যাদ্দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ ॥ ৪৭ ॥

বিশেষ দর্শনেতেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। অন্যথা নিবৃত্তি হয় না। র্থাৎ তাহা না হইলে সংসারে ভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে না। যেমন শুক্তি গান না জন্মিলে রজত ভ্রমের অপনয়ন হইতে পারে না, যত ক্ষণ শুক্তি-গানের অন্যথা না হইবে ততক্ষণ রজত ভ্রম থাকে ॥ ৪৭ ॥

যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ ॥ ৪৮ ॥

যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার নিরঞ্জন পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞান না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার জীবভেদ দর্শন অবশ্যই হইবে ॥ ৪৮ ॥

যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং নির্ব্বাণে সাধনং ভবেৎ।
তদা শরীরবহনং সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥ ৪৯ ॥

যখন এই কর্ম্মার্জ্জিত শরীরকে নির্ব্বাণ সাধনার নিমিত্তই জ্ঞান হইবে তখনই এই শরীরের ভার বহনের সাফল্য, অন্যথা শুদ্ধভার বহন মাত্রই সার হয় ॥ ৪৯ ॥

যাদৃশী বাসনা মূলা বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে জন্তুঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমং ॥ ৫০ ॥

জীবের সহচারিণী মূলা বাসনা যাদৃশী অভিবর্ত্তিতা, তাদৃশকৃত্যাকৃত্য বিধিতে জীব শ্রমভারের বহন করে ॥ ৫০ ॥

সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগসাধকঃ।
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্মফলবর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৫১

যোগসাধক ব্যক্তি যদি সংসার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, তবে বর্ণাশ্রমোক্ত কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফল পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫১ ॥

বিষয়াসক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভিরুদ্ধনির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥ ৫২ ॥

যে সকল বিষয়াসক্ত পুরুষ, যাহারা বিষয়সুখেচ্ছু, তাহারা ফলবাচনিকে নিতান্ত অবরুদ্ধ, নির্ব্বাণ পথ হইতে অন্তর হইয়া নিরন্তর পাপ কর্ম্মই করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

আত্মানমাত্মনাপশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতং মম ॥ ৫৩ ॥

যখন সাধক আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করে, আত্মাভিন্ন জগতে আর কিছুমাত্র দর্শন না করে॥ তখন কর্ম্ম পরিত্যাগে তাহার দোষ নাই, ইহাই আমার মত ॥ ৫৩ ॥

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং মম তত্ত্বং প্রকাশতে ॥ ৫৪ ॥

কামাদি সমস্ত অভিলষিত বিষয় জ্ঞানদশাতে বিলয় হয়, তাহার অন্যথা নাই। যখন সম্যক্‌প্রকারে অন্যান্য বিষয়তত্ত্বের অভাব হয়, তখন আমার সেই পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় ॥ ৫৪ ॥

ইতিশ্রীশিবসংহিতায়াং যোগপ্রকথনে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশো
নাম দ্বিতীয় পটলঃ।

তৃতীয় পটলঃ।

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্য লিঙ্গেন ভূষিতং।
কাদিঠান্তা ক্ষরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতং ॥ ১ ॥

জীবের হৃদয়ে দ্বাদশদলযুক্ত রক্তবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে, ক আদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশাক্ষরভূষিত, অর্থাৎ বামাবর্ত্তে ঊর্দ্ধ পত্রাবধি শেষপত্রপর্য্যন্ত "ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ,, এই দ্বাদশ বর্ণে অন্বিত ॥ ১ ॥

প্রাণোবসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংস্পৃষ্টপ্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২ ॥

ঐ পদ্মমধ্যে যে কর্ণিকার, তন্মধ্যে ত্রিকোণাকার পীঠে (যং) কারবর্ণ শোভিত, সেই যঙ্কারই বায়ুযন্ত্র, তাহাতেই প্রাণাখ্য বায়ু নিত্য অবস্থিতি করেন, সেই প্রাণ পূর্ব্বপূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংশ্লিষ্ট অহঙ্কারযুক্ত অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী, নানা প্রকার বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাস করেন ॥ ২ ॥

প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩ ॥

কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু বিবিধ প্রকার নাম ধারণ করেন, সে সকল ক-হিতে হইলে অনেক সময় ক্ষেপ হয়, অতএব সংক্ষেপ ব্যতীত বাহুল্যরূপে কহিতে শক্ত হই না ॥ ৩ ॥

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যানশ্চ পঞ্চম।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ বৃকরোদেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই অন্তঃস্থ পঞ্চপ্রাণ। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় বহিঃস্থ এই পঞ্চপ্রাণ ॥ ৪ ॥

দশনামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রতে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণ সকলের মধ্যে এই দশ নাম প্রধান, আমি এই সংহিতাতে উক্ত করিয়াছি। স্বকর্ম্ম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহ শরীরে স্ব স্ব আধিকারিক কার্য্য সম্পন্ন করেন ॥ ৫ ॥

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যা স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥ ৬ ॥

এই দশনাম যদিও প্রধান, তথাপি দশের মধ্যে প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রাণ অতি প্রধান হয়, প্রাণ পঞ্চকের মধ্যে আমাকর্তৃক প্রাণ ও অপান এতদ্দ্বয় শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ কল্পে উক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হৃদিপ্রাণো গুদেপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৭ ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান বায়ুর স্থিতি, ব্যানাখ্য বায়ু সর্ব্বশরীরগামী হয় ॥ ৭ ॥

নাগাদি বায়বঃ পঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে চ বিগ্রহে।
উদ্গারোন্মীলনং ক্ষুত্তৃট্ জৃম্ভা হিক্কা চ পঞ্চম ॥ ৮ ॥

ইহ শরীরে নাগাদি পঞ্চবায়ু বহিঃস্থ হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য করেন, অর্থাৎ উদ্গার উন্মীলন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জৃম্ভণ, হিক্কা, এই পঞ্চকর্ম্ম নাগাদি পঞ্চবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয় ॥ ৮ ॥

অনেন বিধিনা যোবৈ ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সজাতি পরমাং গতিং ॥ ৯ ॥

যে সাধক এরূপ বিধান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রূপ আপন শরীরকে জানে। সেই সাধক সমস্ত পাপে পরিমুক্ত হইয়া তদ্বিষ্ণুর পরমপদে গমন করে ॥ ৯ ॥

অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ১০ ॥

অধুনা শীঘ্র যোগের সিদ্ধি নিমিত্ত আমি উপায় কহি, যাহা জ্ঞাত হইতে পারিলে যোগ সাধনে যোগীরা অবসন্ন হয়েন না ॥ ১০ ॥

গুরুমুখ হইতে উৎপন্না বিদ্যাই বলবতী, তদ্ব্যতীত বীর্য্যহীনা ফলবিহীনা, কেবল সাধকের দুঃখ প্রদায়িনী হন ॥

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনস্যান্নির্ব্বীর্য্যাপ্যতিদুঃখদা ॥ ১১ ॥

অর্থাৎ গুরু যে রূপ উপদেশ করেন, সেইরূপ জ্ঞানানুসারে সাধনা করিলেই সিদ্ধি, তদ্ভিন্ন স্বকপোলকল্পিত যুক্তির অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইলে নির্ব্বীর্য্য ও ফলহীন হয় কেবল ফলহীনও নহে, তৎসাধনায় সাধকের নিরর্থক দুঃখমাত্র লাভ হয় ॥ ১১ ॥

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যোবৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়া স্তস্যাঃ ফল মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

সম্যক্ যত্ন দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যার উপাসনা করে। সেই ব্যক্তিই অবিলম্বে বিদ্যোপাসনার ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ প্রসেব্যতে ॥ ১৩ ॥

গুরুই সর্ব্বকর্ত্তা পিতা মাতা গুরুই সর্ব্বদেবরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। এ কারণ মনোবাক্‌কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বজন কর্ত্তৃক গুরু সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

গুরুঃ প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

গুরু প্রসাদে আপনার সমস্ত কর্ম্ম শুভ হয়। একারণ গুরুই নিত্যসেব্য, অন্যথাচরণে কদাপি শুভ হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

প্রদক্ষিণং ত্রয়ং কৃত্বা স্পৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা।
প্রদক্ষিণং নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃপাদসরোরুহং ॥ ১৫ ॥

পরাৎপর পরদেবতা রূপ গুরুকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুপাদপদ্ম স্পর্শন করিয়া পুনঃ প্রদক্ষিণ করণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেক ॥ ১৫ ॥

শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদযত্নেন সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

আত্মবান্ ব্যক্তির মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত পুরুষেরই নিশ্চিত সিদ্ধি হয়। তদ্ব্য-তীত অশ্রদ্দধান, অনাত্ম পুরুষের কখম সিদ্ধি হয় না। একারণ সুশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সমস্ত যত্নদ্বারা সাধনা করিবেক ॥ ১৬ ॥

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথা বিশ্বাসিনামপি।
গুরুপূজাবিহীনানাং তথাচ বহুসঙ্গিনাং।
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাং।
গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্রিয় সঙ্গ বা অসজ্জন সঙ্গযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাসিদিগেরও এবং গুরু পূজা বিহীন ব্যক্তিদিগের কিম্বা বহুসঙ্গকারী লোলুপ ব্যক্তিদিগেরও মিথ্যাবাক্যরত ও নিষ্ঠুরভাষী এবং গুরু সন্তোষহীন যে পুরুষেরা, তাহাদিগের কদাচ সিদ্ধি হয় না ॥ ১৭ ॥

ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথম লক্ষণং।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়াযুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনং।
চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহং।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

এতৎ কর্ম্মের ফল অবশ্য হইবে, এমত দৃঢ়বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া দ্বিতীয় লক্ষণ। গুরুপূজা পরায়ণতা তৃতীয় লক্ষণ। সর্ব্বজীবে

ামদর্শন চতুর্থ লক্ষণ। জিতেন্দ্রিয়তা পঞ্চম লক্ষণ। যথা শাস্ত্রোক্ত পরিমিষ্টতা াহার ষষ্ঠ লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন আর যোগ সিদ্ধির সপ্তম লক্ষণ নাই ॥ ১৮ ॥

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধা চ যোগবিৎ গুরুং।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥ ১৯ ॥

যোগবিৎ গুরুকে লাভ করতঃ যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অভ্যাস করিবে র্থাৎ গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিধির অনুসারে বুদ্ধিতে নিশ্চয় রিয়া সাধনা করিবেক ॥ ১৯ ॥

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ॥ ২০ ॥

সুন্দর শোভন নির্ম্মিত যোগমঠ মধ্যে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া াণায়াম সিদ্ধ্যর্থে যোগী, পবনাভ্যাস করিবেক ॥ ২০ ॥

সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ সুধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশ ক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ॥ ২১ ॥

বক্র বা কুঞ্চিত কলেবর হইবেক না, সমশরীর কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সুবুদ্ধি যোগী রুগণকে প্রণাম করতঃ বামদিকে ও দক্ষিণদিকে গণেশ ও ক্ষেত্রপালাদিগণ ও ম্বিকাকে পুনঃ প্রণাম করিবেক ॥ ২১ ॥

ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ॥ ২২ ॥

অনন্তর, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাবিবরকে অবরোধ করতঃ সুবুদ্ধি যোগসাধক ব্যক্তি বামনাসিকায় ইড়ানাড়ী রন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে, মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে যথাশক্তি সঙ্খ্যানুসারে ঐ পূরিত বায়ুকে রোধ করতঃ

অনন্তর যথাশক্তিসংখ্যানুসারে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ীছিদ্র দিয়া বায়ুকে অবেগে পরিত্যাগ করিবেক ॥ ২২ ॥

পুনঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ।
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

পুনর্ব্বার বিলোমমার্গে দক্ষিণ নাসিকাতে যথাসংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করতঃ যথাশক্তি মধ্যনাড়ীতে স্তম্ভিত করিয়া, বামনাসিকাতে পূরিত বায়ুকে অবেগে অল্পে অল্পে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবেক ॥ ২৩ ॥

ইদং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতি কুম্ভকান্।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ ॥ ২৪ ॥

এই প্রাণায়াম যোগ, এতদ্বিধানে একাসনে অভ্যাসকালে বিংশতি কুম্ভক করিবেক, সমস্ত দ্বন্দ্বে পরিমুক্ত হইয়া অলসতা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যহ যথোক্ত সময়ে বিংশতি বার প্রাণায়াম করিবেক ॥ ২৪ ॥

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্ ॥ ২৫ ॥

প্রাতঃকালে একবার সময়, দ্বিতীয়, মধ্যাহ্নকালে একবার সময়, তৃতীয়, সন্ধ্যাকালে একবার সময়, চতুর্থ, মধ্যরাত্রে একবার সময়, এই চারিবার, বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভক প্রত্যহ করিবেক ॥ ২৫ ॥

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃস্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতং ॥ ২৬ ॥

এরূপ মাসত্রয় অনালস্যে প্রতিদিন প্রাণায়াম যদি করে, তবে তাহার নিশ্চিত অবিলম্বে নাড়ীর পরিশুদ্ধি হয় ॥ ২৬ ॥

যদা তু নাড়ী শুদ্ধিঃ স্যাদ্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা বিধ্বস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভসম্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

যখন তত্ত্বদর্শী যোগিব্যক্তির নাড়ীর শুদ্ধি হয়, তখন যোগারম্ভসম্ভব সমস্ত প্রকার দোষের বিনাশ হইয়া যায় ॥ ২৭ ॥

চিহ্নানি যোগিনো দেহে দৃশ্যন্তে নাড়িশুদ্ধিতঃ।
কথ্যন্তে তু সমস্তান্যঙ্গানি সংক্ষেপতো ময়া ॥ ২৮ ॥

অনন্তর নাড়ী শুদ্ধির যে যে চিহ্ন সকল সাধকের শরীরে দেখা যায় সংক্ষেপতঃ সেই সকল অঙ্গচিহ্ন আমি কহিতেছি ॥ ২৮ ॥

সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ।
আরম্ভ ঘটকশ্চৈব তথা পরিচয় স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥ ২৯ ॥

সমকায়বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ কৃশ স্থূল বা বক্র কুঞ্চিতাদি রহিত, শোভন গন্ধযুক্ত দেহ লাবণ্য বিশিষ্ট হয়। প্রাণসাধক যোগীর আরম্ভ ঘটক এই অঙ্গ পরিচয় সর্ব্ব-যোগেতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এই অবস্থার নাম যোগাবস্থা ॥ ২৯ ॥

আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে।
অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশকং ॥ ৩০ ॥

সম্প্রতি আমাদিগের দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধির নিমিত্তে আরম্ভমাত্র কথিত হইল। অনন্তর সর্ব্বপ্রকার দুঃখসমূহ নাশক অপর চিহ্ন সকল পশ্চাৎ কহিব ॥ ৩০ ॥

প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহ বলান্বিতঃ।
জায়তে যোগিনোঽবশ্যং যে তে সর্ব্ব কলেবরে ॥ ৩১ ॥

প্রাণ সাধকের নাড়ীশুদ্ধি হইলেই বৈগুণ্যরহিত জঠরানলের বৃদ্ধি হয়, সুন্দর রূপ ভোগে সমর্থ হয়, এবং সর্ব্বদা চিত্ত সুখরূপ বেশ্মে ক্রীড়া করিতে থাকে, আর যোগি ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়। সম্পূর্ণ হৃদয়, অর্থাৎ যোগিব্যক্তি ক্ষুণ্ণমনা

রন না, সমস্ত প্রকার উৎসাহযুক্ত, এবং বলযুক্ত শরীর হয়। যোগিদিগের শরীরে এই সকল চিহ্ন অবশ্যই হয় ॥ ৩১ ॥

অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরং।
যেন সংসারদুঃখাব্ধিং তীর্ত্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর যোগাভ্যাসকালে যোগবিঘ্নকর বর্জ্জনীয় বিষয় সকল কহিতেছি, যৎপরিত্যাগ দ্বারা যোগিজনেরা সংসার দুঃখসমুদ্র অনায়াসে পার হইয়া যায় ॥৩২॥

অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুং।
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকং।
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবং।
উপবাসমসত্যঞ্চ মোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং।
স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ং।
অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং ॥ ৩৩ ॥

অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, সর্ষপ ও সর্ষপতৈলাদি কটুদ্রব্য, অনেক ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি শৈত্যদ্রব্য, অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ, প্রাণিহিংসা, লোক দ্বেষ, অহঙ্কার এবং কৌটিল্য, একাদশ্যাদিতে উপবাস, অসত্যভাষণ, প্রাণিপীড়ন, অমুক্তিচিন্তা, স্ত্রীসঙ্গ করণ, অগ্নিসেবন, প্রিয়াপ্রিয়াদি ভেদে বহু আলাপ করণ অতিশয় ভোজন এই সকল যোগবিঘ্নসূচক লক্ষণকে যোগিব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৩৩ ॥

উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গোপনীয়ং সাধকানাং যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু ॥ ৩৪ ॥

সাধকদিগের শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইবার নিমিত্ত গোপনীয় উপায় আমি কহি যৎকরণে নিশ্চিত সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ যোগিদিগের যোগাভ্যাসকালে যেরূপে পথ্য ও যে রূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা উত্তরশ্লোকে কহিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতং।
কর্পূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মরন্ধ্রকং ॥

সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং॥
ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্ম্মতির্গুরুসেবনং।
সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ॥ ৩৫॥

ঘৃত দুগ্ধ মিষ্টান্ন, কর্পূরাদিবাসিত চূর্ণ বর্জ্জিত তাম্বূল, ভোজন সুপথ্য হয়। নিষ্ঠুর বাক্যের অকথন, মিষ্টবাক্য কথন, ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট শোভন মন্দিরাভ্যন্তরে বাস করণ, সিদ্ধান্ত বাক্যের নিত্য শ্রবণ, সুষ্ঠু তর্কযুক্ত বিচার বাক্যের শ্রবণ না করণ, বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে সংসারকার্য্য করণ, অর্থাৎ সংসারে লিপ্ত না থাকিয়া করিতে হয় বলিয়া করিবে, লাভে হর্ষ, অলাভে বিষাদের আহরণ না করণ, স্তুতি নিন্দাদিতে সমান জ্ঞান, শোভন স্বরসংযুক্ত হরিনাম সংকীর্ত্তনের অনুশ্রবণ, ব্যাকুলতা বর্জ্জন পুরঃসর ধৈর্য্যাবলম্বন, ক্ষমাযুক্ত হওন, অর্থাৎ সামর্থ্যসত্বে অপকারি প্রতি অপকার না করণ, যথাশাস্ত্র নিয়মানুসারে তপঃ গ্রহণ,শৌচাচার করণ, অর্থাৎ যথাশাস্ত্র বাহ্যাভ্যন্তর সংশুদ্ধি করণ, মৃজ্জলাদিদ্বারা বাহ্য পরিষ্কার, সন্তোষদ্বারা চিত্ত পরিষ্কার করণ। হ্রী অর্থাৎ নির্লজ্জদিগের ন্যায় উদ্ধত বেশভূষা এবং অসৎ সম্মত কার্য্যাদি না করণ, মতি অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে বুদ্ধির স্থিরীকরণ, গুরুসেবা করণ ইত্যাদি সকল নিয়মের সমাচরণ, যোগিদিগের শ্রেষ্ঠকল্প হয়॥ ৩৫॥

সূর্য্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীরন্ধ্রে বায়ুর প্রবেশকালে যোগিদিগের সদা ভোজনের কর্ত্তব্যতা। এবং চন্দ্রে বায়ুর প্রবেশ হইলে, যোগসাধকেরা শয়ন করিবেন, অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ু যখন প্রবিষ্ট হইবে তখনই শয়ন করিবেন॥

অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা।
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয়তে সাধকোত্তমৈঃ॥ ৩৬॥

ইত্যর্থে কুম্ভকের কালে নহে, স্বভাবতঃ যখন বামনাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখনি কুণ্ডলী দেবীর নিদ্রা কাল, সুতরাং তন্নিদ্রাতেই যোগীরা নিদ্রা ভজনা করিবেন। আর যখন দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বহিবে, তখনি কুণ্ডলীর জাগরাবস্থা, সুতরাং তৎকালে আহার করিলেই কুণ্ডলীমুখে আহুতি প্রদান করা হয়, কেননা কুণ্ডলীমুখে আহুতি হইলেই যোগীর আহার শুদ্ধি হয়। এ নিমিত্ত এই গ্রন্থে পূর্ব্বে আহারার্থ কুণ্ডলীমুখে আহুতি দিতে কহিয়াছে॥ ৩৬॥

সদ্যোভুক্তেঽপি ক্ষুধিতেনাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনং॥ ৩৭॥

আহার করতঃ তৎক্ষণমাত্রে পবনাভ্যাস করিবে না, এবং ক্ষুধাতুর হইয়াও অভ্যাস করিতে নিষেধ, অতএব যোগিদিগের দ্বারা ইহা সর্ব্বদা বিচারণীয় অর্থাৎ আহার করিলে তৎকালে নাড়ীছিদ্র রসান্বিত হয়, বায়ুর গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে, তজ্জন্য সাধকের শ্বাসাদ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু ক্ষীণ হয়, তৎকালে পবনাভ্যাসে শরীর শোষণ হইয়া ক্ষয় রোগোৎপত্তি হয়। সুতরাং এতদুভয় কালেই যোগাভ্যাস করা বিধেয় নহে। প্রথমাভ্যাসকালে অন্য কোন দ্রব্য ভোজন না করিয়া, কেবল ঘৃত দুগ্ধান্ন ভোজন করিবেক। যেহেতু "ক্ষীরাজ্যপ্রাশনং শস্তং,, ইত্যাদি তন্ত্রান্তরেও কহিয়াছেন॥ ৩৭॥

ততোভ্যাসে স্থিরীভুতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ।
অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা।
পূর্ব্বোক্তকালে কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকান্ প্রতিবাসরে॥ ৩৮॥

অনন্তর অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে আর এতাদৃক্ নিয়মের পরিগ্রহ করিতে হয় না। অভ্যাসিজন কর্তৃক অল্পে অল্পে অনেক প্রকার দ্রব্য ভোক্তব্য হয়। পূর্ব্বোক্ত কালে প্রতিদিবসে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় কুম্ভক করিবে।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপদে প্রাতঃমধ্যাহ্ন সায়াহ্ন, এবং মধ্যরাত্রিতে, বিংশতি বিংশতি সংখ্যায় প্রতিদিন কুম্ভকাভ্যাস করিবেক॥ ৩৮॥

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্যোগিনো বায়ুসাধনে।
যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিদ্ধ্যতি ধ্রুবং।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং ন স্যাদিহ যোগিনঃ॥ ৩৯॥

বায়ুর অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে পরে রোগীর যেমন ইচ্ছা, তেমনই বায়ুধারণের শক্তি হয়। যখন যথাইচ্ছা বায়ু ধারণের শক্তি হইবে, তখন নিশ্চিত কুম্ভক সিদ্ধ হয়। কেবল কুম্ভক সিদ্ধে যোগীর কি না হয়? অর্থাৎ কোন সাধনাই দুর্ল্লভ নহে॥ ৩৯॥

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মৰ্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতু নষ্টো ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাণায়াম সাধনে প্রথমে সাধকের দেহে ঘর্ম্মের উদ্ভব হয়। যখন ঘর্ম্মসংজাত দেহ দেখিবে, তখন ঐ ঘর্ম্ম সৰ্ব্বশরীরে মৰ্দ্দন করিবে, যদি না করে, তবে সাধকের সমস্ত শরীরস্থ ধাতুর বিনাশ হয়।

তন্ত্রান্তরে (মৰ্দ্দনং তেন কারয়েদিতি) ইত্যর্থে যে শাস্ত্রের মতে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে, সেই শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিবে, উভয়ই শিবাজ্ঞা, কোন আজ্ঞাই বিফলা নহে ॥ ৪০ ॥

দ্বিতীয়েহি ভবেৎ কম্পোদার্দ্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগণেচর সাধকঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিতীয়কল্পে প্রাণায়ামে শরীরে কম্প হয়, তৃতীয়কল্পে দৰ্দ্দুরগতি অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হয়। ইত্যর্থে বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুত গতি ন্যায় চালিত করে। তাহার পর যদি অভ্যাসবশে অধিকতরকাল বায়ুকে রোধ করিতে পারে, তবে সাধক অবিলম্বে ভূতল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরবলম্ব শূন্যে বিচরণ করিবার ক্ষমতা পায় ॥ ৪১ ॥

যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বৰ্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধি স্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী ॥ ৪২ ॥

যখন পদ্মাসনস্থ হইয়াও যোগী ভূতল ত্যাগ করতঃ শূন্যস্থানে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইবেন, তখন তাহার সংসাররূপ ঘোরান্ধকারবিনাশিনী পরাৎপর পরমা বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে জানিহ ॥ ৪২ ॥

তাবৎ কালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্ত নিয়মগ্রহং।
অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে ॥ ৪৩ ॥

যাবৎ এরূপে বায়ুসিদ্ধি না হইবে, তাবৎকাল যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মের পরিগ্রহ করিবেন, পরে ইচ্ছাধীন, আর যোগসিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অল্পনিদ্রা, অল্প মূত্র, অল্প পুরীষ হয় ॥ ৪৩ ॥

অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
স্বেদোলালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

যোগীর শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না। কোন দুঃখ থাকে না, সর্ব্বদা সন্তোষ চিত্ত হয়, সর্ব্বতঃ প্রকারে বৈবর্ণ্য ঘর্ম্ম কৃমি কফ লালাদি যোগসাধকের সিদ্ধাবস্থাতে শরীরে জন্মে না ॥ ৪৪ ॥

কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ ॥ ৪৫ ॥

সিদ্ধাবস্থাতে সাধকের শরীরে কফ, কি বায়ু পিত্ত সমতা ব্যতীত বৃদ্ধি হয় না। তৎকালে যোগীর পথ্যাপথ্য ভোজনাদির আর নিয়ম গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই ॥ ৪৫ ॥

অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ।
অথাভ্যাসবশাদ্যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ ॥ ৪৬ ॥

যোগীকে বিনা আহারে বা অল্পাহারে কি বহুবিধাহার করিলেও পীড়াজন্য ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয় না। এই যোগাভ্যাসবশে যোগবলে সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সমস্ত স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত দর্দ্দুরীগতি লক্ষণ, যেমন ভূতলে করতালী দিয়া মণ্ডুককে তাড়াইলে, সে যেমন লম্ফে লম্ফে ভূতলে বিচরণ করে, প্রথমাবস্থাতে বায়ুর অবরোধ করিলে, বায়ুবশে ভূতলে বসিয়া সাধকেরও সেইরূপ গতি হয় ॥ ৪৬ ॥

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্ন্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ৪৭ ॥

যদিও যোগাভ্যাসকালে দুর্নিবার্য্য দারুণ বিঘ্ন অনেক আছে। তথাপি কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও যোগী যোগ সাধন করিবেন ॥ ৪৭ ॥

ততো রহস্যুপবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করিয়া, নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, বিঘ্ন বিনাশহেতু দীর্ঘমাত্রা প্রণব জপ করিবেন। দীর্ঘমাত্রা প্রণবপদে স্পষ্টাক্ষরযুক্ত প্রণব জপ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রণায়ামেণ নিশ্চিতং।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহ লোকোদ্ভবানি চ ॥ ৪৯ ॥

প্রাণায়াম দ্বারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সকল, এবং ইহ জন্মকৃত কর্ম্ম সকল বুদ্ধিমান যোগী বিনাশ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেণ যোগপুঙ্গবাঃ ॥ ৫০ ॥

যোগিবর ইহ জন্ম ও জন্মান্তরীয় বিবিধপ্রকার পাপ পুণ্য সকলকে ষোড়শ প্রাণায়াম দ্বারা বিলয় করিবেন ॥ ৫০ ॥

পাপতুলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তা পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥ ৫১ ॥

যেমন তুলারাশিকে প্রলয়াগ্নি দ্বারা দাহ করে, সেইরূপ পাপরাশিকে প্রাণায়াম রূপ প্রলয়াগ্নি দ্বারা দাহ করিয়া সর্ব্ব পাপে পরিমুক্ত হইয়া, অনন্তর পুণ্যরাশিরও বিনাশ করিবেন ॥ ৫১ ॥

প্রণায়ামেণ যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্তা ত্রৈলোক্য চরতামিয়াৎ ॥ ৫২ ॥

যোগীন্দ্র ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করতঃ পাপ পুণ্য রূপ সমুদ্র নিস্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোক পর্য্যটন করিতে থাকেন ॥ ৫২ ॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকা ত্রিতয়ং ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধি র্যোগিনস্ত্বেপ্‌সিতা ধ্রুবং ॥ ৫৩ ॥

এরূপ অবস্থার পর ঘটিকাত্রয়ক্রমে অভ্যাস করিতে, যোগিব্যক্তির নিশ্চিত অভিলষিত সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ৫৩ ॥

বাক্যসিদ্ধিঃ কামাচারী দূরদৃষ্টি স্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং।
বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্য করণস্তথা।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥ ৫৪ ॥

বাক্যসিদ্ধি ও ইচ্ছা গমন হয় এবং দূরদৃষ্টি হয়। দূরশ্রবণ, অতি সূক্ষ্ম দর্শন ও পরশরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এবং যোগীর বিষ্ঠা মূত্র লেপনে ধাত্বন্তর স্বর্ণ হয়, আর অন্তর্দ্ধান শক্তি জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি অনায়াসে হয়, এবং শূন্যপথে অবিরোধে গমনাগমন করিতে পারে ॥ ৫৪ ॥

যদা ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃপরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন ইহ সংসারে এমত বস্তু কিছু নাই, যাহা সেই যোগীর অলভ্য হয় ॥ ৫৫ ॥

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু প্রাণ অপান নাদবিন্দু জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন হয়, সেই হেতু এ অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলে ॥ ৫৬ ॥

যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদেবাস্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৫৭ ॥

এক প্রহর মাত্র যখন বায়ু ধারণের সামর্থ্য হয়, তখন অদ্ভুত প্রত্যাহারের ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ আর তাহার সাধনার অন্তর হয় না ॥ ৫৭ ॥

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যৈর্বিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়োভবেৎ ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বস্থ যে যে পদার্থকে যোগী জানে, সে সকল পদার্থকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা করে, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন জগৎকে ভিন্নপদার্থ দেখে না। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান তাহা জ্ঞাত হইলে, সেই ইন্দ্রিয়ও তদ্বিধান দ্বারা সকল ইন্দ্রিয় জয় হয় ॥৫৮॥

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত যদা যোগী চ কুম্ভকং।
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ ॥ ৫৯ ॥

যদি অভ্যাসবশতঃ পূর্ণ এক প্রহরমাত্র একবার কুম্ভক করে, অর্থাৎ অষ্ট দণ্ডকাল যদি যোগীর শরীরে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, তবে ঐ যোগী স্বীয় সামর্থ্যে বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারে। অর্থাৎ বাতুলের ন্যায় বলাতে আপন ক্ষমতা গোপন জন্য সুধী হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় পরিচিত হয় ॥৫৯

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং ॥
বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নিসঞ্চরেৎ ॥ ৬০ ॥

এই অবস্থার অন্তর অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হয়, অর্থাৎ পরিচয়াবস্থা তাহাকে বলে, যখন ইড়া পিঙ্গলাকে ত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্নান্তর্গত ছিদ্র মধ্যে কেবল সঞ্চরিত হয় ॥ ৬০ ॥

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতং।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং ॥ ৬১ ॥

ঐ বায়ু ক্রিয়াশক্তিতে গ্রহণ করতঃ সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া, যখন অভ্যাসযোগে সুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের নিশ্চিত কর্ম্মের ত্রিকূট দর্শন হয়, অর্থাৎ কর্ম্মজন্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এতৎ ত্রিবিধ তাপের অনুভব হয় ॥ ৬১ ॥

ততশ্চকর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥ ৬২॥

ইহা জানিয়া সাধক প্রণব দ্বারা ঐ কর্ম্মকূটের বিনাশ করেন, যদি কর্ম্মজন্য বহু জন্মগ্রহণের অপেক্ষা করে, তবে ঐ যোগী স্বীয় ক্ষমতায় কৃতকর্ম্মের ভোগ নিমিত্ত কায়ব্যূহ বিস্তার করতঃ এককালীন সকল কর্ম্মফলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের আর অপেক্ষা থাকে না॥ ৬২॥

অস্মিন্‌কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিস্যাত্ততভূতভয়াপহা॥ ৬৩॥

ঐ সময় যোগী প্রত্যেক চক্রে পঞ্চধা ধারণ করিবেক, অর্থাৎ এক এক চক্রে পঞ্চ পঞ্চ কুম্ভক করিবেক, যদ্দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সিদ্ধি হয়, আর কস্মিন্ কালে ভূরাদি হইতে ভয় থাকে না। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হইতে মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় না॥ ৬৩॥

এই হেতু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে অনুশাসন করিয়াছেন, যথা,—"পৃথ্ব্যাপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরমিতি॥" পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ হইতে যাহার চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, এমত যোগগুণপ্রাপ্ত যোগীর যোগাগ্নিময় শরীর হয়, সেই যোগাগ্নিময় শরীরপ্রাপ্ত যোগীর রোগ কি জরা মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ যোগ-প্রভাবে ইচ্ছামৃত্যু হয়।

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ।
তদূর্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ নাভিহৃন্মধ্যকে তথা।
ভ্রূমধ্যোর্দ্ধ তথা পঞ্চঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ।
তথা ভূরাদিনানষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু॥ ৬৪॥

মূলাধারে সচিত্ত জীবকে লইয়া পঞ্চঘটিকা, স্বাধিষ্ঠানে লিঙ্গমূলে পঞ্চঘটিকা, মণিপূরচক্র নাভিদেশে পঞ্চঘটিকা, হৃদি অনাহতচক্রে পঞ্চঘটিকা, কণ্ঠে বিশুদ্ধ-

চক্রে পঞ্চ ঘটিকা, ঊর্দ্ধে ভ্রূমধ্যদেশে আজ্ঞাপুরচক্রে পঞ্চঘটিকা; কুম্ভক দ্বারা বায়ুর ধারণা করিতে পারিলে, আর পৃথিব্যাদি কর্ত্তৃক যোগীর বিনাশ হয় না, ইহারই নাম ভূচরীসিদ্ধি ॥ ৬৪ ॥

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মা গতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৬৫ ॥

বুদ্ধিমান যে যোগী পঞ্চভূতের ধারণাকে অভ্যাস করে। এক শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না ॥ ৬৫ ॥

ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনোভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্ত্বামৃতং পিবেৎ ॥ ৬৬ ॥

অভ্যাসক্রম দ্বারা অনন্তর যোগীর যোগাভ্যাসে নিষ্পত্ত্যবস্থা হয়, সেই যোগী বাসনামূল অনাদি কর্ম্মবীজ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মরসামৃত পান করিতে থাকে ॥ ৬৬ ॥

যাদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেনকর্ম্মণা।
জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ।
যদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ।
গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্।
সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্বাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে ॥ ৬৭ ॥

যখন স্বীয় অভ্যাসকর্ম্ম দ্বারা সুধীর জীবন্মুক্ত প্রশান্ত যোগীর যোগ সমাধির নিষ্পত্তি হয়, তখন সেই নিষ্পত্তিসম্পন্ন সমাধি, যোগী স্বীয় ইচ্ছানুসারে বেগবান চৈতন্য স্বরূপ বায়ুক্রিয়াশক্তির সহিত সমস্ত চক্রকে ভেদ করতঃ জ্ঞানশক্তিতে বিলীন হয় ॥ ৬৭ ॥

ইত্যর্থে পরব্রহ্মে লীন হইয়া যোগীর শরীরযাত্রা নিষ্পন্ন হয় ইচ্ছানুসারে বলার এই অভিপ্রায় যে, জীবন্মুক্ত যোগী আপন ইচ্ছাতে মুক্ত হয়, বিনা ইচ্ছাতে কোটি কল্প শরীর থাকিতে পারে, অর্থাৎ নির্ব্বাণাদি মুক্তি তাহার করতলস্থ হয়।

ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং।
যেন সংসারচক্রেস্মিন্ ভোগহানির্ভবেৎ ধ্রুবং ॥ ৬৮ ॥

ইদানীং সাধকের ক্লেশ হানির নিমিত্ত বায়ুসাধনা বক্তব্য হইল, যে সাধন দ্বারা যোগসাধক যোগীর এই সংসারচক্রে নিশ্চিত সমস্ত প্রকার কর্ম্মভোগের অবসান হয় ॥ ৬৮ ॥

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য যোগানাং সংক্ষয়োভবেৎ ॥ ৬৯ ॥

যে বিচক্ষণ সাধক আপনার জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপনা করিয়া প্রাণবায়ুকে পান করে, সেই যোগীর সেই পর্য্যন্তই যোগসাধনার পরিসমাপ্তি হয়, অর্থাৎ আর তাঁহার যোগসাধনা করিবার আবশ্যক রাখে না। যে পর্য্যন্ত ইহা না হইবে, সে পর্য্যন্ত যোগকর্ম্মে অবশ্য বৃত থাকিতে হয়। নতুবা পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

কাকচঞ্চ্বাপিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥ ৭০ ॥

কাকীমুখ নাদবিন্দু দ্বারা ক্ষরিতামৃতরূপ শীতল বায়ুকে পান করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্ষমতাভিজ্ঞ যোগী, তদ্বিধানজ্ঞ হয়, এবং সেই যোগীই মুক্তিভাজন, অন্যে নহে ॥ ৭০ ॥

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ ॥ ৭১ ॥

সুধী সাধক যে, এই বিধি দ্বারা সরস বায়ুকে প্রত্যহ পান করে সেই যোগীর সমস্ত শ্রম দাহ জরা রোগাদির নিশ্চিত বিনাশ হয় ॥ ৭১ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥ ৭২ ॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ যে সাধক দ্বিদলমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলগলিত সলিল পান করে, সেই যোগিবর মাসত্রয় মধ্যে অসংশয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ৭২ ॥

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবী ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

এই বিধি দ্বারা দীপ্যমান তালুমূলস্থ গহ্বরকে রসনা দ্বারা নিষ্পীড়ন করতঃ কুণ্ডলীকে ধ্যান করিয়া, বায়ুর সহিত অমৃতধারা পান করে, সেই যোগী ছয় মাস মধ্যে মহাকবি হয় ॥ ৭৩ ॥

কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৭৪ ॥

সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধ্যায় ক্ষয়রোগের শান্তির নিমিত্তে সে সাধক কাকীমুখ নাদচক্র হইতে অধোগামি বায়ু কুণ্ডলীমুখে আগত, ইহা ধ্যান করতঃ পান করে, তাহার ক্ষয়রোগ শান্তি হয় ॥ ৭৪ ॥

অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু ॥ ৭৫ ॥

দিবা রাত্রি অতন্দ্রিত নাদবিন্দুস্থানীয় গলিত সুধা যে পান করে, তাহার দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রবণ হয় ॥ ৭৫ ॥

দন্তে দন্তান্ সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃশনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বা সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোচিরাৎ ॥ ৭৬ ॥

যে সাধক দন্ত দ্বারা দন্ত সকলকে চাপিয়া রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ অল্পে অল্পে প্রাণবায়ুকে পান করে, সেই সাধক অচিরাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ৭৬ ॥

ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনেদিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগান্নাশয়তে হি সঃ ॥ ৭৭ ॥

এইরূপ সাধনা দিন দিন অনুক্রমে ছয় মাস যে সাধক করিতে পারে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে পরিমুক্ত হয় এবং সর্ব্ব রোগ হইতে অব্যাহতি পায় ॥ ৭৭ ॥

সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবোভবতি ধ্রুবং ।
অনিমাদি গুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণ স্বয়ং ॥ ৭৮ ॥

সম্বৎসর অভ্যাস করিলে অনিমাদি গুণ লাভ করতঃ এবং ভূতগণকে জয় করিয়া স্বয়ং সাক্ষাৎ গণাধিপ ভৈরব স্বরূপ হয় ॥ ৭৮ ॥

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি ।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ ৭৯ ॥

রসনাকে ঊর্দ্ধগামিনী করতঃ যদি ক্ষণার্দ্ধকাল থাকিতে পারে, তবে সেই যোগী ক্ষণমাত্রে ব্যাধি মৃত্যু জরাদি হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৭৯ ॥

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥ ৮০ ॥

প্রাণের সহিত রসনাকে নিষ্পীড়ন করতঃ চিন্তা করিলে যোগীর কখন মৃত্যু হয় না, হে পার্ব্বতি! আমার বাক্য সত্য, কদাপি অন্যথা নহে ॥ ৮০ ॥

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোঽদ্বিতীয়কঃ ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥ ৮১ ॥

এইরূপ অভ্যাসযোগে যোগেতে যোগিব্যক্তি অদ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় রূপসম্পৎবিশিষ্ট হয়, যোগসাধকের ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কি নিদ্রা ও মূর্চ্ছাদি জন্মে না ॥ ৮১ ॥

অনেনৈব বিধানেন যোগেন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে ।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

এরূপ বিধান দ্বারা যোগাভ্যাস করিলে, যোগীন্দ্রপুরুষ ধরণীমণ্ডল মধ্যে সমস্ত আপৎ বর্জ্জিত কামচারী হয়, অর্থাৎ আত্মেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বত্রে ভ্রমণ করিতে পারে ॥ ৮২ ॥

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ॥ ৮৩॥

আর তাহার ইহ সংসারে পুনরাবৃত্তি থাকে না। স্বর্গলোকে আজান সিদ্ধ দেবগণের সহিত সহর্ষে কালযাপনা করে। এই যোগানুষ্ঠান ফলে যোগিপুরুষ পুণ্য বা পাপের সহিত লিপ্ত হয় না॥ ৮৩॥

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহং।
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং॥ ৮৪॥

শাস্ত্রোক্ত নানাবিধানানুষ্ঠানে চৌরাশী প্রকার আসন আছে। মদুক্ত সেই সকল আসনের মধ্যে যোগি ব্যক্তি চারি আসন গ্রহণ করিবেক, অর্থাৎ যে আসন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা আমি বিশেষ করিয়া কহিতেছি। প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় পদ্মাসন, তৃতীয় উগ্রাসন, চতুর্থ স্বস্তিকাসন॥ ৮৪॥

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং॥ ৮৫॥

যত্নপূর্ব্বক পাদমূল দ্বারা যোনিদেশকে আপীড়ন করতঃ শিশ্নোপরি অপর পাদমূলকে সংস্থাপন করিবে। এবং নিশ্চলচিত্ত সম্যক্ জিতেন্দ্রিয় যোগবিৎ পুরুষ, ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা ভ্রূমধ্যদেশকে অবলোকন করিবেক। বিশেষতঃ অবক্র শরীর, সমস্ত প্রকার উদ্বেগ না জন্মায় এমত নির্জ্জনস্থলে অনুষ্ঠান করিবেক। সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদ ইহাকেই সিদ্ধাসন বলিয়া জানিহ॥ ৮৫॥

যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ।
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরং॥ ৮৬॥

ইহার ফল। যথা অভ্যাসবশতঃ যদ্দ্বারা অবিলম্বে যোগ নিষ্পত্তি লাভ হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির দ্বারা এই আসন শ্রেষ্ঠসিদ্ধাসন সর্ব্বতঃ সেব্য হইয়াছে ॥ ৮৬ ॥

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমাগতিঃ।
নাতঃপরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্যতে ভুবি।
যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৭ ॥
ইতিসিদ্ধাসনং ॥ ১ ॥

যাহাতে সাধক সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি লাভ করে। অতএব যত গুহ্য আসন আছে, কিন্তু সিদ্ধাসনের পর শ্রেষ্ঠ এবং গুহ্যতম ধরণী মধ্যে আসন নাই ॥ ৮৭ ॥ ইতি সিদ্ধাসন ॥ ১ ॥

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণীকৃত্বা তু তাদৃশৌ।
নাসাগ্রবিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যেরপশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ৮৮ ॥

বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত উত্তান করিয়া রাখিবে, এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ, আর দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া রাখিয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টি-সংস্থাপন পূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে। আর চিবুক এবং বক্ষস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্ত্যনুসারে বায়ু অল্পে অল্পে পূরণ করতঃ অবিরোধে যথাশক্তি ধারণ করিয়া পশ্চাৎযথাশক্তি রেচন করিবে। সর্ব্বব্যাধি বিনাশন, ইহাকেই পদ্মাসন বলে ॥ ৮৮ ॥

পদ্মাসনের ফল যথা।

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং ॥ ৮৯ ॥

যে সে ব্যক্তি এ অনুষ্ঠান করিতে পারে না, অর্থাৎ সকলের পক্ষে অতি দুর্লভ, কেবল বুদ্ধিমান যোগিজনেই এই শ্রেষ্ঠতর পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৮৯ ॥

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলিত তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥

এই পদ্মাসন বন্ধের অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমান রূপে নাড়ী-ছিদ্রে চলিতে পারে। অর্থাৎ এতৎ পদ্মাসনের অভ্যাসে অসংশয় সাধকের প্রাণা-য়ামকালে বায়ুর সরলা গতি হয় ॥ ৯০ ॥

পদ্মাসনে স্থিতোযোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তস্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ ৯১ ॥
ইতি পদ্মাসনং ॥ ২ ॥

পদ্মাসনস্থ যে যোগী যথাবিধানে প্রাণাপান বায়ুর পূরণ রেচনাদি করে। হে পার্ব্বতি! আমি সত্য কহিতেছি, সেই যোগী সমস্ত বন্ধনে পরিমুক্ত হয় ॥ ৯১ ॥

ইতি পদ্মাসন।

প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরোন্যস্যেৎ।
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনং।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং।
য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবং ॥ ৯২ ॥

দুই চরণকে প্রসারিত করতঃ পরস্পর অসংযুক্ত করিয়া, করদ্বয় দ্বারা দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া উভয় জানুর উপরে স্বমস্তক সংস্থাপন করিবে। বায়ুর উদ্দীপক ইহাকে উগ্রাসন কহে। দেহের সমস্ত প্রকার অবসাদ অর্থাৎ অপ্রসন্নতাহারক

পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞক অর্থাৎ উপড় হইয়া সাধনা করিবে। যে ব্যক্তি এই উগ্রাখ্য আসন শ্রেষ্ঠের অনুষ্ঠানে প্রত্যহ সাধনা করে, তাহার পশ্চিম পথ দ্বারা নিশ্চিত বায়ু সঞ্চরিত হয়॥ ৯২॥ ইহার ফল যথা।

এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদেযাগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥ ৯৩॥

এরূপ উগ্রাসনাভ্যাসশীল যোগিদিগের সমস্ত রোগের সিদ্ধি হয়। একারণ প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধিসাধক যোগিব্যক্তি এতদাসনের সাধনা করেন॥ ৯৩॥

গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী॥ ৯৪॥

ইতি উগ্রাসনং॥ ৩॥

অতিযত্নপূর্ব্বক ইহাকে গোপনে রাখিবেন, কদাপি যাহাকে তাহাকে দিবেন না। যদ্দ্বারা অতিশীঘ্র সম্যক্ রূপে দুঃখসমূহ বিনাশকারিণী বায়ু সিদ্ধি হয়॥ ৯৪॥

ইতি উগ্রাসন॥ ৩॥

জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥ ৯৫॥

জানুর ও উরুর মধ্যে সম্যক্ পাদতলদ্বয়কে সংস্থাপন করতঃ সমকায় বিশিষ্ট হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইবে। শাস্ত্রে ইহার নাম স্বস্তিকাসন বলে॥ ৯৫॥

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহেন ক্রমতে ব্যাধি স্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি॥ ৯৬॥

এতৎ বিধান দ্বারা সুধী সাধক বায়ু সাধনা করিবেন। এই স্বস্তিকাসন প্রভাবে সাধকের শরীরে কোন ব্যাধি আসিতে পারে না। এবং অনায়াসে বায়ুর সিদ্ধি হয়॥ ৯৬॥

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রনাশনং।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং সুস্থীকরণমুত্তমং॥ ৯৭॥

ইতি স্বস্তিকাসনং॥ ৪॥

স্বস্তিকাসনের ফল যথা। এই আসনকে সুখাসন বলে। এ আসন প্রভাবে সমস্ত দুঃখ প্রনাশন হয়। সুতরাং দেহ সুস্থীকরণ উত্তম স্বস্তিকাসন, যোগিদিগের অত্যন্ত গোপনীয়, অর্থাৎ যথা তথা প্রকাশ্য নহে॥ ৯৭॥

ইতি স্বস্তিকাসন॥ ৪॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগানুষ্ঠানপদ্ধতৌ যোগাভ্যাসতত্ত্ব
কথনে তৃতীয়ঃ পটলঃ।

চতুর্থ পটলারম্ভঃ।

যোনিমুদ্রা কথনং।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনি স্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে॥ ১॥

প্রথমতঃ পূরকাভ্যাস যোগদ্বারা আধার পুণ্ডরীক মধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিবেন। গুহ্যদ্বার ও শিশ্নপর্য্যন্ত যে স্থান, তাহার মধ্যে যোনিমণ্ডল হয়। সেই যোনি স্থানকে আকুঞ্চিত করতঃ মুদ্রাবন্ধনে প্রবর্ত্ত হইবেন॥ ১॥

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধূকসন্নিভং।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তথাপি হিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ॥ ২॥

তখন ব্রহ্মযোনি গত বন্ধুক পুষ্প সন্নিভ, কোটি সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, কামদেবকে ধ্যান করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নিঃশিখার ন্যায় অতিসূক্ষ্মা চৈতন্যস্বরূপা পরমাশক্তি, তদন্বিত পরমাত্মাকে একীভূত, অর্থাৎ শিব শক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিবেন॥ ২॥

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং।
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারা প্রবর্ষিণং।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং॥ ৩॥

এবং ব্রহ্মমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মপথ দ্বারা ক্রমে লিঙ্গত্রয় গমন করে, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট জীব, বায়ুর সহযোগে কুণ্ডলী শক্তির সহ ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। জীবের তিনরূপ, স্থূল চতুঃষষ্টি বৃত্তি-বিশিষ্ট, জাগ্রদবস্থা সূক্ষ্মদেহ, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ সপ্তদশা বয় ববিশিষ্ট। কারণাবস্থা

শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন অপূর্ব্ববিশিষ্ট, অতি সুসূক্ষ্ম উপলব্ধি মাত্র। প্রাণায়াম যোগ-প্রভাবে এই তিন লিঙ্গ সুষুম্নারন্ধ্রে গমন করে, সেই কুণ্ডলীশক্তি ব্রহ্মরূপা পরমা কলা, প্রত্যেক চক্রে চক্রে সঙ্গমাসক্তা তদ্বিসৃষ্ট পরম আনন্দলক্ষণবিশিষ্ট গলিত অমৃত, শ্বেতরক্তবর্ণ অর্থাৎ পাটলবর্ণ, যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় গোলাপী বলে, তেজসমূহ বিশিষ্ট, সুধাধারা বর্ষিত হয়। দীপ্যমান কুলামৃত ঊর্দ্ধে পান করতঃ পুনর্ব্বার অধোবতরিত হইয়া, সেই ব্রহ্ম যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করিবেন। কুলশব্দে যোনিকে কহিয়াছেন। তন্ত্রে যে যে স্থানে কৌলিক কুলাচারী বলেন, সে এই কুলসাধক, ঐ সুধাপায়ী, নতুবা সামান্য যোনি ও সামান্য সুরাপান করিলে কৌলিক হয় না॥ ৩॥

পুনরেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতং॥ ৪॥

পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিতে যাতায়াত রূপ প্রাণায়াম মাত্রাযোগে গমন করিবে, সেই ব্রহ্মযোনি কুণ্ডলীকেই ময়োদিত এই তন্ত্রে প্রাণস্বরূপা পরমাত্মার প্রাণসমা বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। তন্ত্রান্তরেও "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পাত্বা পতিতং ধরণীতলে। উত্থায় চ পুনঃপীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" এবং "যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইত্যাদি।" অর্থাৎ মূলাধারে ধরণীতল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমলকর্ণিকান্তর্গত পরম শিবের সহিত সঙ্গমাসক্তা কুণ্ডলী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সদৃশ গলিত সুধা পান করতঃ পুনর্ব্বার ধরণীতলে পতিত হইবে, পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গিয়া পুনরায় পান করিবে, এইরূপ বারত্রয় যাতায়াত করিয়া, তৎসুধা পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাকেই যোনিমুদ্রা বলে, ইহারই নাম কুলাচরণ, এতদ্ভিন্ন সুরাপানে অবশ হইয়া উঠা পড়াকে কুলসাধনা বলেন নাই॥ ৪॥

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মকং।
যোনিমুদ্রাপরাহ্যেষা বন্ধস্তস্যা প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥ ৫॥

ইতি যোনিমুদ্রা।

পুনর্ব্বার কালাগ্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন ভাবনা করিবেন। এই যোনিমুদ্রা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠা, ইহার বন্ধন ক্রম কথিত হইল। যোনিমুদ্রাবন্ধন মাত্রেই সাধক, এমত কোন বিষয় নাই যে সাধনা করিতে না পারে ॥ ৫ ॥

ইতি যোনিমুদ্রা ॥ ৫ ॥ ইহার ফল।

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতা স্তম্ভিতাশ্চ যে।
দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখা লীনা মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ।
মন্দা বালা স্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়াযৌবনগর্ব্বিতাঃ।
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
ত্বয়া সত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধাঃ কৃতাঃ।
বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু।
সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ।
দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিঞ্চ্য সহস্রধা।
ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষামুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬ ॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্নরূপ, অথবা কীলিত, কিম্বা স্তম্ভিত, বা দগ্ধ মন্ত্র ও শিখা রহিত মলিন, অথবা তিরস্কৃত অর্থাৎ ত্যজ্য, কি মন্দমন্ত্র, ও বাল্য কি বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়, কিম্বা যৌবনগর্ব্বিত, অথবা অরিপক্ষ, ও নির্ব্বীর্য্য, প্রাণ রহিত, সত্বাদি গুণবিহীন, খণ্ডিত অর্থাৎ চ্যুতাক্ষর, শতধা খণ্ডিত, অবিধান সংযুক্ত দীক্ষিত, ইহারা বহুকালে প্রভাববিশিষ্ট হয়, বিফল নহে। গুরূপদিষ্ট প্রযুক্ত কালে সিদ্ধি ও মোক্ষপ্রদ হয়। বিধান দ্বারা দীক্ষিত করিয়া সহস্রাভিষেক করিবেন। অনন্তর মন্ত্রের অধিকারার্থ, এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করিতে কহিবেন ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মহত্যা সহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ।
সানৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মহত্যা একসহস্র যদি করে, কি ত্রিলোকজাত জীবসকলকে হত্যা করে, তথাপি যোনিমুদ্রা বন্ধনহেতু সাধক তৎপাপে লিপ্ত হয় না ॥ ৭ ॥

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈঃ র্নবধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ॥ ৮॥

গুরুহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুর্ব্বঙ্গনা গমন, যোনিমুদ্রা বন্ধন নিমিত্ত ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হয় না॥ ৮॥

তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষিদিগের এনিমিত্ত যোনিমুদ্রা বন্ধের নিত্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। অভ্যাসেই সিদ্ধি হয়, অভ্যাসেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥ ৯॥

সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং।
কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়োভবেৎ॥ ১০॥

অভ্যাসেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসেই মুদ্রাসিদ্ধি, অভ্যাসেই কালের বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয়॥ ১০॥

বাক্‌সিদ্ধিকামচারী ত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
যোনিমুদ্রাপরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ১১॥

ইতি যোনিমুদ্রাফলকথনং।

বাক্যসিদ্ধি কামচারিত্ব অভ্যাসযোগেই হয়। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বতঃপ্রকারে গোপনীয়া, যাহাকে তাহাকে দিবেন না। যদি কণ্ঠাগত প্রাণ হয় তথাপি দেয়া নহে। যেহেতু প্রজাপতির সৃষ্টিবিঘাতিনী এই যোনিমুদ্রা, অর্থাৎ মুক্তজীব হইলে, তদ্দ্বারা আর প্রতিসৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেনা। সুতরাং যোনিমুদ্রা অধিকারী পুরুষের বিচার করিয়া উপদেশ করিবেন॥ ১১॥

ইতি যোনিমুদ্রা কথন।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরং।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্লভং॥ ১২॥

হে পার্ব্বতি! ইদানীং তোমাকে সিদ্ধদিগের গোপনীয় সিদ্ধির পরম কারণ, পরম দুর্লভ, মুদ্রাদশকযোগ কহি, শ্রবণ করহ॥ ১২॥

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ॥ ১৩॥

যখন গুরুর প্রসন্নতাতে ব্রহ্মদ্বার মুখে প্রসুপ্তা কুণ্ডলীশক্তি জাগ্রতা হন্। তখন ষট্‌চক্রস্থ পদ্মগ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া যায়॥ ১৩॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তা মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥ ১৪॥

একারণ সমস্ত প্রকার যত্ন দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনীকে সচেতনা করিবার নিমিত্ত মুদ্রাযোগাভ্যাস করিবেন॥ ১৪॥

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা॥
উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোণি দশমং শক্তিচালনং।
ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমং॥ ১৫॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীত করণ, উড্ডান, বজ্রোণি, শক্তিচালন, এই মুদ্রাদশ সমস্ত মুদ্রার উত্তম হয়॥ ১৫॥

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্যসিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ॥ ১৬॥

অতপর হে প্রাণবল্লভে! এই তন্ত্রোক্ত মহামুদ্রা তোমাকে কহি, যে মুদ্রাভ্যাসে পূর্ব্বে কপিলাদি সিদ্ধগণেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১৬॥

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরং।
স্বরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাং।
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি লংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্বায়ুসাধনং।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গে নাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়াম সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ॥ ১৭॥

ইতি মহামুদ্রাবন্ধঃ। অস্য ফলং।

বামপাদমূলদ্বারা গুহ্যদেশ ও শিশ্ন এতদুভয়ের মধ্যস্থানস্থ যোনিমণ্ডলকে আপীড়ন করতঃ গুরূপদেশে দক্ষিণপাদকে প্রসারিত করতঃ হস্তদ্বয়ে ধৃত করিয়া, শরীরস্থ নবদ্বারকে সংযম দ্বারা হৃদয়ের উপর চিবুককে সংস্থাপন করিবেন। চিত্তকে চিত্তপথে দিয়া অর্থাৎ চৈতন্যমার্গে চিত্তার্পিত করতঃ বায়ু সাধন করিবেন অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণের অভ্যাস করিবেন। সমস্ত তন্ত্রে গোপনীয়া এই মহামুদ্রা হয়। ইহাকে বামাঙ্গে প্রথম অভ্যাস করিয়া পুনর্ব্বার নিয়তমানস যোগিপুরুষ দক্ষিণাঙ্গে অভ্যাস করিবে, উভয়াঙ্গে সাধনকালে সমান নিয়মে শক্ত্যনুসারে প্রাণায়াম করিবেন॥ ১৭॥ ইতি মহামুদ্রা।

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণং॥
জীবনস্তু কষায়স্য পাতকানাং বিনাশনং।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং।
এতদুক্তাণি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ।
ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্রকার্য্যা বিচারণাঃ॥ ১৮॥

গুরুবদনোদ্ভূতা সুশোভনা এই মহামুদ্রাকে প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধিদ্বারা অভ্যাস করিলে অল্পভাগ্য যোগীও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই মুদ্রা প্রভাবে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর চালনা হয়, তদ্দ্বারা আয়ুঃ স্বরূপ শুক্র স্তম্ভিত থাকে, জীবনকে আকর্ষিত করিয়া রাখে, সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, সর্ব্বরোগের উপশম হয়, এবং জঠরাগ্নির বিশেষ বৃদ্ধি হয়। শরীরের নির্ম্মল লাবণ্য হয়, জরা মৃত্যুর বিনাশ হয়। অভিলষিত ফল, ও বাঞ্ছিত সুখলাভ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরাজিত হয়। এই সকল উক্ত ফল, মুদ্রাভ্যাসে যোগারূঢ় যোগিব্যক্তির অবশ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে বিচারের করণীয়তা নাই ॥ ১৮ ॥

গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যাস্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥ ১৯ ॥

হে সুরপূজিতে। এই মুদ্রা সুযত্নে গোপনীয়া, যে মুদ্রাকে প্রাপ্ত হইয় যোগিসকল দুস্তর ভবরূপ সমুদ্রের পরপারে গমন করেন ॥ ১৯ ॥

মুদ্রাকামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেবা যস্য কস্যচিৎ ॥ ২০ ॥
ইতি মহামুদ্রাফলকথনং ॥ ১ ॥

হে বৃন্দারকবন্দনীয়ে! ময়োদিতা এই মহামুদ্রা, সাধকদিগের কামধেনু স্বরূপা, অর্থাৎ কামনানুসারে সমস্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকে গোপনে রাখিয় সাধনা করিবে। যাহাকে তাহাকে উপদেশ করিবে না ॥ ২০ ॥

ইতি মহামুদ্রার ফল কথন ॥ ১ ॥

ততঃ প্রসারিতঃ পাদোবিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগং।
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখং।
বন্ধয়েদুদরেত্যুর্দ্ধং প্রাণাপানাখ্য যঃ সুধীঃ।
কথিতোহয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ২১ ॥

ইতি মহাবন্ধঃ।

অনন্তর দক্ষিণপাদকে প্রসারিত করতঃ বামউরুর উপর দক্ষিণ পাদ সংস্থাপন করিয়া, গুহ্যদেশ এবং যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করণানন্তর ঊর্দ্ধগত অপান বায়ুকে নাভিস্থিত সমান বায়ুর সহিত যুক্ত করিয়া, হৃদয়স্থ অধোমুখ প্রাণ বায়ুকে ঐ বায়ুদ্বয়ের সহিত অতিশয় রূপে উদরমধ্যে কুম্ভক দ্বারা সুধী সাধক বন্ধ করিয়া রাখিবে, সিদ্ধির পথপ্রদর্শক ইহাই কথিত মহাবন্ধ হয়। যোগিগণের সমস্ত শরীরস্থ নাড়ী সকলের যে সমূহ রস, তাহা মস্তকোপরি উত্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রার ন্যায় এক এক ক্রমে উভয়পাদ দ্বারা সুযত্নে অভ্যাস করিবেক ॥ ২১ ॥ ইতি মহাবন্ধ।

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্না মধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টি দৃ'ঢ়বন্ধোঽস্থিপিঞ্জরে।
সংপূর্ণো হৃদয়োযোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমিপ্সিতং ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধমুদ্রাভ্যাসফলকথনং ॥ ২ ॥

এই মহাবন্ধানুষ্ঠানে সুষুম্নাছিদ্র মধ্যে বায়ু সম্যক্ গমন করিতে পারে, ইহার ফলে সাধকের শরীরের পুষ্টি, এবং অস্থি পঞ্জরে দৃঢ় বন্ধন হয়। মনঃ সংপূর্ণ সন্তোষে ক্রীড়া করিতে থাকে। মহাবন্ধ প্রভাবে যোগীর এই সকল ফল লাভ হয়। এই বন্ধদ্বারা যোগীন্দ্রপুরুষ আপনার অভিলাষানুসারিক সমস্ত সুখের সাধক হয় ॥ ২২ ॥

ইতি মহাবন্ধের ফলকথন ॥ ২ ॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহামেধস্থিতোযোগী কুক্ষিমাপূর্য্যবায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতোময়া ॥২৩॥

ইতি মহাবেধঃ।

অপান এবং প্রাণবায়ুর ঐক্য করতঃ ত্রিভুবনে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাতে মহাবেধস্থিত যোগিপুরুষ বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া, ধীমান সাধক উভয় পা'কে সন্তাড়ন করিবেন, ময়োক্ত ইহার নাম মহাবেধ ॥ ২৩ ॥

ইতি মহাবেধ ॥ ৩ ॥

বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনত্ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥

এই বেধদ্বারা সম্যক্ বিধ্য যোগিশ্রেষ্ঠ বায়ুদ্বারা সুষুম্নামার্গস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থিকে ভেদ করিবে ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতং ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সুগোপিত এই মহাবেধ মুদ্রার অভ্যাস করে। তাহার জরা মরণনাশিনী যে বায়ুসিদ্ধি, তাহা আশু সুসিদ্ধ হয় ॥ ২৫ ॥

চক্রমধ্যে স্থিতাদেবাঃ কম্পন্তি বায়ুতাড়নাৎ ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ॥ ২৬ ॥

শরীরস্থ ষট্চক্রস্থিত দেবতা সকল বায়ুর তাড়নাতে কম্পিত হন। কুলকুণ্ডলিনী রূপা মহামায়াও কৈলাসাখ্য বিন্দুস্থানে বিলীনা হয়েন ॥ ২৬ ॥

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ ।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত মহামুদ্রা আর মহাবন্ধ এতদুভয়ই বেধবর্জ্জিত হইলে বিফল হয়। একারণ বিশেষ যত্নদ্বারা যোগিব্যক্তি মহামুর্দ্রা ও মহাবন্ধ এবং মহাবেধ, এতত্রয় বন্ধের ক্রমে অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ ।
ষাণ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

প্রতিদিন চারিবার এই মুদ্রাত্রয়ের অভ্যাস যে সাধক করে, ছয়মাসের মধ্যেই নিঃসংশয় সেই সাধক মৃত্যুকে জয় করিতে পারে ॥ ২৮ ॥

এতত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধোজানাতি নেতরঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ॥ ২৯॥

এই মুদ্রাত্রয়ের যে কি মাহাত্ম্য তাহা সিদ্ধগণেরাই জানেন, অন্যে জানিতে পারে না। যাহাকে জানিলে সকল সাধকে সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেন॥২৯

গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমিপস্নুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিস্যান্মুদ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ॥ ৩০॥

ইতি মহাবেধস্য ফলং॥ ৩॥

সিদ্ধি ইচ্ছুক সাধকদিগের কর্ত্তৃক এই সকল মুদ্রা যত্নপূর্ব্বক গোপনীয়া হয়। ইহার অন্যথাচরণে মুদ্রাসিদ্ধি হয় না, ইহা নিশ্চয়রূপে অবধারিত আছে॥ ৩০॥

ইতি মহাবেধের ফলকথন॥ ৩॥

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ।
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাং।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।
মুদ্রৈষা খেচরীপ্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ॥ ৩১॥

ইতি খেচরীমুদ্রা।

সুধী বিচক্ষণ সাধক উভয় ভ্রুর মধ্যে সুদৃঢ়া দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত প্রকার উপদ্রব বর্জ্জিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বিপরীতগামিনী জিহ্বাকে যত্নপূর্ব্বক সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজন করিবেন। ভক্তদিগের অনুরোধে, হে পার্ব্বতি! মৎকর্ত্তৃক এক খেচরীমুদ্রা উক্তা হইল॥ ৩১॥ ইতি খেচরীমুদ্রা॥ ৪॥

সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূসং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥ ৩২॥

এই খেচরীমুদ্রা, সমস্ত সিদ্ধির জননীরূপা হয়। হে মম প্রাণাধিকারিকে! হে দুর্গে! যে ব্যক্তি নিরন্তর ইহার অভ্যাসবশতঃ সহস্রার কমল বিনির্গত অমৃত ধারা তালুমুলে রসনা দিয়া নিত্য পান করে। তদ্দ্বারা তাহার সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সুধারসে সমস্ত শরীর আপ্যায়িত হয়, এই খেচরী মুদ্রাবন্ধন, মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের প্রতি সিংহস্বরূপ জানিহ ॥ ৩২ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অপবিত্র, কি পবিত্র, অথবা সর্ব্বাবস্থাতে গত যে কোন ব্যক্তির খেচরীমুদ্রা শুদ্ধা হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ত্বা পাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ॥ ৩৪ ॥

ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা দিবার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র খেচরীমুদ্রার অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি পাপরূপ মহাসমুদ্র হইতে অনায়াসে নিস্তীর্ণ হইয়া, স্বর্গলোকে বিবিধ স্বর্গীয় সুখভোগের ভোক্তা হয়, ভোগাবসানে মর্ত্যলোকে সৎকুলে পুনর্জন্ম-গ্রহণ করে ॥ ৩৪ ॥

মুদ্রৈষা খেচরী যস্তু সুস্থিতোহ্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ ॥ ৩৫ ॥

যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত সুস্থিররূপে এই খেচরী মুদ্রাভ্যাসে স্থিত থাকে। সে ব্যক্তি ইহ শরীর ধারণেই শতব্রহ্মার নিপাত কালকে ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করে ॥ ৩৫ ॥

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যোবেত্তি খেচরীমিমাং।
নানাপাপরতোঽপি স লভতে পরমাং গতিং ॥ ৩৬ ॥

গুরূপদেশে যে ব্যক্তি এই খেচরী মুদ্রাকে জানে, সে ব্যক্তি নানাপ্রকার পাপে রত হইলেও তথাপি পরমা গতিকে লাভ করে ॥ ৩৬ ॥

সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মিন্ কস্মিন্ ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে॥ ৩৭॥

ইতি খেচরীমুদ্রায়াঃ ফলং॥ ৪॥

এই খেচরী মুদ্রা প্রাণের সদৃশী হয়, ইহা যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে দেয়া নহে। অর্থাৎ কাহাকেও দিবে না। হে সুরপূজিতে! এই মুদ্রাকে যত্নপূর্ব্বক প্রচ্ছাদন করিয়া রাখিবে॥ ৩৭॥

ইতি খেচরীমুদ্রার ফলকথন॥ ৪॥

বধ্বাগলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধোজালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ।
নাভিস্থো বহ্নির্জন্তুনাং সহস্রকমলচ্যুতং।
পিবেৎ পীযূষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং॥ ৩৮॥

ইতি জালন্ধরবন্ধঃ॥ ৫॥

গলদেশের শিরাসমূহকে আবন্ধন করতঃ হৃদিপ্রদেশে চিবুক অর্থাৎ দাড়ি রাখিবে, কিন্তু সকল মুদ্রাভ্যাসেই কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বানুবৃত্তির অনুসারে কহিলাম। দেব দুর্ল্লভরূপে এই জালন্ধরবন্ধ উক্ত আছে, নাভিস্থিত জীবের জঠরানল, সেই জঠরানলে শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলগলিত অমৃত ধারাপাত হইলে, ঐ অগ্নি পান করিয়া থাকে; একারণ জীবের অমৃতত্ব হয় না। এইহেতু সাধক এতৎ জালন্ধর বন্ধের অনুষ্ঠানে, সেই সুধাকে অধোবতরিত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধ রসনা দ্বারা স্বয়ং পান করিয়া থাকে॥ ৩৮॥ ইতি জালন্ধরবন্ধ॥ ৫॥

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে॥ ৩৯॥

বুদ্ধিমান্ সাধক এই জালন্ধর বন্ধের দ্বারা সেই সুধাধারাকে স্বয়ং পান করেন। তৎপান ফলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহ শরীরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি ত্রিভুবনে মহাহর্ষে বিচরণ করেন॥ ৩৯॥

জালন্ধরোবন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৪০॥

ইতি জালন্ধরবন্ধফলং॥ ৫॥

এই বন্ধের নাম জলান্ধর, সিদ্ধদিগের সিদ্ধিপ্রদায়ক। সিদ্ধীচ্ছু যোগিগণেরা নিত্য ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন॥ ৪০॥

ইতি জালন্ধরবন্ধের ফলকথন॥ ৫॥

পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতং।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ।
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনং॥ ৪১॥

ইতি মূলবন্ধঃ॥ ৬॥

পাদমূল দ্বারা গুহ্যদ্বারকে সংপীড়ন করতঃ সম্যক্ আবদ্ধ অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া, জরা মরণ বিনাশন এই মূলবন্ধের অভ্যাস করিবে। ইহার নাম মূলবন্ধ কল্পনা॥ ৪১॥ ইতি মূলবন্ধঃ॥ ৬॥

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাং প্রকরেঽত্যধিকল্পিতং।
বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধতি॥ ৪২॥

অপান ও প্রাণ এতদুভয় বায়ুকে কল্পিত মূলবন্ধদ্বারা যদি ঐক্য করিতে পারে, তবে সুতরাং এই বন্ধেই যোনিমুদ্রা সুসিদ্ধ হয়॥ ৪২॥

সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে।
বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগণে বিজিতালসঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে॥ ৪৩॥

যদি যোনিমুদ্রাকে সুসিদ্ধ করিতে পারে, তবে যোনিমুদ্রা সিদ্ধিতে এ অবনী-তলে কোন্ মুদ্রা সিদ্ধি না হয়? এই বন্ধ প্রকারে সমস্ত প্রকার অলসতা-জিত হইয়া পদ্মাসনে স্থিত যোগী পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গগণেচর হয়॥ ৪৩॥

স্বগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদিচ্ছেদ্যোগিপুঙ্গবঃ॥ ৪৪॥
ইতি মূলবন্ধস্য ফলকথনং॥ ৬॥

যদি সংসার পার হইতে ইচ্ছা হয়, তবে যোগিপুরুষ অত্যন্ত গোপনীয় নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এই বন্ধের অভ্যাস করিবেন॥ ৪৪॥

ইতি মূলবন্ধফলকথন॥ ৬॥

ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খেলয়েচ্চরণদ্বয়ং।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ৪৫॥
ইতি বিপরীতকরণমুদ্রা॥ ৭॥

ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া চারিদিকে পাদদ্বয় খেলন করিবে, অর্থাৎ মস্তক এক স্থানে থাকিবে, কিন্তু চরণদ্বয়কে চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাইবেক। সমস্ত তন্ত্রে গোপিত এই বিপরীত করণমুদ্রা, কিন্তু কুম্ভকাভ্যাস দ্বারা বায়ুকে রোধ করিয়া মুদ্রা সাধন করিবেন॥ ৪৫॥ ইতি বিপরীত করণমুদ্রা॥ ৭॥

এতদযঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং।
মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়েনাপি সীদতি॥ ৪৬॥

এই মুদ্রা প্রত্যহ এক প্রহরকাল মাত্র অভ্যাস করিলে, যোগী মৃত্যুকে জয় করে, মহাপ্রলয় হইলেও অবসন্ন হয় না॥ ৪৬॥

কুরুতেমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ॥ ৪৭॥
ইতি বিপরীতকরণমুদ্রায়াঃ ফলকথনং॥ ৭॥

আর যে সাধক স্বশরীরস্থ অমৃত পান করে, সে সাধক সমস্ত সিদ্ধগণের সমতাকে পায়। এবং সর্ব্বলোকেতে সিদ্ধ হয়, যে এই বন্ধের অনুষ্ঠান করে ॥ ৪৭ ॥

ইতি বিপরীত করণমুদ্রার ফল কথন ॥ ৭ ॥

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষঃ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ।
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
উড্ডানাখ্যোঽয়ং বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৪৮ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ ॥ ৯ ॥

নাভির ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে ও পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে, অর্থাৎ নাভির অধঃস্থিত নাড্যাদিকে কুম্ভক দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলন করিবে, সমস্ত দুঃখসমূহনাশক, ইহার নাম উড্ডীয়ান বন্ধ। উদরের অধোভাগে স্থিত গুহ্যাদি যে সকল চক্রস্থ বিষয় নাভির ঊর্দ্ধ করণকে উড্ডীয়ান বলে, এই বন্ধ মৃত্যুরূপ হস্তীর উপর সিংহরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করে ॥ ৪৮ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধঃ ॥ ৮ ॥

নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃস্যাদ্যেন শুদ্ধোভবেন্মরুৎ ॥ ৪৯ ॥

যে যোগী নিত্য প্রতিদিন চারিবার এই বন্ধের অভ্যাস করে, তাহার নাভি শুদ্ধি হয়, যদ্দ্বারা নির্ব্বিরোধে শরীরস্থ বায়ু শুদ্ধি হয় ॥ ৪৯ ॥

ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।
তস্যোদরাগ্নির্জ্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্তু জায়তে ॥ ৫০ ॥

ছয়মাস অভ্যাস করিলে যোগী মৃত্যুকে নিশ্চিত জয় করে, তাহার জঠরাগ্নির দীপ্তি হয় এবং আহারীয় দ্রব্য সুন্দর পরিপাক হইয়া শরীরপোষক রসের বৃদ্ধি হয় ॥ ৫০ ॥

অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৫১ ॥

সুতরাং এই বন্ধ দ্বারা সমস্ত শরীরে সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ দুর্ব্বলতা আধি ব্যাধি প্রভৃতি হয় না এবং শরীর আপনার স্ববশে থাকে ॥ ৫১ ॥

গুরোলব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভং ॥ ৫২ ॥
ইতি উড্ডানস্য ফলকথনং ॥ ৮ ॥

গুরুর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া বিচক্ষণ সাধক যত্নপূর্ব্বক নির্জ্জনে বসিয়া এই পরম দুর্লভ বন্ধের সাধনা করিবেন ॥ ৫২ ॥

ইতি উড্ডানবন্ধের ফল কথন ॥ ৮ ॥

বজ্রোণীং কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীং।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্গুহ্যতমামপি ॥ ৫৩ ॥

গোপন হইতেও গোপনতমা সংসারান্ধকার বিনাশিনী বজ্রোণিমুদ্রা। হে পার্ব্বতি! স্বভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া কহিতেছি ॥ ৫৩ ॥

স্বেচ্ছয়াবর্ত্তমানেপি যোগোক্ত নিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তোভবেদ্গৃহস্থোঽপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৫৪ ॥

যোগোক্ত নিয়মাদিও যদি না করে, তথাপি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধনাতেই বর্ত্তমানাবস্থাতে সিদ্ধ হয়। বজ্রোণী মুদ্রাভ্যাসে গৃহস্থ ব্যক্তিও পরিমুক্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৫৫ ॥

এই বজ্রোণীমুদ্রাভ্যাস যোগ, ভোগযুক্তব্যক্তিও যদি অনুষ্ঠান করে, তাহারও মুক্তিপ্রদ হয়। সেই কারণ অতি প্রযত্নদ্বারা যোগিদিগের অভ্যাসের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যতা ॥ ৫৫ ॥

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়োযোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ।

স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বন্ধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া।
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ।
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥ ৫৬॥

অভ্যাসকালে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সুধী সাধক স্ত্রীযোনি হইতে রজকে আকর্ষণ করতঃ লিঙ্গনালদ্বারা স্বশরীরে প্রবেশ করাইবেন। আপনার বিন্দুকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যোনিকুহরে লিঙ্গচালনা করিবেন। যদি দৈবাৎ বিন্দুপ্রচলিত হয়, তবে যোনিমুদ্রাদ্বারা ঊর্দ্ধে রোধ করতঃ সেই বিন্দুকে বামভাগে ইড়া নাড়ীযোগে রাখিয়া, লিঙ্গ চালনার নিবারণ করিবেন। ক্ষণমাত্রকাল যোনি-হইতে নিবারণ করিয়া, সাধক হুংহুঙ্কারোচ্চারণ পূর্ব্বক যোনিতে লিঙ্গ চালনানুষ্ঠান করিবেন। রেত বিসর্গক অপান বায়ুকে আকুঞ্চিত করতঃ বলপূর্ব্বক রজ আকর্ষণ করিবেন॥ ৫৬॥

অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাব্জপূজকঃ॥ ৫৭॥

শীঘ্র যোগসিদ্ধির নিমিত্তে গুরুপাদপদ্মপূজক যোগী গব্যভুক্ হইয়া, অর্থাৎ সহস্রারগলিত সুধাপান করিয়া, এই বিধিদ্বারা মুদ্রাভ্যাস করিবেন। কিন্তু কুম্ভকাভ্যাসে বিস্মৃত হইবেন না॥ ৫৭॥

বিন্দুং বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময় স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥ ৫৮॥

বিন্দু চন্দ্রময়, রজঃ সূর্য্যময় হয়। এই উভয়ের যত্নপূর্ব্বক মেলন আত্মশরীরে যোগীর সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ শিবশক্তি সঙ্গমরূপ রাহুগ্রহণ তন্ত্রান্তরে ইহাকেই কহিয়াছেন॥ ৫৮॥

অহং বিন্দুরজঃশক্তিগুরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥ ৫৯॥

আমি বিন্দু, রজঃশক্তি এই জ্ঞান করিয়া, উভয়ের যখন মেলন হয়, তখন সাধনবান যোগিদিগের দেবতুল্য কান্তিবিশিষ্ট শরীর হয়। তন্ত্রান্তরে " বিন্দুরূপ শিবঃ সাক্ষান্নাদশক্তি সমন্বিত ইতি।" তদনুরূপ রজশক্তি, বিন্দুরূপ শিব, এই উভয়ের মেলন করিতে পারিলেই ব্রহ্মময় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম আমি, ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানেই মোক্ষ, সুতরাং বেদে কুলসাধক শাণ্ডিল্য বিদ্যায় বামদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানকৃৎ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। " যথা। শক্তিসহায়ো জপেদিতি শ্রুতিঃ" ॥ ৫৯ ॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং ॥ ৬০ ॥

বিন্দুপাত হইলেই মৃত্যু, বিন্দুধারণেই জীবিত থাকে। একারণ যত্নপূর্ব্বক যোগীরা বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

জায়তে ম্রিয়তে লোকা বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ ৬১ ॥

বিন্দুকর্তৃক জীবের উৎপত্তি ইহাতে সংশয় নাই। ইহা জানিয়া যোগিজনে নিয়ত বিন্দুধারণের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৬১ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশীভবেৎ ॥ ৬২ ॥

যখন বিন্দু ধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে তাহা হইতেই কি সিদ্ধি না হয়? হে পার্ব্বতি! যে প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার এতাদৃশী মহিমা হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

বিন্দুকরোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাং।
অয়ং শুভকরো যোগোযোগিনামুত্তমোত্তমঃ ॥ ৬৩ ॥

জরামরণবিশিষ্ট বিমূঢ় সংসারি জীবের বিন্দুই সুখদুঃখের সংস্থিতি করে। সুতরাং যোগিদিগের পক্ষে উত্তম হইতে উত্তম এই যোগই শুভকর হয় ॥ ৬৩ ॥

অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোঽপি মানবঃ।
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বভোগে যুক্ত হইলেও মানব এই যোগের অভ্যাসেতে সিদ্ধিলাভ করে। সেই যোগী সাধনফলে পৃথিবীতলে কালে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ভুক্তাভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং।
অনেন সকলা সিদ্ধি র্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবং ॥ ৬৫ ॥

এই যোগদ্বারা অশেষ ভোগভুক্ত হইয়া সুখী হয় এবং ইহার দ্বারা নিশ্চিত যে সকল সিদ্ধি, যোগিদিগের বাঞ্ছিতা, তাহা লাভ হয় ॥ ৬৫ ॥

সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৬ ॥

মহান্ সুখভোগের সহিত এই এই যোগসাধনা সম্পন্ন হয়, একারণ ইহার অভ্যাস যোগিপুরুষেরা করিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

সহজোন্যমরাণী চ বজ্রোণ্যাভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

বজ্রোণীবন্ধের অপরা মূর্ত্তি সহজোনি ও অমরাণী সংজ্ঞা ধারণ করে। অতএব যে কোন প্রকার দ্বারা যোগিব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে বিন্দুকে ধারণা করিবেক ॥ ৬৭ ॥

দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরাণিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

যদি বেগানুসারে বিন্দু দৈবাৎ প্রচলিত হয়, এবং চন্দ্র সূর্য্যের একত্র মেলন হয়, অর্থাৎ শোণিত শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, তবে তাহাকে অমরাণী মুদ্রা কহে, কিন্তু লিঙ্গনাল দ্বারা ঐ রজবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোনিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

স্বকীয় গলিত বিন্দুকে যোগি পুরুষ যোনিমুদ্রাবন্ধ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে, ইহার নাম সহজোনিমুদ্রা, অতি গোপনীয়া, সমস্ত তন্ত্রে উক্ত করিয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ ৭০ ॥

কার্য্যে সমানগতি যদিও হয়, তথাপি সংজ্ঞাভেদে মুদ্রাদ্বয়ের ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। একারণ সমস্তপ্রকার যত্নদ্বারা সদা যোগিদিগের এই দুই মুদ্রা সাধনীয়া ॥ ৭০ ॥

অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭১ ॥

হে প্রিয়ে! ভক্তদিগের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত এই যোগ আমা কর্ত্তৃক প্রকৃষ্ট রূপে উক্ত হইল, অতএব যাহাকে তাহাকে কহিবে না, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে ॥ ৭১ ॥

এতদ্গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ৭২ ॥

ইহা হইতে গোপনীয় ও গুহ্যতম হয় না হইবেক না। সেই হেতু সুপণ্ডিত সাধকদিগের কর্ত্তৃক অতি প্রযত্নদ্বারা সর্ব্বদা গোপনীয় হয় ॥ ৭২ ॥

স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎপুনঃ ॥
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ৭৩ ॥

আপনার মূত্রোৎসর্গকালে বলপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা যে ব্যক্তি মূত্রবেগকে আকর্ষণ করতঃ অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ করে, এবং প্রভূত মূত্রকে পুনর্ব্বার আকর্ষণদ্বারা ঊর্দ্ধে হইতে পারে, গুরু যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথে আরোহণ করতঃ যে প্রত্যহ ইহার অভ্যাস করে, সমস্ত প্রকার মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী বিন্দুসিদ্ধি সেই সাধকেরই হয় ॥ ৭৩ ॥

যথাসমভ্যসেদ্যোবৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি ॥ ৭৪ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি।
ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্লভো ভবেৎ॥ ৭৫॥
ইতি বজ্রোণীবন্ধস্য ফলকথনং॥ ৯॥

যথাবিধানে গুরুশিক্ষা দ্বারা প্রত্যহ এরূপ যোগের অভ্যাস যে করে, একশত বরাঙ্গনাকে উপভোগ করিলেও তাহার বিন্দুক্ষতি হয় না। হে পার্ব্বতি! যত্নদ্বারা বিন্দুসিদ্ধি হইলে আর কোন্ সিদ্ধি না হয়? সুদুর্লভা আমার ঈশ্বরতা, ঐ বিন্দু-সিদ্ধি প্রসাদেই হইয়াছে॥ ৭৫॥

এই বজ্রোণীবন্ধনের ফল কথন॥ ৯॥

আধারকমলে সুপ্তা চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং।
অপানবায়ুমারুহ্য বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালন মুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী॥ ৭৬॥
ইতি শক্তিচালনং॥ ১০॥

মূলাধারপদ্মে প্রসুপ্তা সুদৃঢ়া কুণ্ডলী শক্তিকে, বুদ্ধিমান্ সাধক অপান বায়ুতে আরোহণ করাইয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করতঃ চালনা করিবেন। সর্ব্বশক্তিপ্রদা য়িনী শক্তিচালন মুদ্রা ইহাকে কহে॥ ৭৬॥

ইতি শক্তিচালনমুদ্রা॥ ১০॥

শক্তিচালনমেনং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং॥ ৭৭॥

এই শক্তিচালন যোগের অভ্যাস প্রত্যহ যে ব্যক্তি করে, তাহার সমস্ত রোগ বিনাশ হয় এবং পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়॥ ৭৭॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৭৮॥

ঐ সর্পাকারা শক্তি নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং আপনি পরমাশিবান্বেষণার্থ ঊর্দ্ধগামিনী নিশ্চিত হন। সেই হেতু সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এতদ্যোগের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য॥ ৭৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিস্যাদনিমাদি গুণপ্রদা।
গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৭৯ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম শক্তিচালন যোগের সর্ব্বদা অভ্যাস করে। যদ্দ্বারা অনি-
াদি গুণপ্রদায়িনী বিগ্রহ সিদ্ধি হয়। গুরূপদেশবিধিদ্বারা যে ব্যক্তি শক্তিচালনা-
ভ্যাস করে, তাহার কথঞ্চিৎ মৃত্যুভয় থাকে না ॥ ৭৯ ॥

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্ত বিধিনা শক্তিচালনং।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ।
যুক্তাসনেন কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনং ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি যত্নদ্বারা মুহূর্ত্তদ্বয় কাল পর্য্যন্ত বিধি পূর্ব্বক শক্তিচালনাভ্যাসে রত
হয়, তাহার নিকটেই সকল সিদ্ধি অবস্থিতি করে। যোগাসন দ্বারাই যোগিদিগের
শক্তি চালন করা কর্ত্তব্য হয় ॥ ৮০ ॥

এতত্তুমুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধোভবতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥

ইতি শক্তিচালনস্য ফলকথনং ॥ ১০ ॥

হয় না হইবার নহে, এই দশমুদ্রা তোমাকে কহিলাম। ইহার একের অভ্যা-
সেই সিদ্ধি হয় এবং সাধকও সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই ॥ ৮১ ॥

ইতি শক্তিচালনের ফল কথন।

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে
চতুর্থ পটলঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পটলারম্ভঃ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি ।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর ॥ ১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী মহাদেবকে কহিতেছেন, হে ঈশান! হে দেব! হে প্রিয় শঙ্কর! এই যোগ সাধনে যে সকল বিঘ্ন আছে, তাহা পরমার্থবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি কৃপা করিয়া কহ ॥ ১ ॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা ।
মুক্তি প্রতিনরানাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনঃ ॥ ২ ॥

পার্ব্বতীর প্রশ্নে মহাদেব উত্তর করিতেছেন, হে দেবি! যোগপ্রতিবন্ধক বিঘ্ন যে সকল আছে, তাহা বলি শ্রবণ করহ। মনুষ্যদিগের মুক্তি প্রতিভোগই প্রথম পরম বন্ধন হয় ॥ ২ ॥

নারীশয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্য বিড়ম্বনং ।
তাম্বূলভক্ষজানানি রাজৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ ।
হেমং রূপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ ।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণং ॥
বংশীবীণা মৃদঙ্গাশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনং ।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু ॥ ৩ ॥

স্ত্রীসম্ভোগ, অপূর্ব্বশর্য্যা ও মনোরম বস্ত্র এবং ধনসম্পত্তি মুক্তিবিষয়ে বিড়ম্বনার নিমিত্ত হয়। এবং তাম্বূলাদিভক্ষণ, রথ শকট শিবিকাদি আরোহণ, রাজ্যৈশ্বর্য আর নানাবিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং হীরক প্রবা লাদি রত্ন সকল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, গোধনাদি, অপর বেদশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত প্রকাশন, নৃত্য গীত ও নানাবিধ ভূষণ সামগ্রী সেবন। বীণা বেণু মৃদঙ্গাদি যন্ত্র বাদন ও তজ্জবগাদিতে আগ্রহতা, হস্ত্যশ্বাদি বাহনযুক্ত এবং স্ত্রীপুত্রাদি বিষ

সকল, ইহাতে ভোগরূপে বিঘ্ন হইয়াছে। অতএব ভোগরূপ এই সকল বিঘ্ন কথিত হইল। অতঃপর ধর্ম্মরূপ যে সকল বিঘ্ন আছে তাহা শ্রবণ করহ॥ ৩॥

স্নানং পূজা তিথির্হোমং তথামোক্ষময়ীস্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধ্যেয় ধ্যান তথা মন্ত্রদানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদি প্রাসাদারামকল্পনা।
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যতে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥ ৪॥
ইতি ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্নকথনং॥ ২॥

ব্রত নিয়ম উপবাস, মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, আর ধ্যেয় ও কোন রূপের ধ্যান মন্ত্রাদি জপ, দান, সর্ব্বত্র যশকীর্ত্তি প্রকাশ, বাপী, কূপ, তড়াগাদি ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ, অট্টালিকাদি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পাপক্ষয়ার্থ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত করণ ও তীর্থপর্য্যটন, বিষয়কর্ম্মাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি মহাবিঘ্ন সকল যোগিদিগের পক্ষে ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ এ সকল কর্ম্ম অকরণীয় নহে, চিত্তশুদ্ধির কারণ, যাহাদিগের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, নিরন্তর সংসারধর্ম্মে লিপ্ত আছে, যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত নহে, তাহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, যোগীর পক্ষে নহে॥ ৪॥

ইতি ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্ন কথন॥ ২॥

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখোদ্বাসনং কৃত্বা ধৌতী প্রক্ষালনং বসেৎ।
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারবিবোধনং।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইন্দ্রিয়াধ্বনা।
নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম॥ ৫॥

হে বরমুখি পার্ব্বতি! অতঃপর জ্ঞানরূপ যে সকল বিঘ্ন তাহা কহি শ্রবণ করহ। জপাবরক গোমুখের বিসর্জ্জন করতঃ ধৌতিযোগে অন্তঃপ্রক্ষালনার্থে উপবিষ্ট হয়। নাড়ী সকলের সঞ্চরণ কি রূপে হয় তদনুসন্ধান করণ, নানা শাস্ত্র

বিচার করণ, প্রত্যাহারোপায় করণ, চৈতন্যের উদ্দীপনার্থ কুণ্ডলীবোধন চেষ্টা করণ, উদর সঞ্চালন, শীঘ্র ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইবার উপায় করণ, ও নাড়ীশুদ্ধির কারণ পথ্যাপথ্য বিচার করণ, হে কল্যাণি! তন্নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য ভোজন করিবে, তাহা কহি, আমার নিকট শ্রবণ করহ ॥ ৫ ॥

নবং ধাতুরসং ছিন্দি শুণ্ঠিকা স্তাড়য়েৎ পুনঃ।
এককালং সমাধি স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু ॥ ৬ ॥

নূতন সরস বস্তুর পরিগ্রহণ, শুণ্ঠীচূর্ণ আহার করণ, যাহাতে এককালে সমাধি হয়, তাহার চিহ্ন শ্রবণ করহ ॥ ৬ ॥

সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচ ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশ নির্গমে বায়ো গুরুলক্ষ বিলোকয়েৎ ॥ ৭ ॥

সাধুদিগের সঙ্গ করণার্থ চেষ্টা করণ, দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগোপায় করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ, নিশ্বাসের প্রবেশে ও বহির্নির্গমকালে গুরু লঘুর অবলোকনার্থ সংখ্যাকরণ ॥ ৭ ॥

পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি।
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥
ইতি জ্ঞানরূপকথনং ॥ ৩ ॥

দেহস্থ রূপ সংস্কার, কিম্বা রূপসত্ত্বে রূপ বর্জ্জিতবৎ ব্যবহার করণ, এবং জগৎব্রহ্ম, এতন্মতাবলম্বনে চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইত্যাদি বিঘ্ন সকল যোগীর পক্ষে জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ এ রূপ জ্ঞানচেষ্টা যে করে, তাহার কোন কালেই যোগাভ্যাস হইতে পারে না, যোগাভ্যাস ব্যতীতও পরিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে না ॥ ৮ ॥

ইতি জ্ঞানরূপ বিঘ্ন কথন ॥ ৩ ॥

মন্ত্রযোগো হটশ্চৈব লয়যোগ স্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃস্যাৎ সদ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রযোগ, হটযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ এই চতুর্ব্বিধ প্রকার যোগ। তন্মধ্যে দ্বৈতভাব বর্জ্জিত রাজযোগ হয়, সে যোগকে যে সে অধিকার করিতে পারে না॥ ৯॥

চতুর্দ্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥ ১০॥

এই চারি যোগ সাধক ও চারি প্রকার মৃদুসাধক, মধ্যসাধক, অধিমাত্র সাধক, অধিমাত্রতম সাধক। সর্ব্বাপেক্ষা অধিমাত্রতম সাধক শ্রেষ্ঠ, সেই সাধকই জন্মরূপ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়॥ ১০॥

মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভীপাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ॥
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ।
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবং॥ ১১॥
ইতি মৃদুসাধকলক্ষণং॥ ১॥

অল্প উৎসাহযুক্ত, মুগ্ধচিত্ত, ব্যাধিত অর্থাৎ কুষ্ঠীরোগযুক্ত, গুরূপদেশাতিক্রান্ত, লোভী, দুষ্টকর্ম্মরত, অনেক আহারী, স্ত্রী সমাশ্রিত, চঞ্চলচিত্ত, সর্ব্বদা কাতর অর্থাৎ অসহিষ্ণুতা, পরাধীন, রোগী, অতি নির্দ্দয়, কুৎসিতাচারী, অল্পবীর্য্য, ইহার নাম মৃদুমানব। এ ব্যক্তি যদি সাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমতঃ ইহার মন্ত্রযোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কেননা এ ব্যক্তি মন্ত্রযোগেরই অধিকারী হয়, যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রযোগাভ্যাসে রত হইলে পর দ্বাদশবৎসরে ইহার সিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হইলে হটযোগের অধিকারী হয়॥ ১১॥

ইতি মৃদুসাধক লক্ষণ॥ ১॥

সমবুদ্ধিঃ ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্নসংশয়ঃ।

এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভি র্দীয়তে মুক্তিতোলয়ঃ ॥ ১২ ॥
ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং ॥ ২ ॥

সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সমতা জ্ঞান, ক্ষমাশীল, পুণ্যকর্ম্মাভিলাষী, প্রিয়বাদী, সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যেই অবস্থিতি করে, সামান্য গণ্য অসংশয় চিত্ত, ইহার নাম মধ্যম ব্যক্তি। ইহার স্বভাব জ্ঞাত হইয়া গুরুগণেরা ইহাকে হটযোগের উপদেশ করিবেন। কালে মুক্তির নিমিত্ত এ সাধকও লয়যোগের অধিকারী হয়। ইহার চিত্তশুদ্ধি দ্বাদশ বৎসরে হইতে পারে ॥ ১২ ॥

ইতি মধ্যসাধক লক্ষণ ॥ ২ ॥

স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি।
শূরোলয়স্য শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ।
এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
এতস্মৈ দীয়তে ধীরো হটযোগশ্চ সাঙ্গকঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি অধিমাত্র সাধকলক্ষণং ॥ ৩ ॥

স্থিরবুদ্ধি, লয়যোগযুক্ত অর্থাৎ সমাধি যোগক্ষম, অপরাধীন, বীর্য্যবিশিষ্ট, মহা আশয়ান্বিত, সর্ব্ব জীবে দয়াবান্, ক্ষমাগুণবিশিষ্ট, সত্যবাদী, শূরতাযুক্ত, সমাধিতে বিশ্বাসযুক্ত, গুরুপাদপদ্মপূজক এবং যোগাভ্যাসে রত, ইহার নাম অধিমাত্রক সাধক, অভ্যাসযোগে ইহার সিদ্ধি ছয় বৎসরে হয়, অর্থাৎ এই সাধক রাজযোগাধিকারী হয়। গুরু এমত সাধককে সমস্ত অঙ্গের সহিত হটযোগ প্রদান করিবেন, অর্থাৎ হটযোগের শ্রেষ্ঠ রাজযোগ উপদেশ করিবেন ॥ ১৩ ॥

ইতি অধিমাত্র সাধক লক্ষণ ॥ ৩ ॥

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ।
নবযৌবনসম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ।

অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী ।
সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ ।
শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতা গুরুপূজকঃ ।
জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ।
অধিমান ব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ ।
এভিঃ সম্বৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য নাত্রসংশয়ঃ ।
সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥
ইতি অধিমাত্রতম সাধকলক্ষণং ॥ ৪ ॥

মহাবীর্য্যবান্, উৎসাহযুক্ত, মনোহর কলেবর, শূরতাবিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল অর্থাৎ শ্রুতিধর, মোহশূন্য, আকুলতা রহিত, নবীনযৌবনসম্পন্ন, পরিমিত আহারী, জিতেন্দ্রিয়, ভয়শূন্য, শৌচাচারবিশিষ্ট, নৈপুণ্য, দানশীল, শরণাগতপালক, স্থির, বুদ্ধিমান, যথেচ্ছাচারস্থিত অর্থাৎ সন্তোষযুক্ত, ক্ষমাবান্, সুস্বভাবযুক্ত, ধর্ম্মাচরণশীল, গুপ্তচেষ্ট অর্থাৎ সকল কর্ম্মই গোপনে করে, প্রিয়বাদী অথচ সত্য কহে, শান্ত, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা ও গুরুপূজক, জনসঙ্গবিরত, মহাব্যাধিবর্জ্জিত, অস্খলিতরূপে ব্রত সম্পাদক, ইহার নাম অধিমাত্রতম সাধক। এই ব্যক্তি সর্ব্বযোগে অধিকারী হয়, অর্থাৎ রাজযোগ সাধক হয়, ইহার তিন বৎসরে সিদ্ধি, অর্থাৎ রাজযোগানন্তর জ্ঞানযোগে অধিকার হয়। ইহাকে সর্ব্ব যোগাধিকারী জানিয়া গুরু সমস্ত যোগোপদেশ করিবেন, তাহাতে কোন বিচার করিবেন না ॥ ১৪ ॥

ইতি অধিমাত্রতম সাধক লক্ষণ ॥ ৪ ॥

প্রতীকোপাসনাকার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা ।
পুনাতিদর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রতীকোপাসনা করা কর্ত্তব্য, তাহার আর বিচার নাই। সেই প্রতীকোপাসনা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদায়িনী। প্রতীক সাধকের দর্শনে লোক পবিত্র হয় ॥ ১৫ ॥

গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং নিরীক্ষ্যনিষ্কলিত লোচনদ্বয়ং ।
যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকঃ নভোঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ ১৬

প্রগাঢ় রৌদ্রে আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াও তাহার চক্ষু ব্যাকুলিত হয় না, অর্থাৎ এক দৃষ্টে সূর্য্য দর্শন করিবার যোগ্যতা হয়। যখন তাহাতে চক্ষুর কোন হানি না হয়, তখন আপনারও ঐশ্বরপ্রতিবিম্ব আকাশতলে দেখিতে পায়। আদৌ যখন স্বপ্রতিবিম্বিত নভোমণ্ডলকে দেখে, তখন সেই আকাশমণ্ডলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বও ক্ষণকালমাত্র দর্শন হয়। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের নাম প্রতীক, রাজযোগেও এই প্রতীকোপাসনা কিন্তু কুম্ভাবলম্বন ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ইহার অভ্যাস অল্পে অল্পে করিবে, এককালে সাহস করিলে চক্ষুর সত্তা যায়, তাহাতে নানা রোগ উৎপত্তি হয়॥ ১৬॥

প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি র্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ একবার স্বপ্রতীত আকাশমণ্ডলে দর্শন করে, তাহার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়, কদাপি সে সাধকের মৃত্যু হয় না॥ ১৭॥

যদা পশ্যতি সংপূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঙ্গনে।
তদা জয় মবাপ্নোতি বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ॥ ১৮॥

যখন সাধকের সংপূর্ণ দিবসের মধ্যে গগণতলে সর্ব্বক্ষণ স্বপ্রতীক দর্শন হয়, তখন তাহার সমস্ত প্রকার জয় লাভ হয় এবং বায়ুকে জয় করিয়া আত্মবশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা পায়॥ ১৮॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বন্দিতে পরং।
পূর্ণানন্দৈক পুরুষঃ স্বপ্রতীকঃ প্রসাদতঃ॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজযোগ ও স্বপ্রতীকোপাসনার অভ্যাস করে, সে পরমাত্মাকে লাভ করে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, এক স্বপ্রতীক পরম পুরুষকে লাভ করে, সেই স্বপ্রতীক পরমাত্মার প্রসাদে সাধকও তৎস্বরূপ হয়॥ ১৯॥

যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ॥ ২০॥

যাত্রাকালে এবং বিবাহকালে ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করণ সময়ে, কি সঙ্কটাপন্ন সময়ে ও পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত সময়ে, পুণ্যবৃদ্ধ্যর্থে প্রতীকোপাসনা করিবে।

শ্রুতিতেও প্রতীক অর্থাৎ প্রতিবিম্ব উপাসনার অনুশাসন কহিয়াছেন। যথা,— "অক্ষিণী সূর্য্যমণ্ডলে হৃদ্দহরে আত্মা উপাস্ত" সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুতে ও হৃদয়াকাশে আত্মার প্রতিবিম্ব আছে, তাঁহার উপাসনা করিবে ॥ ২০ ॥

নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবং।
অতোমুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ২১ ॥

এই প্রতীকোপাসনা নিরন্তর অভ্যাস করিলে, সাধক হৃদয় মধ্যে নিশ্চিত সপ্রতীক দর্শন করে। অনন্তর নিয়তমানস যোগী, তাহাতেই মুক্তিলাভ করে অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু যোগী জীবন্মুক্ত হইলে, সদেহ ত্রিলোকে সদানন্দে ভ্রমণ করে। যখন শরীর ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তখন কলেবরোপন্যাস করতঃ পরমাত্মাতে লয় হইয়া যায় ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে নেত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাং অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ং।
নিরুদ্ধং মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশং।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি ॥ ২২ ॥

অতঃপর প্রতীকানুষ্ঠানানন্তর রাজযোগ কহিতেছেন। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা নেত্রদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বদন দৃঢ় ধারণ করিয়া, কুম্ভকে বায়ুকে রোধ করতঃ যোগি পুরুষ যখন গাঢ়রূপে এমত যোগের অভ্যাস করিতে পারে, তখন আপনাকে জ্যোতিরূপ লক্ষণ দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

যত্তেজোদৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ২৩ ॥

যে সাধক ক্ষণমাত্র নিরোধাভাব স্বচ্ছ বিয়ৎ স্বরূপ তেজোময় দর্শন করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিমুক্ত হইয়া পরম পদে গত হয় ॥ ২৩ ॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্ন স্বয়ং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

নিরন্তর যে যোগী, পরিশুদ্ধ চিত্তে এ যোগের অভ্যাস করে। সে সাধক দেহধর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া আত্মাতে অভিন্ন হয়, অর্থাৎ সে আপনি স্বয়ং আত্মাই হয় ॥ ২৪ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
সবৈ ব্রহ্মবিলীনঃস্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি গুপ্তাচারে এই যোগের অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি যদি অধিক পাপ-কর্ম্মেও রত থাকে, তথাপি পরব্রহ্মে লীন হয়, অর্থাৎ তাহার ব্রহ্ম তন্ময়তা হয়। গুপ্তাচারপদে গোপনে অনুষ্ঠান, পাপকর্ম্মে যদিও রত, ইত্যর্থে যোগোৎকর্ষ বর্ণন মাত্র। নতুবা পাপকর্ম্মরত ব্যক্তির চিত্ত মলিন থাকে, তাহাতে যোগ প্রবৃত্তি কদাচ হয় না ॥ ২৫ ॥

গোপনীয়ং প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ ॥ ২৬ ॥

এই যোগ আমার অত্যন্ত প্রিয়, অভ্যাস কালেই এই যোগ, ফলের প্রত্যয় কারক ও নির্ব্বাণপদ প্রদায়ক, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে ; এ যোগের অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে যোগীর নাদোৎপত্তি হয় ॥ ২৬ ॥

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং।
ঘণ্টানাদ সমঃপশ্চাৎ ধ্বনির্ম্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনোদত্ত্বা যদা নিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে ॥ ২৭ ॥

প্রথমতঃ পুষ্পসাধারণ কালে মধুমত্ত ভ্রমর ঝঙ্কার ন্যায় ধ্বনি হইতে থাকে, অনন্তর বেণুধ্বনি হয়, তদনন্তর বীণাবাদনসদৃশ ধ্বনি হয়। সংসার রূপ অন্ধ-কার বিনাশন যোগাভ্যাস করিতে২ পশ্চাৎ ঘণ্টানাদ ধ্বনি হয়। এবং মেঘ গর্জ্জনের সদৃশ শব্দ হইতে থাকে। সেই ধ্বনিতে মন দিয়া যোগিব্যক্তি যখন নির্ভয় চিত্ত হইয়া স্থির থাকিবেক। হে মম বল্লভে পার্ব্বতি! তখন তাহার মুক্তিপ্রদ লয়ের উৎপত্তি হয় ॥ ২৭ ॥

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনোভৃশং।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি॥ ২৮॥

যখন সেই নাদে যোগীর চিত্ত নিরন্তর রমণ করিতে থাকে, তখন আর আর সমস্ত বাহ্য বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঐ নাদের সহিত শমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লয় হইয়া যায়॥ ২৮॥

এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সর্ব্বাক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥ ২৯॥

এইরূপ অভ্যাস যোগদ্বারা সম্যক্ গুণজিত হইয়া অর্থাৎ গুণক্রিয়া বর্জ্জিত নিস্ত্রৈগুণ্যে অবস্থিতি করিয়া সর্ব্বারম্ভ শূন্য যোগী, আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে লীন হইয়া যায়॥ ২৯॥

নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলং।
ন খেচরী সমা মুদ্রা ন নাদসদৃশোলয়ঃ॥ ৩০॥

ইতি প্রতীকোপাসনং।

হে পার্ব্বতি! সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই। যত প্রকার বল আছে, কিন্তু কুম্ভকের সদৃশ কোন বল নাই। খেচরী মুদ্রার সদৃশী মুদ্রা নাই, এবং নাদের সদৃশ লয় নাই॥ ৩০॥

ইতি স্বপ্রতীকোপাসনা।

ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে।
যজ্জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোপি সাধকঃ॥ ৩১॥

হে প্রিয়ে সুরপূজিতে! অধুনা মুক্তির অনুভব তোমাকে কহিতেছি অর্থাৎ যেরূপ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা জানা যায়। সেই অনুভব কহিতেছি, শ্রবণ করহ। সাধক ব্যক্তি পাপযুক্তও যদি হয়, তথাপি তাহাকে জানিলে মুক্তিলাভ করে॥ ৩১॥

সমভ্যর্চ্চেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমং।
গৃহ্ণীয়াৎ সুস্থিতোভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৩২ ॥

সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করতঃ যোগাসনে সুস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান সাধক গুরুকে সম্যক্ প্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগোত্তম গ্রহণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

জীবাদি সকলং বস্তুং দত্ত্বা যোগবিদং গুরুং।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অতি প্রযত্ন দ্বারা আত্ম জীবাদি সকল বস্তু যোগবিৎ গুরুকে প্রদান করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই যোগ গ্রহণ করিবেন। জীবাদি প্রদান পদে আত্মদেহাদি দান করিয়াও যোগ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৩ ॥

বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্ণীয়াৎ শুভাত্মকং ॥ ৩৪ ॥

প্রথমারম্ভ কালে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করতঃ যোগার্থ নানা প্রকার মঙ্গলযুক্ত হইয়া মেধাবী সাধক, শুচি হইয়া মমালয়ে গিয়া অর্থাৎ শিবাগারে এই শুভাত্মক যোগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকং।
ভূত্বাদি ব্যবপুর্যোগী গৃহ্ণীয়াদ্বক্ষ্যমাণকং ॥ ৩৫ ॥

এই চিন্তা করিবেন যে আমি এই গুরুসন্তোষবিধিদ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে প্রাপ্তদেহাদি গুরুকে অর্পণ করিয়া দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব দিব্য দেহ হইয়া এই বক্ষ্যমাণ যোগ গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥

পদ্মাসনস্থিতোযোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

পদ্মাসনস্থিত যোগিজনসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয়কে অঙ্গুলীদ্বারা নিরোধ করিবেন। বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয়পদে ইড়া পিঙ্গলা। জ্ঞাননাড়ী সুষম্না ইত্যভিপ্রায় বর্ণন ॥ ৩৬ ॥

সিদ্ধেস্তদাবির্ভবতি সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু ॥ ৩৭ ॥

যে যোগ সিদ্ধি হইলে সাধকের হৃদয়ে অখণ্ড সুখ স্বরূপ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার সত্তামাত্র চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব সেই যোগ সাধনে সাধকের পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, যাহাতে নিশ্চিত সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা এ যোগের অভ্যাস করে, তাহার করতলস্থা সিদ্ধি দূরে নহে। সেই সাধকের অনায়াসে ক্রমাভ্যাসযোগে নিঃসংশয় বায়ু সিদ্ধি হয় ॥ ৩৮ ॥

সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘনাশয়েদ্ধ্রুবং।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি দিবসে একবার এই যোগের অভ্যাস করে, তাহার পাপসমূহ নিশ্চিত বিনাশ হয়। এবং তাহার মধ্যনাড়ী সুষুম্না, যাহাকে জ্ঞাননাড়ী বলে, তাহাতে নিঃসংশয় বায়ুর প্রবেশ হয় ॥ ৩৯ ॥

এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অনিমাদিগুণং লব্ধা বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে ॥ ৪০ ॥

এই যোগাভ্যাসশীল যে যোগী, সে যোগী দেবগণের পূজিত হয়, এবং অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করতঃ দেবতার ন্যায় ত্রিলোক বিচরণ করে ॥ ৪০ ॥

যো যথাস্যানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী সঃ পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশং ॥ ৪১ ॥

যে যে রূপ বায়ুর অভ্যাসে শ্রম করে, তাহার সেইরূপ শরীর সিদ্ধ হয়। কেবল এক আত্মাকে দৃঢ় আশ্রয় করিয়া মেধাবী সাধক, পুনঃ সশরীরে ক্রীড়া করিতে থাকে ॥ ৪১ ॥

এতদ্যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সপ্রমাণৈঃ সমাযুক্ত স্তমেব কথ্যতে ধ্রুবং ॥ ৪২ ॥

এই পরম গোপনীয় যোগ, যাহাকে তাহাকে দেয় নহে। সপ্রমাণ যুক্ত অর্থাৎ যোগোক্ত নিয়মগ্রাহী মুক্ত যে সাধক তাহাকেই কহিবে ॥ ৪২ ॥

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাকৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসানিবর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

পদ্মাসন স্থিত যোগী কণ্ঠকূপে মনঃ সংযোগ করতঃ তালুমূলে জিহ্বা দিয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় নিবর্ত্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥

কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনোদত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ভৃশং ॥ ৪৪ ॥

কণ্ঠকূপ হইতে অধঃস্থানে সুশোভনা কূর্ম্মনামে নাড়ীর স্থিতি, সেই নাড়ীতে মনোনিবেশ করিলে, নিশ্চিত সাধকের চিত্তের স্থিরতা লাভ হয় ॥ ৪৪ ॥

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশস্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভং।
এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়োভবেৎ।
দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদং ॥ ৪৫ ॥

শিরঃকপালে রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ শিবনেত্র আত্মকপালে বিবিধ প্রকার অর্থাৎ অনেক যদি চিন্তা করে, তবে বিদ্যুতের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্বিশিষ্ট হৃদাকাশে জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। ইহার চিন্তামাত্রই সমস্ত পাপের সংক্ষয় হয়। দুরাচার ব্যক্তিও পরম পদকে লাভ করে ॥ ৪৫ ॥

অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎকরোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ৪৬ ॥

সেই জ্যোতিকে দিবারাত্র যখন বিচক্ষণ সাধক চিন্তা করে, তখন তাহার আজানসিদ্ধ দেবগণের দর্শন হয়, এবং দেবতাদিগের সহিত সম্ভাষণ হয় ॥ ৪৬ ॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশং।
তদাকাশময়োযোগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৪৭ ॥

যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া বা গমন করিতে করিতে কি শয়নাবস্থাতে অথবা ভোজনসময়ে অতন্দ্রিত দিবারাত্রি ঐ শূন্যরূপ পরমাত্মাকে চিন্তা করে। সে ব্যক্তি আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যরূপ হৃদাকাশে বিলীন হয় ॥ ৪৭ ॥

এতজ্জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্ধ্রুবং।
এতজ্জ্ঞানবলাদ্যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভোভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই জ্ঞানের সর্ব্বদা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। নিরন্তর যে অভ্যাস করে, হে পার্ব্বতি! সে নিশ্চয় আমার তুল্য হয়। এই জ্ঞানবলে যোগিব্যক্তি সকলেরই বল্লভতম হয় ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বান্ ভূতান্ জয়ং কৃত্বা নিরাশী অপরিগ্রহঃ।
নাসাগ্রে যেন দৃশ্যতে পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধতি ॥ ৪৯ ॥

সমস্ত ভূত বা সমস্ত জীবকে জয় করিয়া আশাশূন্য, পরিগ্রহশূন্য, সাধক পদ্মাসনস্থ হইয়া, নাসাগ্রে দৃষ্টিসঞ্চারণ করে, সেই সাধকের মনোনাশ হয়, অর্থাৎ তাহার মন আত্মাতে লয় পায়। সুতরাং মনোনাশে তাহার খেচরত্ব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দেবত্ব হয় ॥ ৪৯ ॥

জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধ শুদ্ধাচলোপমং।
তত্রাভ্যাস বলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

নির্ম্মল পর্ব্বতোপম শুদ্ধ জ্যোতিকে যে যোগীন্দ্র নিয়ত দর্শন করে। তদ-ভ্যাসবলে সেই যোগই তাহার স্বয়ং রক্ষক হইয়া আপনাকে রক্ষা করে ॥ ৫০ ॥

উত্তানশয়নে ভূমৌ সুপ্তাধ্যায়ন্নিরন্তরং ।
সদ্যঃ শ্রমবিনাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ ।
শিরঃ পশ্চাত্তুভাগস্য ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

ভূমিশয্যাতে উত্তানশায়ী হইয়া শ্রম বিনাশের নিমিত্ত বিচক্ষণ যোগী নিরন্তর ধ্যান করিবেন। স্বশিরঃ পশ্চাদ্ভাগে ঐ প্রতীক ধ্যান করিলে যোগী মৃত্যুঞ্জয় হয় ॥ ৫১ ॥

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে ।
তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ ।
সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ ॥ ৫২ ॥

অপর ভ্রূদ্বয়মধ্যে দৃষ্টিপূর্ব্বক ধ্যানে যে ফল হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোজনের নিষ্পন্ন রসকে ভাগত্রয় করে, তন্মধ্যে যে রস সারতম, সেই রস সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীরের পরিপোষক হয়। মধ্যগরস সপ্তধাতুময় স্থূল শরীরের নিরন্তর পুষ্টি করে ॥ ৫২ ॥

যাতি বিন্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ ।
আদ্যভাগং দ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তাস্থাঃ সকলা অপি ।
পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকং ॥ ৫৩ ॥

তৃতীয়ভাগ মলমূত্ররূপে বহির্গত হয়। সেই ভাগ সপ্ত ধাতুর বহির্ভূত হয়। প্রথম রসভাগদ্বয় শরীরস্থ নাড়ী সকলে স্থিতি করে। সেই নাড়ী সকল ঐ রসভার বহন দ্বারা আপাদতল মস্তকপর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে পুষ্টি করে ॥ ৫৩ ॥

নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা ।
তদৈব ন রসোদেহে সাম্যান্যেহ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥

ঐ সকল নাড়ীর সহ বায়ু যখন শরীর মধ্যে সঞ্চরিত হয়। তখন ঐ রস সকল অসামান্য তেজোবল বিধায়ক রূপে প্রবর্ত্তিত হয়॥ ৫৪॥

চতুর্দ্দশানাং তন্ত্রেহ ব্যাপারমুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রাণহীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকা॥ ৫৫॥

প্রধানা চতুর্দ্দশ নাড়ী ইহ শরীরের ভাগক্রমে মুখ্য ব্যাপারে নিযুক্তা, সেই সকল নাড়ী উগ্রতাহীনা, অহীনা,শুদ্ধ প্রাণ সঞ্চারের প্রধান পথস্বরূপা হয়॥ ৫৫॥

গুদাদ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতা চতুরঙ্গুলং॥ ৫৬॥

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ, লিঙ্গ মূলের এক অঙ্গুলী অধোভাগে, পদ্মকন্দের ন্যায় সমবন্ধে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ, ঐ নাড়ী চতুর্দ্দশের মূল হয়॥ ৫৬॥

পশ্চিমাভিমুখী যোনি গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তি কুণ্ডলী সদা।
সংবেষ্ট সকলা নাড়ী সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ।
মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা॥ ৫৭॥

অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের মধ্যভাগগতা পশ্চাদভিমুখী যোনি, সেই যোনিমণ্ডলই কন্দ নামে খ্যাত, তন্মূলেই কুণ্ডলী শক্তি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন, ঐ সকল নাড়ীজালে সংবেষ্টিতা সার্দ্ধ ত্রিকুটিলাকার, সর্পরূপা আত্মপুচ্ছমুখে নিবিষ্ট করিয়া সুষুম্না ছিদ্রকে অবরোধ করতঃ তন্মধ্যে সংস্থিতা হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৭॥

সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্‌দেবী বীজসংজ্ঞকা॥ ৫৮॥

ঐ কুণ্ডলী দেবী সর্প তুল্যাকারে প্রসুপ্তা কিন্তু স্বীয়া দীপ্তিতেই দেদীপ্যমানা। সর্পবৎ সন্ধিস্থানস্থা, বাক্যের বীজস্বরূপা অর্থাৎ কুণ্ডলীই বাক্যোৎপত্তির কারণ স্বরূপা॥ ৫৮॥

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণো র্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়প্রসূতিকা॥ ৫৯॥

প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণা তেজঃ স্বরূপা দীপ্তিমতী এই কুণ্ডলী দেবী সত্ব রজঃ তম এতৎ ত্রিগুণপ্রসূ, ব্রহ্মশক্তি বলিয়া জানিহ ॥ ৫৯ ॥

তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতং।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণং ॥ ৬০ ॥

কুণ্ডলী যত্র স্থিতা, সেই ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলে বন্ধূক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ কথিত আছে, সেই বীজ ধৌত সুবর্ণবর্ণ অক্ষররূপী যোগাকারে চিন্তনীয় হয় ॥ ৬০ ॥

সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা বীজং তত্র বরং স্থিতং।
শরচ্চন্দ্রনিভং তেজস্ত্বয়মেতৎ স্ফুরৎ স্থিতং।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
বীজসংজ্ঞং পরং তেজ স্তদেব পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৬১ ॥

সুষুম্না নাড়ী তাহাতে আলিঙ্গিতা, সেই বীজ যোনিদেশে সংস্থিত হইয়াছে। শরৎকালের সংপূর্ণ উদিত চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ শোভান্বিত অথচ মহাতেজোবিশিষ্ট দীপ্তিমানরূপে সংস্থিত। কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক অথচ চন্দ্রকোটি সম সুশীতল হয়। অতএব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, অথবা লং থং ঠং এতত্রয় একত্র মিলিত হইয়া ত্রিপুরা ভৈরবী দেবী, ঐ কামবীজ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরম তেজঃস্বরূপ বীজসংজ্ঞা প্রাপ্তা দেবী মূলাধারে ত্রিপুরা স্থিতি করেন, ইহাই সর্ব্বতন্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

ক্রিয়া বিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎপরিতোভ্রমৎ।
উত্তিষ্ঠ দ্বিশতস্ত্বন্তঃ সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতং।
যোনিস্থং তৎপরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংঙ্গিতং ॥ ৬২ ॥

ঐ বীজ ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। কখন ঊর্দ্ধে থাকেন, কখন লিঙ্গস্থ অধঃস্থিত জলে প্রবিষ্ট হন। অতিসূক্ষ্ম রূপ অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট যোনিমণ্ডলস্থ পরম তেজঃস্বরূপ, স্বয়ম্ভু সংজ্ঞক লিঙ্গের অধিষ্ঠান ॥ ৬২ ॥

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরৎ বাদি সান্ত চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলং ॥ ৬৩ ॥

ইহার নাম আধার পদ্ম পরমারাধ্য, যাহার মূলে যোনি আছে। প্রকৃষ্ট-রূপে তাহাতে (ব শ ষ স) চারি বর্ণ চতুর্দ্দল দেদীপ্যমান ॥ ৬৩ ॥

কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতং।
দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা।
তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা।
তস্যা ঊর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতং।
যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিলক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরীসিদ্ধিং ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥ ৬৪ ॥

কুলনামধারী সুবর্ণবর্ণ স্বয়ম্ভু সংজ্ঞক লিঙ্গ সঙ্গত আধারচক্র এবং দ্বিরণ্ড নামে অপর সিদ্ধকুল লিঙ্গ ও কুলডাকিনী দেবতার যত্রাধিষ্ঠান। সেই পদ্মমধ্য কর্ণিকারস্থ যোনিমণ্ডল, সেই যোনি মধ্যেই কুণ্ডলিনীর স্থান। অর্থাৎ কুলশব্দে যোনি যোনিস্থা এ জন্য তাঁহার নাম কুলকুণ্ডলিনী, তাঁহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধেই তেজঃ স্বরূপ কামবীজ দেদীপ্যমান, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। যে বিচক্ষণ সাধক এই মূলাধার চক্রের নিয়ত ধ্যান করে তাঁহার অবিলম্বে দার্দ্দুরীসিদ্ধি, ক্রমে ভূমি ত্যাগের যোগ্যতা হয় ॥ ৬৪ ॥

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ॥ ৬৫ ॥

এতদ্ধ্যানে শরীরের উৎকৃষ্ট লাবণ্য ও জঠরাগ্নির বৃদ্ধি ও আরোগ্য ও পটুতা, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি জন্মে ॥ ৬৫ ॥

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণং।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবং ॥ ৬৬ ॥

অপর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানাদি ত্রিকাল এবং সমস্ত কারণজ্ঞ হয়, অপর অশ্রুত যে শাস্ত্র সকল তাহা রহস্যের সহিত নিশ্চিত ব্যাখ্যা করিতে পারে ॥ ৬৬ ॥

বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যন্তি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

সেই সাধকের বদনে নিয়ত গাঢ় নির্ভর করতঃ বাগ্বাদিনী দেবী নৃত্য করিতে থাকেন। তাহার জপেতে সুনিশ্চিত মন্ত্র সিদ্ধি হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৬৭ ॥

জরামরণদুঃখৌঘান্নাশয়েতি গুরোর্ব্বচঃ।
ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনাপরং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥ ৬৮ ॥

শিববাক্য এই যে, সেই সাধকের জরামরণাদি দুঃখসমূহ বিনষ্ট হয়। প্রাণায়ামপরায়ণ সাধকের মূলাধার পদ্মের নিরন্তর ধ্যান করা শ্রেষ্ঠকল্প হয়। কেন না ক্ষণকালমাত্র ধ্যানে যোগী সমস্ত প্রকার পাপ হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৬৮ ॥

মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ যোগী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকং।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবং ॥ ৬৯ ॥

যদি ক্ষণকালমাত্র যোগিপুরুষ মূলাধার পদ্ম এবং স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে ধ্যান করে, তবে তৎক্ষণমাত্রেই তাহার সমূহ পাপের বিনাশ হয় ॥ ৬৯ ॥

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদং।
বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তিমতং মম ॥ ৭০ ॥

যে, যে কামনা করে, সে সেই কামনানুসারে ফলপ্রাপ্ত হয়। যে সাধক যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর মূলাধার পদ্মের ও স্বয়ম্ভু লিঙ্গের ধ্যানযোগের অভ্যাস করে, সেই সাধক বহিরন্তর ব্যাপী পূজনীয় পরম শ্রেষ্ঠ বিশেষ মুক্তিপ্রদ পরমাত্মাকে অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরে দর্শন করে অতএব এই ধ্যানযোগ শ্রেষ্ঠতম। হে পার্ব্বতি! আমার মতে ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম যোগ আর নাই ॥ ৭০ ॥

আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥ ৭১ ॥

আপনার হৃদিস্থিত সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে আছেন বলিয়া, যে ব্যক্তি বহিঃ পূজার অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, অর্থাৎ অতি

মলিনাশয়, সে কেমন, যেমন আপনার হস্তস্থিত অন্নকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া অন্নার্থী হইয়া দেশে দেশে হতবুদ্ধি জনেরা পর্য্যটন করে॥ ৭১॥

আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৭২॥

স্বশরীরস্থ আত্মার উপাসনা প্রতিদিন যে সাধক করে, তাহার ফল সিদ্ধি হয়, ইহা আমার আজ্ঞা, আর বিচার করিবার অপেক্ষা নাই॥ ৭২॥

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবং॥ ৭৩॥

নিরন্তর এতদভ্যাসযোগে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধি হয়, এবং নিশ্চিত তাহার সুষম্না নাড়ীর ছিদ্রমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে॥ ৭৩॥

মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণং।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৪॥
ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণং॥ ১॥

এতদ্ধ্যানবলে মনোজয় হয় এবং বায়ু ও বিন্দুধারণ হয়। অর্থাৎ বিন্দুনিপাতের নিবারণ হয়। ইহলোক ও পরলোক এতদুভয় লোকই সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বলোক-জিত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৭৪॥

ইতি মূলাধারপদ্মবিবরণ॥ ১॥

দ্বিতীয়ন্তু সরোজং যল্লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতং।
তদ্বাদি লান্ত ষড়্‌বর্ণং পরিভাস্বর ষড়্‌দলং॥
স্বাধিষ্ঠানাভিধং তত্তু পঙ্কজং শোণরূপকং।
বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিণী॥ ৭৫॥

লিঙ্গমূলে সংস্থিত যে দ্বিতীয় পদ্ম, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র, (ব ভ ম য র ল) এই ছয় বর্ণই তাহার সুপ্রদীপ্ত ষড়দল, সেই ষড়দল পদ্ম রক্তবর্ণ হয়, বালাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গের যে স্থানে অধিষ্ঠান, এবং যে স্থলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাকিণী শক্তি॥ ৭৫॥

যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকং।
তস্য কামাঙ্গনা সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ॥ ৭৬॥

যে সাধক সর্ব্বদা ঐ সুন্দর স্বাধিষ্ঠানাখ্য ষড়্‌দল পদ্মের ধ্যান করে। কামে মোহিত হইয়া কামরূপিণী দেবাঙ্গনারা তাঁহার ভজনা করিতে ব্যগ্রা হয়॥ ৭৬॥

বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবং।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ॥ ৭৭॥

কখন যাহা শ্রবণ করে নাই, এমত বিবিধ শাস্ত্রসকল, নিঃশঙ্কে নিশ্চিত ব্যাখা করিতে পারে। সর্ব্ব রোগে বিমুক্ত হয় এবং নির্ভয় শরীরে ত্রিলোক ভ্রমণ করে॥ ৭৭॥

মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরনিমাদিগুণান্বিতা।
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধি র্ভবেদ্ধ্রুবং।
আকাশপঙ্কজগলৎ পীযূষমপি বর্দ্ধতে॥ ৭৮॥
ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্রবিবরণং॥ ২॥

সেই সাধক আত্মমৃত্যুকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু সে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গ্রাসিত হয় না, অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সমন্বিত পরমা সিদ্ধি তাঁহার হয়। তাঁহার সর্ব্ব শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ হয়, তৎপ্রযুক্ত বলপ্রদ রসের বৃদ্ধি হয়। এবং ঐ সাধক সহস্রার গলিত পরামৃত নিত্য পান করিতে থাকে॥ ৭৮॥
ইতি স্বাধিষ্ঠানচক্র বিবরণ॥ ২॥

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপূরকসংজ্ঞকং।
দশারং ডাদি ফান্তার্ণং শোভিতং হেমবর্ণকং॥ ৭৯॥

তৃতীয় মণিপুর সংজ্ঞক চক্র, নাভিমূলে (ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ) স্বর্ণ বর্ণ সুশোভন এই দশদল পদ্ম॥ ৭৯॥

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নামা দেবী পরমধার্ম্মিকা॥ ৮০॥

তৎস্থানে রুদ্রাক্ষ সিদ্ধলিঙ্গ স্থিতি, তিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদায়ক, তৎস্থানস্থা লাকিনী নাম্নী পরম ধার্ম্মিকা শক্তি, অধিদেবতা হন ॥ ৮০ ॥

তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতালসিদ্ধিঃস্যান্নিরন্তর সুখাবহা।
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনং।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনং ॥ ৮১ ॥

সেই মণিপুর চক্রকে যে যোগী নিরন্তর ধ্যান করে, তাহার নিরন্তর সুখসন্নিবেশ পাতাল সিদ্ধি হয়। সর্ব্ব দুঃখ ও সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়, এবং ইহলোকে অভিলষিত ফল লাভ করে। কালকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ চিরজীবী হয়, আর পরদেহ প্রবেশন-শক্তি পায় ॥ ৮১ ॥

জাম্বূনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ঔষধী দর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
ইতি মণিপুরচক্র বিবরণং ॥ ৩ ॥

এবং সুবর্ণাদির উৎপত্তি করিতে পারে ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ও পৃথিবীতলে সমস্ত ঔষধি দর্শন হয়, এবং মৃত্তিকামধ্যস্থিত সমস্ত ধন দর্শন হয় ॥৮২॥
ইতি মণিপুরচক্রবিবরণ ॥ ৩ ॥

হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি ঠান্তার্ণসংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতং।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতং ॥ ৮৩ ॥

চতুর্থ হৃদয়ে অনাহতচক্র, (ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ) এই দ্বাদশ বর্ণস্বরূপ অতিরিক্ত বর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম, হৃদয় অতি প্রসন্ন স্থান, তত্রস্থ (যং) বায়ুবীজ স্থিতি ॥ ৮৩ ॥

পদ্মস্থং তৎপরং তেজো বাণলিঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ ॥ ৮৪ ॥

ঐ অনাহত পদ্মস্থিত পরম তেজস্বী রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গাধিষ্ঠান সেই বাণলিঙ্গ স্মরণে ইহলোকে ও পরলোকে শুভ ফল লাভ হয় ॥ ৮৪ ॥

সিদ্ধঃ পিনাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা।
এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥ ৮৫॥

অপর পিনাকী নামে তথায় সিদ্ধলিঙ্গ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাকিনী নামে শক্তি আছেন। হৃৎপদ্ম মধ্যে ইহাদিগের ধ্যান যে করে, তাহার নিকট কামার্ত্তা দেবাঙ্গনাগণ নিয়ত ক্ষোভিত হয়॥ ৮৫॥

জ্ঞানঞ্চা প্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ম্ভবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥ ৮৬॥

আর তাহার অতুল্য জ্ঞান জন্মে ও ত্রিকাল বিষয়জ্ঞ হয়। দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন হয়, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারে॥ ৮৬॥

সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়ন্তথা॥ ৮৭॥

দেবগণের ও যোগিনীগণের সন্দর্শন হয়, আর খেচরসিদ্ধ ও খেচরগণ সন্নিধানে জয় লাভ করে॥ ৮৭॥

যোধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কং।
খেচরী ভূচরীসিদ্ধি র্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৮৮॥

যে সাধক নিত্য দ্বিতীয় বাণাখ্য পরম লিঙ্গকে ধ্যান করে, অসংশয় তাহার ভূচরী ও খেচরী উভয় সিদ্ধি লাভ হয়॥ ৮৮॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপয়ন্তি পরন্ত্বিদং॥ ৮৯॥
ইতি অনাহতচক্র বিবরণং॥ ৪॥

এই অনাহত হৃৎপদ্ম ও বাণলিঙ্গ ধ্যানের মাহাত্ম্য কহিতে কেহই শক্ত নহে। ব্রহ্মাদি সকল দেবগণেই এই অনাহত চক্র ধ্যানকে গোপন করিয়া রাখেন॥ ৮৯॥
ইতি অনাহতচক্র বিবরণ॥ ৪॥

কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং।
সুহেমাভং (ধূম্রবর্ণং) স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং।
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোত্র শাকিনী চাধিদেবতা ॥ ৯০ ॥

পঞ্চম কণ্ঠস্থানে ধূম্রবর্ণ, কেহ বা শোভন স্বর্ণবর্ণ পদ্ম স্থিতি বর্ণন করেন, ঐ স্থানের নাম বিশুদ্ধচক্র, (অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ) এই ষোড়শ বর্ণ শোভিত ষোড়শদল পদ্ম। ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধলিঙ্গের এবং শাকিনী শক্তি নামে অধিদেবতার অধিষ্ঠান ॥ ৯০ ॥

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বর পণ্ডিতঃ।
কিন্তুস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥ ৯১ ॥

যে ব্যক্তি এই চক্রের নিত্য ধ্যান করে, সে সুপণ্ডিত যোগীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর এই বিশুদ্ধাখ্য চক্র ধ্যানে তন্মধ্যে সরহস্য চতুর্ব্বেদকে রত্নবৎ স্বপ্রকাশ্য দেখিতে পায় ॥ ৯১ ॥

রহঃস্থানে স্থিতোযোগী যদা ক্রোধবশোভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯২ ॥

তখন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া যদি ঐ যোগী ক্রোধবশগ হয়, তবে সমস্ত ত্রিলোকী-তল কম্প কম্পান্বিত হইতে থাকে, তাহার কোন সংশয় নাই ॥ ৯২ ॥

ইহ স্থানে মনোযস্য দৈবাদযাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য সান্তরে রমতে ধ্রুবং ॥ ৯৩ ॥

এই বিশুদ্ধচক্র কণ্ঠপদ্ম ষোড়শদলে দৈবাৎ মনোলয়৹ যে সাধকের হয়, সেই সাধক সমস্ত বাহ্যবিষয় অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীরাভ্যন্তরেই রমণ করিতে থাকে ॥ ৯৩ ॥

তস্য নক্ষতি মায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥ ৯৪ ॥

সেই সাধকের শরীর বজ্রাপেক্ষাও অতি কঠিন হয়, আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে তাহার শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, বহু সম্বৎসর সানন্দে জীবিত থাকে ॥ ৯৪ ॥

যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি মন্যতে তৎক্ষণং কৃতী ॥ ৯৫ ॥
ইতি বিশুদ্ধচক্রবিবরণং ॥ ৫ ॥

যখন সেই ধ্যান ত্যাগ করে, তখন যোগীন্দ্র পুরুষ এই পৃথিবীতলে বহু সম্বৎসর কালকেও ক্ষণকাল বোধে ক্ষেপ করে, অর্থাৎ তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ॥ ৯৫ ॥
ইতি বিশুদ্ধচক্র বিবরণ ॥ ৫ ॥

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী ॥ ৯৬ ॥

ভ্রুদ্বয় মধ্যে শুক্রবর্ণ দ্বিদলপদ্ম, তাহাকেই আজ্ঞাপুরচক্র বলে, (হ ক্ষ) এই দুই অক্ষর দুই দল। শুক্লনামে মহাকাল তৎস্থানে সিদ্ধলিঙ্গ, তন্ত্রান্তরে তাঁহাকেই অর্দ্ধনারীশ্বর বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। ঐ আজ্ঞাচক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হাকিনী নাম্নী শক্তি ॥ ৯৬ ॥

শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি ॥ ৯৭ ॥

ঐ পদ্ম মধ্যে কর্ণিকারে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শ্বেত বর্ণ (ঠং) চন্দ্রবীজ দীপ্তিমান আছেন। পরমহংস পুরুষ যে বীজ ধ্যানফলে অবসন্ন হয় না ॥ ৯৭ ॥

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু মন্ত্রিণঃ।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥

এতৎ পরম তেজঃস্বরূপ আজ্ঞাচক্রবিষয় সর্ব্ব তন্ত্রেতে গোপন করিয়াছেন। সাধক ব্যক্তিরা যাঁহার চিন্তা করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৯৮ ॥

তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবং ॥ ৯৯ ॥

তুরীয় স্থানে অর্থাৎ শিরোপরি সহস্রদলে যে তৃতীয় লিঙ্গ, সেই লিঙ্গরূপে আমি মুক্তিদায়ক। ধ্যানমাত্রে যোগীন্দ্রপুরুষ নিশ্চিত আমার সমান হয় ॥ ৯৯ ॥

ইড়াহি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোত্র ভাষিতঃ ॥ ১০০ ॥

ইড়া পিঙ্গলা নামে খ্যাতা যে দুই নাড়ী, তাহাদিগকেই বরণা ও অসি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ঐ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে যে স্থান, স্বশরীরে সেই স্থানের নাম বারাণসী, ইহা বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে॥ ১০০॥

এতৎ ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধাঃ প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতং॥ ১০১॥

এই আজ্ঞাপুর ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং পরম তত্ত্ব, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহুশাস্ত্রে বহু প্রকারে উক্ত হইয়াছে॥ ১০১॥

সুষুম্না মেরুণা যাতা ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ।
ততশ্চৈষা পরাবৃত্যা তদাজ্ঞাপদ্ম দক্ষিণে।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে॥ ১০২॥

সুষুম্না নাড়ীই মেরুদণ্ড সহযোগে গমন করিয়াছেন, যে স্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র আছে। অনন্তর সুষুম্নার অপরাবৃত্তি দ্বারা আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণে ইড়া নাড়ী বামনাসাপুটে গমন করিয়াছেন, তাহাকেই গঙ্গা বলিয়া উক্ত করেন॥ ১০২॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎপদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং।
তত্র কন্দে হি যা যোনি স্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণাকারত স্তস্যা সুধা ক্ষরতি সন্ততং।
ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমঃ স্রবতি চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং বহতি ধারা ধারারূপং নিরন্তরং।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ॥ ১০৩॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল পদ্ম সংস্থিত, তাহার মূলে যে যোনি আছে, সেই ত্রিকোণাকার যোনি হইতে নিরন্তর সুধা ক্ষরণ হইতেছে। সেই চন্দ্রসুধা সমান রূপে ইড়ানাড়ী দ্বারা স্রব হয়। স্রোতরূপে সেই অমৃতধারা নিরন্তর বাম নাসাপুটে গমন করিতেছে। একারণ ইড়া নাড়ীকে যোগিগণেরা গঙ্গা বলিয়া কহেন॥ ১০৩॥

আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা॥ ১০৪॥

আজ্ঞাচক্রের দক্ষিণাংশ হইতে বামনাসাপুটে ঐ ইড়া গমন করিয়াছেন,

তাহাকেই উত্তরবাহিনী বলেন। অপরা শাখাও উত্তরে গমন করাতে, তাহার নাম বরণা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

তেতোদ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যান্ত চিন্তয়েৎ।
তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞা কমলান্তরে।
দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ ॥ ১০৫ ॥

অতএব ইড়া পিঙ্গলাদ্বয় নাড়ীর মধ্যস্থানে ইহ শরীরে বারাণসীকে চিন্তা করিবেক। এই ইড়া যে রূপে আসিয়াছেন, সেই রূপ পিঙ্গলা নাড়ীও আজ্ঞা-চক্রের বামাংশ হইতে দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছেন, একারণ আমরা তাহাতে অসি বলিয়া উক্ত করিয়াছি ॥ ১০৫ ॥

মূলাধারে হি যৎপদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতং।
তত্র মধ্যে হি যা যোনি স্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০৬ ॥

মূলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম সংস্থিত, তন্মধ্যে যে যোনি, তাহাতে সূর্য্য সংস্থিতি করেন ॥ ১০৬ ॥

তৎসূর্য্যমণ্ডলাদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততং।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র স্বয়ং যাত্যতিতাপনং ॥ ১০৭ ॥

সেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ধারারূপ বিষজল নিয়ত ক্ষরণ হইতেছে, অতি তাপন সেই বিষ পিঙ্গলাতে স্বয়ং বহিতেছে ॥ ১০৭ ॥

বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরং।
দক্ষনাসাপুটে যাতি কল্পিতেয়ন্তু পূর্ব্ববৎ ॥ ১০৮ ॥

ধারারূপ সেই বিষকে নিরন্তর পিঙ্গলা বহন করিতেছেন, যে রূপ ইড়া বামনাসাতে গমন করিয়াছেন, সেই রূপ পিঙ্গলাও দক্ষিণ নাসাপুটগতা হইয়াছেন ॥১০৮॥

আজ্ঞাপঙ্কজ বামস্যাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০৯ ॥

পিঙ্গলা আজ্ঞাপদ্মের বামদিক হইতে দক্ষিণনাসাপুটে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করাতে, তাঁহাকে অসি বলিয়া খ্যাতা করেন ॥ ১০৯ ॥

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং পত্রং প্রোক্তং মহেশ্বরঃ।
পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ॥ ১১০॥

ইহাকেই আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্ম মহেশ্বর কহিয়াছেন। তদূর্দ্ধে পীঠত্রয় আছে, ইহা তত্ত্বচিন্তক যোগিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সেই বিন্দুনাদ ও শক্তি এই তিন কপালপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়॥ ১১০॥

যঃ করোতি সদাধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতং।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম বিনশ্যেদবিরোধতঃ॥ ১১১॥

যে সাধক নিরন্তর এই সুগোপিত আজ্ঞাচক্র ও দ্বিদল পদ্ম ধ্যান করে, তাহার অবিরোধে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম সকল বিনাশ হইয়া যায়॥ ১১১॥

ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরং।
তদা করোতি প্রতিমা প্রতিজল্পমনর্থবৎ॥ ১১২॥

ইহ শরীরস্থিত যোগী যখন যোগ নির্ভর মানসে নিরন্তর ইহার ধ্যান করে, তখন প্রতিমা পূজা ও জপাদিকে নিরর্থ জল্পনা বলিয়া তাহার জ্ঞান অবশ্যই হয়॥ ১১২॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণ কিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণন্তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগা॥ ১১৩॥

কেন না, যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিন্নর অপ্সরগণেরা তাহার বশীভূত হইয়া সকলেই তাহার চরণ সেবা করে॥ ১১৩॥

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাং।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহং।
অস্মিন্ স্থানে মনোযস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততে চলং।
তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১৪॥

যোগী মরণাদি ভয় নিবারণ ধ্যান করিয়া, বিপরীতগামিনী রসজ্ঞাকে উর্দ্ধ-লম্বিক গর্ত্তে অর্থাৎ তালুমূলে প্রবিষ্টা করিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল যদি মনকে অচল রাখিতে পারে, তবে তাহার তৎক্ষণমাত্রেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়॥ ১১৪॥

যানি যানীহি প্রোক্তানি পঞ্চপদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্‌জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি॥ ১১৫॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চ পদ্মের যে ফল আমি কহিয়াছি, সেই সমস্ত পদ্মের সম্যক্ ফল, এই আজ্ঞাচক্র জ্ঞানে সাধকের লাভ হয়॥ ১১৫॥

যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে॥ ১১৬॥

যে ব্যক্তি আজ্ঞাপদ্মে মন ধারণা নিমিত্ত সর্ব্বদা অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি বাসনাবন্ধকে তিরস্কার করতঃ প্রমোদিত থাকে॥ ১১৬॥

প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎপদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণাং সধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে॥ ১১৭॥

প্রাণ প্রয়াণকালে এতৎ পদ্ম স্মরণ করতঃ যে সাধক প্রাণ পরিত্যাগ করে সেই ধর্ম্মাত্মা সাধক পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়॥ ১১৭॥

তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রন্ যোধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্ম বিকুর্ব্বাণো নহি মজ্জতি কিল্বিষে॥ ১১৮॥

দণ্ডায়মান্ বা গমন করিতে২ অথবা শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে ও জাগ্রদবস্থায় যে কোন সময়ে হউক, যে সাধক সর্ব্বদা ধ্যান করে, পাপকর্ম্ম করিলেও সে সাধক পাপে লিপ্ত হয় না॥ ১১৮॥

যোগী বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বীয়য়া প্রভয়াস্বয়ং।
দ্বিদলধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদিদেবতাশ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তোবিদন্তিতে॥ ১১৯॥

ইতি আজ্ঞাপূরচক্রমাহাত্ম্যং॥ ৬॥

দ্বিদলপদ্ম ধ্যানে যোগী স্বীয় তেজোদ্বারা সমস্ত বন্ধ হইতে পরিমুক্ত হয়। অতএব দ্বিদল পদ্ম ধ্যানের যে কি মাহাত্ম্য তাহা কহিতে পারা যায় না। ব্রহ্মাদি দেবতারা আমার নিকট উপদেশ পাইয়া কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন এই মাত্র॥ ১১৯॥

ইতি আজ্ঞাচক্রমাহাত্ম্য॥ ৬॥

অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনং।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং স বিবরং স্থিতং ॥ ১২০ ॥

অনন্তর ঊর্দ্ধ তালুমূলে সুশোভিত সহস্রদল পদ্ম আছে, যে স্থানে সচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল সংস্থিত হয়॥ ১২০ ॥

তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে।
মূলাধারেণ যোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ী সমাশ্রিতাঃ।
তাবীজভূতাতত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গপ্রদায়িকাঃ ॥ ১২১ ॥

তালুমূলে সুষুম্নার মুখ, মূলাধার অবধি যোনি স্থান পর্য্যন্ত আর সমস্ত নাড়ী অধোমুখা হইয়া সুষুম্নাকে সমাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেই সকল নাড়ী ব্রহ্মপথ-প্রদায়িনী তত্ত্বজ্ঞানের বীজভূতা হয়॥ ১২১ ॥

তালুস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরাহিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখীমতা ॥ ১২২ ॥

পূর্ব্বে তালুমূলে সহস্রদল পদ্ম যে উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলে অধোমুখ ত্রিকোণাকার এক যন্ত্র আছে॥ ১২২ ॥

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং ॥ ১২৩ ॥

তাহার মধ্যেই সচ্ছিদ্র সুষুম্না নাড়ীর মূল, তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বলে এবং তাহারই মূলাধার পদ্ম সংজ্ঞা হয়॥ ১২৩ ॥

ততস্তদ্রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্না কুণ্ডলী সদা।
সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রাস্যাম্মম বল্লভে।
তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা ॥ ১২৪ ॥

সেই সুষুম্নার রন্ধ্রে তৎশক্তি কুণ্ডলিনী সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করেন। হে মম বল্লভে! সুষুম্নাতে চিত্রা নামে শক্তি আছে, আমার মতে সেই চিত্রাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কল্পনা করা হয়॥ ১২৪ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষোভবেৎ ॥ ১২৫ ॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রেই ব্রহ্মজ্ঞানাদি ক্ষমতা জন্মে, ও সমস্ত পাপের পরিক্ষয় হয়, আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১২৫ ॥

প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র নবহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১২৬ ॥

প্রবেশিত এবং প্রচলিত অঙ্গুষ্ঠকে স্বমুখে নিবিষ্ট করিবে, তদ্দ্বারা দেহচারী বায়ু স্থির থাকিবে ॥ ১২৬ ॥

তেন সংসারচক্রেস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা।
তদর্থ যে প্রবর্ত্তন্তে যোগী ন প্রাণধারণে।
তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনং।
ইয়ং কুণ্ডলিনীশক্তিরন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১২৭ ॥

সেই কারণ ইহ সংসারচক্রে জীবের সর্ব্বদা ভ্রমণ হয়, তন্নিমিত্ত যোগী প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত কেবল প্রবর্ত্তিত নহে, তদভ্যাসে সমস্ত নাড়ী অষ্টপ্রকার বন্ধনে বিরুদ্ধা হয়, অর্থাৎ কামক্রোধাদি অষ্ট দোষে আবদ্ধ হয় না, সেই সকল নাড়ী সরলা হইলে, এই কুণ্ডলিনী শক্তি চৈতন্যবিশিষ্টা হইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রকে ত্যাগ করতঃ মুক্তিপথ প্রদর্শন করান্, তাহার অন্যথা নাই ॥ ১২৭ ॥

যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধানিলা স্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলীন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ১২৮॥

যখন সম্পূর্ণ সকল নাড়ীতে বায়ু সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়, তখন ব্রহ্মরন্ধ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া যায় ॥ ১২৮ ॥

সুষুম্নায়াং স দৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ।
মূলপদ্মাস্থিতা যোনি র্ব্বামদক্ষিণকোণতঃ।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১২৯ ॥

তখন সুষুম্নাতেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ু বহিতে থাকে। মূলাধারপদ্মস্থিত যোনিমণ্ডল, তাহার দক্ষিণ ও বামকোণে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী, যোনিমধ্যকোণ হইতে সুষুম্নার গতি হয়॥ ১২৯॥

ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তত্রৈব সুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ॥ ১৩০॥

সেই আধারমণ্ডলে সুষুম্নাছিদ্রই ব্রহ্মরন্ধ্র হয়, ইহাকে যে জানে সেই যোগী, সেই বিচক্ষণ, সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ১৩০॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমস্যাদসংশয়ঃ।
যস্মিন্ স্নানে স্নাতকানাং মুক্তিস্যাদবিরোধতঃ॥ ১৩১॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে নিঃসংশয় ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার সঙ্গম, সেই সঙ্গম স্থানকেই প্রয়াগ বলে। যে স্থানে স্নান করিলে স্নাতকদিগের অবিরোধেতে মুক্তি হয়॥১৩১॥

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাগতিং॥ ১৩২॥

গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয়ের মধ্যে সরস্বতী নদী বহিতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গমে স্নান করিলে জীবমাত্রেই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ইহ দেহ ধারণের সফলতা হয়॥ ১৩২॥

ইড়া গঙ্গাপুরাপ্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যাসরস্বতীপ্রোক্তা তাসাং সঙ্গোতিদুর্ল্লভঃ॥ ১৩৩॥

ইড়া নাড়ীকে গঙ্গা ও পিঙ্গলাকে যমুনা বলিয়া পূর্ব্বে উক্তি করা গিয়াছে, তন্মধ্যগামিনী সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী নামে উক্তা, তাহারদিগের সঙ্গম অতি দুর্লভ॥ ১৩৩॥

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্মসনাতনং॥ ১৩৪॥

ইড়া পিঙ্গলা সঙ্গমে যে সাধক মানস স্নানের সমাচরণ করে, সেই সাধক সর্ব্বপাপে পরিমুক্ত হইয়া, সনাতন পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১৩৪॥

ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্মসমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৃন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিং॥ ১৩৫॥

ত্রিবেণী সঙ্গমে যে ব্যক্তি পিতৃকর্ম্ম সমাচরণ করে, সেই জীব সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া, আপনি স্বয়ং পরমাগতি প্রাপ্ত হয়॥ ১৩৫॥

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩৬॥

নিত্য কি নৈমিত্তিক অথবা কাম্যকর্ম্মাদি যে ব্যক্তি প্রত্যহ তৎসঙ্গমে সমাচর করে, কিম্বা মনদ্বারা চিন্তা করিলেও সেই ব্যক্তি অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়॥ ১৩৬॥

সকৃদ্যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধান্ পাপানশেষান্বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ং॥ ১৩৭॥

একবার যে স্বয়ং শুদ্ধমতি যোগী ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে, সেই যোগী অশে পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া, স্বর্গীয় সুখভোগ করিতে থাকে॥ ১৩৭॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাঙ্গতোপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা॥ ১৩৮॥

অপবিত্র বা পবিত্র কি সর্ব্বাবস্থগত ব্যক্তি ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানমাত্রেই পবি হয়, ইহার অন্যথা নাই॥ ১৩৮॥

মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে সদা।
বিচিন্ত্য য স্ত্যজেৎ প্রাণান্ সঃ তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১৩৯।

মৃত্যুকালে ত্রিবেণীসলিলে আপ্লুত দেহ যদি ইহা চিন্তা করিয়া প্রাণ পরিত্যা করে। তবে সেই জীব তৎক্ষণমাত্রেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়॥ ১৩৯॥

নাতঃপরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং স প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন॥ ১৪০॥

ত্রিলোক মধ্যে ইহার পর গুহ্যতর তীর্থ আর নাই। অতএব সমস্ত প্রকা যত্নদ্বারা গোপন করিবে, কদাচ প্রকাশ করিয়া কহিবে না॥ ১৪০॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনোদত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ১৪১ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনঃ অর্পণ করতঃ ক্ষণার্দ্ধকাল যদি স্থির থাকে। তবে সেই সাধক সর্ব্বপাপে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমা গতিকে লাভ করে ॥ ১৪১ ॥

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অনিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৪২ ॥

ঐ ব্রহ্মরন্ধ্রেতে যাহার মন লীন হয়, সেই পুরুষোত্তম যোগী, ইহলোকে স্বীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিমাদি গুণভোগ করতঃ দেহাবসানে আমাতে লয় পায় ॥ ১৪২ ॥

এতদ্রন্ধ্রজ্ঞানমাত্রেণ মত্যঃ সংসারেস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ। পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়েত্যদ্ভুতং বৈ ॥ ১৪৩ ॥

এই ব্রহ্মরন্ধ্র জ্ঞানমাত্র জীব ইহসংসারে আমার অত্যন্ত বল্লভ হয়, এবং পাপ সমূহকে জয় করিয়া, মুক্তিপথের অধিকারী হয়। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানপ্রদানে অনেক জীবকেও উদ্ধার করে ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈরগম্যং যোগিবল্লভং।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতং ॥ ১৪৪ ॥

এই জ্ঞান যোগিদিগের বল্লভ, ইহার পথ ব্রহ্মাদি দেবগণের অগম্য, অতএব আমা কর্ত্তৃক উক্ত এই ব্রহ্মরন্ধ্রজ্ঞান অতি প্রযত্ন দ্বারা সুগোপনীয় হয় ॥ ১৪৪ ॥

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্র স্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ১৪৫ ॥

আমাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সহস্রদল পদ্মমধ্যে যে যোনিমণ্ডল, সেই যোনিমণ্ডলের অধোবর্ত্তিত চন্দ্রমণ্ডল, সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান যোগিগণেরা সর্ব্বদাই করেন ॥ ১৪৫ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ॥ ১৪৬॥

যাঁহার স্মরণমাত্রেই যোগীন্দ্র পুরুষেরা পৃথিবীতলে সকলের পূজ্য হন, এবং দেবলোক ও সিদ্ধলোকদিগের সম্মত পুরুষ হন, অর্থাৎ সমতুল্য হন॥ ১৪৬॥

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধ মহোদধিং।
তত্র স্থিতা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥ ১৪৭॥

শিরঃস্থিত তালুকুহরে দুগ্ধসমুদ্রকে ধ্যান করিবে। সেই স্থানে স্থিত হইয়া সহস্রদল পদ্মমধ্যে সোমরূপ চন্দ্রকে চিন্তা করিবে॥ ১৪৭॥

শিরঃকপালে বিবরে দ্বিরষ্টকলয়াযুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং।
নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥ ১৪৮॥

মস্তক কপালের মধ্যবিবরে ষোড়শকলাযুক্ত এবং পীযূষ কিরণ হংসাখ্য নিরঞ্জনকে ধ্যান করিবে। নিরন্তর অভ্যাস করিলে তিন দিনের পর তাঁহার দর্শন হয়। দর্শনমাত্রেই সাধক সমস্ত পাপকে দহন করে॥ ১৪৮॥

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকং॥ ১৪৯॥

অনাগত বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, নিশ্চিতরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলে পঞ্চ মহাপাতককে ভস্মসাৎ করে॥ ১৪৯॥

আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
উপসর্গাঃ সমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ।
খেচরী ভূচরী সিদ্ধি র্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ।
ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মমতুল্যা ভবেদ্ধ্রুবং।
যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং॥ ১৫০॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্রবর্ণনং॥ ৬॥

সমস্ত বিরুদ্ধ গ্রহেরা অনুকূল হন, সমস্ত উপদ্রবের বিনাশ হয়, সমস্ত উপসর্গ সমতা হয় ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়, খেচরী ও ভূচরী সিদ্ধ হয়, শিরঃস্থিত চন্দ্র দর্শনেতে ও ধ্যানেতে উক্ত সকল বিঘ্নের শান্তি হয়, তাহার আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বদাই অভ্যাসযোগে যে সিদ্ধ হয়, তাহার অন্যথা নাই। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, নিশ্চিত সেই সাধক আমার তুল্য হয়। অভিরত যোগে যোগিদিগের এই যোগশাস্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয়॥ ১৫০॥

ইতি আজ্ঞাপুরচক্র বর্ণন॥ ৬॥

অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদং॥ ১৫১॥

অনন্তর তালুমূলের ঊর্দ্ধভাগে দিব্যরূপ সহস্রদল পদ্ম, সেই সহস্রদলপদ্ম মুক্তিপ্রদ, ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বাহিরে অবস্থিত হয়॥ ১৫১॥

(কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৫২॥)

সেই সহস্রদল পদ্মেরই নাম কৈলাস, সেই কৈলাসাখ্য স্থান যাহাতে মহেশ্বরের নিত্য অধিষ্ঠান। যিনি মহেশ্বরাখ্য পরম শিব, তাঁহাকেই নকুল বলে, তিনি নিত্যবিলাসী, তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই॥ ১৫২॥

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো
নৈব ভূয়ঃ। ভূতগ্রাম্যং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ কর্ত্তুং হর্ত্তুং
স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রাঃ॥ ১৫৩॥

সেই স্থানের জ্ঞানমাত্রে জীব সকলের ইহসংসারে পুনর্জ্জন্ম হয় না। নিরন্তর ঐ জ্ঞানাভ্যাসযোগেতে সাধকের এই বিশ্বসর্জ্জন সংহারণাদি সমস্ত ক্ষমা জন্মে॥ ১৫৩।

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরথঃ কৃতাধিরায়ুশ্চিরং জীবতিমৃত্যু
মুক্তঃ ॥ ১৫৪ ॥

কৈলাসাখ্য পরমহংস নিবাসরূপ সহস্রদল পদ্মে নিবিষ্ট চিত্ত যে যোগীর হয়, তাহার আধিব্যাধি নিধনাদি হয় না, অর্থাৎ মৃত্যুপাশে বিমুক্ত ও চিরায়ু দীর্ঘজীবী হয় ॥ ১৫৪ ॥

চিত্তবৃত্তি র্যদা লীনঃ কুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধি সাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ ১৫৫ ॥

যে সাধকের কুলাখ্য পরমেশ্বরে যখন চিত্তবৃত্তি বিলীন হয়। তখন সমাধি সাম্য সেই যোগিপুরুষ নিশ্চল চিত্ততাকে লাভ করে ॥ ১৫৫ ॥

নিরন্তরকৃত ধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ॥ ১৫৬ ॥

নিরন্তর ধ্যান করণে এই জগৎ বিস্মরণ হয়, এবং বিচিত্র সামর্থ জন্মে ॥ ১৫৬ ॥

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্যোগী নিরন্তরং।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং বিধায় স কুলং জিত্বা সরোরুহে।
অত্র কুণ্ডলিনীশক্তি র্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি র্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ১৫৭ ॥

সেই সহস্রদলপদ্ম হইতে বিগলিত পীযূষ রস যে যোগী নিরন্তর পান করে, সেই যোগী আপনার মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করতঃ কুলজয় করিয়া চিরজীবী হয়। ঐ সহস্রদল কমলে কুলরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির লয় হয়। কুণ্ডলিনীর লয়ে চতুর্ব্বিধা সৃষ্টিও পরমাত্মাতে লয় পায় ॥ ১৫৭ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্যবিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ ॥ ১৫৮ ॥

যে সহস্রদলকে জানিলে বিষয়প্রাপ্ত হইলেও চিত্তবৃত্তির বিলয় হয়, সেই সহস্র দল কমল পরিজ্ঞানার্থ নিরপেক্ষক রূপে যোগিজনে পরিশ্রম করেন ॥ ১৫৮ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্ধ্রুবং।
তদা বিজ্ঞায়তে খণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ ॥ ১৫৯ ॥

সেই সহস্রদলে যোগিদিগের চিত্তবৃত্তি যখন নিশ্চিত বিলীন হয়, তখন অখণ্ড জ্ঞানরূপী নিরঞ্জন পরমাত্মার স্বরূপতা লাভ করিয়া সমস্ত বিষয়ে জয়যুক্ত হয় ॥১৫৯।

ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতং।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রতীক সংচিন্তা করতঃ তাহাতে চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া, অবিরোধে মহৎশূন্যকে চিন্তা করিবে ॥ ১৬০ ॥

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভং।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬১ ॥

আদ্য অন্ত মধ্যশূন্য, এই ত্রিশূন্য শূন্যরূপ কোটি সূর্য্যের সমান প্রভাযুক্ত। চন্দ্রকোটিতুল্য সুপ্রসন্ন প্রকাশ, তাহাকে অভ্যাস করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হয় ॥ ১৬১ ॥

এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধি র্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

যে সাধক দিন দিন অনালস্য এতৎ শূন্যধ্যান সর্ব্বদা করে, তাহার এক বৎসর মধ্যেই সকল সিদ্ধি লাভ হয়, ইহার সংশয় নাই ॥ ১৬২ ॥

ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনোযস্য ভবেদ্ধ্রুবং।
সএব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ১৬৩ ॥

ক্ষণার্দ্ধকাল যাহার মন শূন্যধ্যানে নিশ্চল হয়, সেই যোগী, সেই সাধু, সেই ভক্ত, সর্ব্বলোকে সেই সাধক পূজিত হয় ॥ ১৬৩ ॥

তস্য কল্মষসংঘাত স্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৪ ॥

তাহার তৎক্ষণ মাত্রেই সমস্ত পাতকের বিনাশ হয় ॥ ১৬৪ ॥

যং দৃষ্ট্বা ন প্রবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ ১৬৫ ॥

যাহাকে দর্শন করিলে মৃত্যুরূপ সংসারপথে প্রবৃত্ত হয় না। প্রযত্ন পূর্ব্বক স্বাধিষ্ঠানমার্গে তাহাকে অভ্যাস করিবে ॥ ১৬৫ ॥

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতং ॥ ১৬৬ ॥

এই সহস্রার পদ্মে শূন্য ধ্যানের মাহাত্ম্য সম্যক্ কহিতে আমি শক্ত নহি যে ব্যক্তি সাধনা করে, সেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধনা করিলে সাধক মৎ-সম তুল্য হয় ॥ ১৬৬ ॥

ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রে ক্ষণসম্ভবং ।
অনিমাদি গুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

শূন্য দর্শন জন্য বিচিত্র ফলসাধক ধ্যানেতেই জানিতে পারে, অর্থাৎ সাধক অসংশয় অনিমাদি গুণযুক্ত হয় ॥ ১৬৭ ॥

রাজযোগো ময়া খ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ।
রাজাধিরাজযোগোয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি রাজযোগ কথনং ।

এই রাজযোগ আমাকর্ত্তৃক খ্যাত হইল, ইহা সর্ব্ব তন্ত্রেতেই গুপ্ত আছে, অধুনা রাজাধিরাজযোগ বিস্তার করিয়া কহিতেছি ইহা শ্রবণ করহ ॥ ১৬৮ ॥

ইতি রাজযোগ কথন ।

স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে ।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৬৯ ॥

জীবজন্তুরহিত সুন্দর মঠ নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে স্বস্তিকাসনোপবিষ্ট হইয়া যত্নপূর্ব্বক গুরুপূজা করিয়া এই ধ্যান করিবে ॥ ১৬৯ ॥

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৭০ ॥

বেদান্তশাস্ত্রযুক্তির অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্মা স্বরূপ জীবকে নিরালম্ব জানিয়া মনকে নিরাবলম্ব করতঃ চিন্তা করিবে, এবং সুধী সাধক এতদ্ব্যতীত কিঞ্চিৎ মাত্রও সাধনা করিবে না ॥ ১৭০ ॥

এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধিঃ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা পূর্ণরূপং স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ১৭১ ॥

নিঃসংশয় এই ধ্যানফলে মহাসিদ্ধি হয়, ও মনকে বৃত্তিহীন করতঃ আপনি স্বয়ং পরিপূর্ণ আত্মারূপ হয় ॥ ১৭১ ॥

সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে ॥ ১৭২ ॥

যে সাধক এইরূপ সতত সাধনা করে, সে যোগী অবশ্যই বিগতস্পৃহ হয়। সে ব্যক্তি আর অহং ইত্যাদি নাম ব্যাহরণ করে না। যেহেতু জগৎকে আত্মারূপ দেখে অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে এই জগৎ আত্মারূপে বিদ্যমান হন ॥ ১৭২ ॥

কোবন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

বন্ধই বা কি, মোক্ষই বা কার হয়, ইহার বিবেচনা থাকে না। সেই সাধক সর্ব্বদা এক আত্মারূপ দর্শন করে। যে ব্যক্তি নিত্য এইরূপ যোগের অনুষ্ঠান করে, সেই সাধক জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৭৩ ॥

সএব যোগী সদ্ভক্তঃ সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
অহং ত্বমেতদুভয়ং ত্যক্ত্বা খণ্ডং বিচিন্তয়েৎ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে।
তদ্বীজমাশ্রয়েদ্যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৪ ॥

সেই যোগী সর্ব্বলোক পূজিত, সেই সদ্ভক্ত। যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য রূপ আপনাকে দেখিয়া জল্পনা করে, আমি তুমি এতদুভয় বাক্য পরিত্যাগ করতঃ অখণ্ডরূপ চিন্তা করে, অধ্যারোপ ও অপবাদ এতদুভয়ই যাহাতে বিলয় হইয়া যায়। সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত যোগী বীজস্বরূপ সেই এক জ্ঞানেরই আশ্রয় করে ॥ ১৭৪ ॥

অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা প্রমাকুলাং।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ ॥ ১৭৫ ॥

প্রমাণস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ অপরোক্ষ পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করতঃ মূঢ় ব্যক্তিরা পরোক্ষাপরোক্ষ বিচার করিয়া ভ্রাম্যমাণ হয় ॥ ১৭৫ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে ॥ ১৭৬ ॥

চরাচর এই বিশ্বকে পরোক্ষ করতঃ অপরোক্ষ পরব্রহ্মকে যে মূঢ় ত্যাগ করে, সে মূঢ় বিশ্বেতেই লীন হয়, অর্থাৎ তাহার যাতায়াতের নিবারণ হয় না ॥ ১৭৬॥

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৭ ॥

সর্ব্বদা সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া যোগিপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যাস করিবে, অর্থাৎ যাহাতে অজ্ঞানোৎপত্তি না হয় ॥ ১৭৭ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৭৮ ॥

বিচক্ষণ সাধক বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযম করতঃ সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত বিষয়ে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে ॥ ১৭৮ ॥

এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে।
শ্রোতুং বুদ্ধি সমর্থার্থং নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরিঃ।
তদভ্যাসবশাদেকং স্বতোজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥ ১৭৯॥

এইরূপ অভ্যাস নিত্য করিলে সাধকের স্বয়ং জ্ঞান প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গুরু-বাক্য সেই পর্য্যন্ত নিবর্ত্ত হইয়া যায়। যখন সমস্ত ইতরালাপ শ্রবণ বিষয়ে নিবৃত্ত হয়, তখন ঐ যোগাভ্যাসবশে স্বয়ং এক অদ্বৈত জ্ঞানপ্রবর্ত্ত হয়॥ ১৭৯॥

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদলনং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবং॥ ১৮০॥

যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্ত হইয়াছে, সেই নির্ম্মল জ্ঞানযোগ সাধনবলে স্বয়ং প্রকাশ পায়॥ ১৮০॥

হটং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হটঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হটে সদ্গুরুমার্গতঃ॥ ১৮১॥

এই রাজযোগ শ্রবণরসায়ন, কিন্তু হঠাৎ ইহার অভ্যাস করা হয় না। সহসা এরূপ অবস্থানুসারে চলিতে হইলে যথেষ্টাচারী হয়। তন্নিমিত্ত উপদেশ করিতে-ছেন। হটযোগ ব্যতীত রাজযোগ সিদ্ধি হয় না, বিনা হটযোগেও রাজযোগ স্থির থাকে না, একারণ যোগিপুরুষেরা সদ্গুরূপদেশতঃ যোগপথারূঢ় হইয়া হটযোগে প্রবৃত্ত হয়॥ ১৮১॥

স্থিতে দেহে জীবতি চ যোধুনান্ ম্রিয়তে ভৃশং।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ॥ ১৮২॥

দেহসত্ত্বে জীবিত থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগাশ্রয় না করে, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ার্থ উপভো-গেতেই সে জীবিতমাত্র থাকে, ইহার সংশয় নাই॥ ১৮২॥

অভ্যাসপাকপর্য্যন্তং মিতান্নং স্মরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহন॥ ১৮৩॥

অভ্যাসকাল অবধি পর্য্যবসানকাল পর্য্যন্ত পরিমিতাহার করিবে। যদিও সাধক বুদ্ধিমান হয়, তথাপি ইহার অন্যথাচরণে সাধনায় পারদর্শী হইতে পারে না॥১৮৩॥

অতীব সাধুসংলাপো বদে সংসদিবুদ্ধিমান্ ।
করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ ।
ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গং সর্ব্বথা ত্যজতে ভৃশং ।
অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতং ।। ১৮৪ ।।

বুদ্ধিমান সাধক সভাতে সাধু আলাপ মাত্র করেন এবং পিণ্ডরক্ষার্থ যথা কথঞ্চিৎ অন্নাহরণও করেন, কিন্তু বহ্বালাপ বর্জ্জিত হন। সর্ব্বদা সর্ব্বতঃ প্রকারে জনসঙ্গবর্জ্জিত হইবে, ইহার অন্যথাচরণে কথনই মুক্তি লাভ হয় না, এই আমার বাক্য সত্য বলিয়া জানিহ ।। ১৮৪ ।।

গুহ্যৈব ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে ।
ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ ।
স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বতে কর্ম্মসম্ভবাঃ ।
নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন ।। ১৮৫ ।।

সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে যোগাভ্যাস করিবে, সংসারিব্যক্তি সংসারের অনুরাগানুসারে ব্যবহারার্থ কদাচিৎ জনসঙ্গও করিবে, কিন্তু গাঢ়ানুরাগী হইবে না। এবং স্বাশ্রমোক্ত কর্ম্মেতেও বৈমুখ হইবে না, যেহেতু জ্ঞানাদি সকল কর্ম্ম সম্ভব হয়। অতএব ফলাভিসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমিত্তমাত্র কর্ম্ম করণে কদাচ দোষোৎপত্তি হয় না ।। ১৮৫ ।।

এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ ।
তদা সিদ্ধি মবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।। ১৮৬ ।।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সুবুদ্ধি যোগে গৃহস্থও যদি যোগাচরণ করে, তবে সে ব্যক্তিরও সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার বিচার নাই ।। ১৮৬ ।।

পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ ।
যোভবেৎ স বিমুক্তস্যাদ্‌গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী ।
পাপপুণ্যৈর্ন লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী ।
কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে ।। ১৮৭ ।।

পাপপুণ্যেতে নির্লিপ্ত ইন্দ্রিয়সঙ্গ পরিত্যাগী যে সাধক হয়, সেই গৃহী-সাধক, গৃহে থাকিয়াও পরিমুক্ত হয়। সর্ব্বদা যোগযুক্ত গৃহী পাপেতে কি পুণ্যতে কদাচ লিপ্ত হয় না, লোক সংগ্রহার্থ পাপ করিলেও সে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমং।
ঐহিকামুষ্মিকসুখং যেন স্যাদবিরোধতঃ ॥ ১৮৮ ॥

ইদানীং মন্ত্রসাধনোত্তম কহিতেছি, যে সাধনায় অবিরোধে ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখলাভ হয় ॥ ১৮৮ ॥

যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসুখপ্রদা ॥ ১৮৯ ॥

এই মন্ত্র শ্রেষ্ঠের পরিজ্ঞানে নিশ্চিত যোগসিদ্ধি হয়। যোগদ্বারা সেই সিদ্ধি, সাধকেন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদায়িনী হন ॥ ১৮৯ ॥

মূলাধারেঽস্তি যৎপদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতং।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভং ॥ ১৯০ ॥

মূলাধার চক্রে চতুর্দ্দল বিশিষ্ট যে পদ্ম, তাহার কর্ণিকার মধ্যে তড়িতের ন্যায় প্রভাযুক্ত বাগ্বীজ দেদীপ্যমান আছে ॥ ১৯০ ॥

হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধূক কুসুমপ্রভং।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভং।
বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ১৯১ ॥

বন্ধূক পুষ্প সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ বিদ্যমান আছে, আজ্ঞাচক্র দ্ব্যদল মধ্যে কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত শক্তিবীজের স্থিতি। এই বীজত্রয় অতি গোপনীয়, ভোগমোক্ষ উভয় ফলপ্রদ হন, অর্থাৎ ইহার নাম ত্রিপুরাবীজ, এই মন্ত্রত্রয় সিদ্ধি সাধক যোগিব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাস করিবে ॥ ১৯১ ॥

এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতং।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ ॥ ১৯২ ॥

গুরুর নিকট এই মন্ত্রত্রয় লাভ করতঃ অক্রুত অবিলম্বে অক্ষরে অক্ষরে সন্ধান জানিয়া নিঃসন্দেহ মনে জপ করিবে॥ ১৯২॥

তদ্গতশ্চৈকচিত্তস্থ শাখোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতোলক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ॥ ১৯৩॥

সুধী সাধক ত্রিপুরাগত একচিত্ত হইয়া সবেদশাখোক্ত বিধি দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে লক্ষত্রয় জপও এক লক্ষ হোম করিবে॥ ১৯৩॥

করবারপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতং।
কুণ্ডযোন্যাকৃতং ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ॥ ১৯৪॥

বুদ্ধিমান সাধক জপান্তে ত্রিকোণাকার কুণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ গুড়, দুগ্ধ, ঘৃত সংযুক্ত করবীর পুষ্পে হোম করিবে॥ ১৯৪॥

অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবাকৃতাভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী॥ ১৯৫॥

এই ধীমান্ সাধক এতদনুষ্ঠান করিলে পর পূর্ব্বারাধিতা ত্রিপুরভৈরবী প্রসন্না হইয়া, সাধকের সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন॥ ১৯৫॥

গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমং।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধতি॥ ১৯৬॥

গুরুকে সন্তোষ করতঃ বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রশ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া এই বিধিদ্বারা সাধনা করিলে মন্দভাগ্য হইলেও সাধক সিদ্ধিলাভ করে॥ ১৯৬॥

লক্ষমেকং জপেদযস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দর্শনাত্তস্থ ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ।
পতন্তী সাধকাস্থাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ॥ ১৯৭॥

যে সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক লক্ষ জপ করে, সেই সাধকের দর্শন মাত্রেই যুবতীগণে ক্ষোভ পায়, এবং মদনাতুরা ভয়বর্জ্জিতা নির্লজ্জা হইয়া সাধকের সম্মুখে আপতিতা হয়॥ ১৯৭॥

জপ্তেন চেদ্দ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্বিষয়ে স্থিতাঃ।
আগচ্ছন্তি যথা তীর্থং বিমুক্ত কুলবিগ্রহাঃ।
দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ॥ ১৯৮॥

দ্বিলক্ষ জপ দ্বারা কামিনাগণে সহসা সাধকের নিকট আগমন করে, যেমন হানেতে কুল শীল ভয় লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাগতা হয়, এবং সাধকের নিকট বশীভূতা থাকিয়া, আপনাদিগের সমস্ত বিষয় প্রদান করে॥ ১৯৮॥

ত্রিভির্লক্ষৈ স্তথা জপ্তৈর্ম্মণ্ডলীকং সমণ্ডলং।
বশমায়াতি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১৯৯॥

তিন লক্ষ জপ দ্বারা সমণ্ডল মণ্ডলেশ্বরগণ সাধকের বশীভূত হয়, তাহাতে কোন বিচার নাই॥ ১৯৯॥

ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপাল স এব বলবাহনঃ॥ ২০০॥

ছয় লক্ষ জপ দ্বারা সাধক বলবাহনযুক্ত সমস্ত পৃথিবী প্রতিপালক হয়॥ ২০০॥

লক্ষৈ র্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥ ২০১॥

দ্বাদশ লক্ষ জপ দ্বারা যক্ষ রাক্ষস নাগগণেরা সাধকের বশীভূত হইয়া অনিশ তাঁহার আজ্ঞা বহন করে॥ ২০১॥

ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাপ্সরসোগণাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥ ২০২॥

পঞ্চদশ লক্ষ জপ দ্বারা সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণেরা সাধকের বশীভূত হয়, ইহাতে কোন বিচার নাই। হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানসম্পন্ন হয়, এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে॥ ২০২॥

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ।
উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে।
ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীং ॥ ২০৩ ॥

অষ্টাদশ লক্ষ জপ দ্বারা সাধক এই শরীরে পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধস্থায়ী হইয়া, দেবদেহ ধারণ করতঃ স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বলোকে গমন করিতে পারে এবং পৃথিবীকেও সছিদ্রা দর্শন করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে শক্তিমান হয় ॥ ২০৩ ॥

অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ।
ত্রিংশল্লক্ষৈ স্তথা জপ্তে ব্রহ্মবিষ্ণুসমোভবেৎ।
রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈ রময়িত্বমশীতিভিঃ।
কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে।
সাধকস্তু ভবেদ্যোগী ত্রৈলোক্যে সোতিদুর্লভঃ ॥ ২০৪ ॥

অষ্টাবিংশতি লক্ষ জপ দ্বারা মহাবলযুক্ত কামরূপী হইয়া ধীমান্ সাধক বিদ্যাধরদিগের রাজা হয়। ত্রিংশল্লক্ষ জপ দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণুর সমান হয়। ষষ্টি লক্ষ জপে রুদ্রত্ব হয়। আশী লক্ষ জপে সর্ব্বরঞ্জকত্ব জন্মে। এক কোটি জপে মহাযোগী হইয়া পরমপদে লয় পায়। যাবৎ দেহ ধারণ করে, তাবৎ যোগী জীবন্মুক্ত ত্রৈলোক্য বিচরণ করে, এবং ত্রৈলোক্যে অতি দুর্লভ হয় ॥ ২০৪ ॥

ত্রিপুরে ত্রিপুরন্তেকং শিবং পরমকারণং।
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয় মনাময়ং।
লভতেসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভিপ্সিতং ॥ ২০৫ ॥

হে ত্রিপুরে! ত্রিপুরসংজ্ঞক শিবই পরম কারণ, তৎ শিবপদই অক্ষয়, অপ্রমেয়, অনাময়, শান্ত, যোগিদিগের বাঞ্ছিত, বুদ্ধিমান ত্রিপুরা সাধক জনে সেই শিবপদই লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০৫ ॥

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তাঞ্চাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতোবুধৈঃ॥ ২০৬॥

হে মহেশ্বরি! সর্ব্বাগ্রে গোপনীয়া এই মহাবিদ্যা ইহারই নাম শিববিদ্যা, মদ্ভাষিত এই শাস্ত্র, এই হেতু পণ্ডিতদিগের দ্বারা গোপনীয় হইয়াছে॥ ২০৬॥

হটবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্ব্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা॥ ২০৭॥

সিদ্ধীচ্ছু যোগিদিগের এই হটযোগ অত্যন্ত গোপনীয়, এই হটবিদ্যা গুপ্তা হইলেই বীর্য্যবতী হন, প্রকাশে বীর্য্যহীনা হয়েন॥ ২০৭॥

য ইদং পঠতে নিত্য মাদ্যোপান্ত বিচক্ষণঃ।
যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ।
স মোক্ষলভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ॥ ২০৮॥

যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই শিবসংহিতা গ্রন্থ আদ্য অন্ত নিত্য পাঠ করে, তাহার ক্রমে যোগসিদ্ধি হয়, ইহার সংশয় নাই, এবং যে বুদ্ধিমান্ এতৎ গ্রন্থের নিত্য পূজা করে, তাহার অন্তে মোক্ষ লাভ হয়॥ ২০৮॥

মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্য সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিস্যাদক্রিয়স্য কথম্ভবেৎ॥ ২০৯॥

মোক্ষার্থী সাধু সকলকে এই মহাবিদ্যা শ্রবণ করাইবে। ক্রিয়াযুক্ত ব্যক্তিরই সিদ্ধি হয়। অক্রিয়াবানের কদাচ সিদ্ধি হয় না॥ ২০৯॥

তস্মাৎ ক্রিয়াবিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ।
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসঙ্গকঃ।
গৃহস্থঃ সকলাশেষো মুক্তঃ স্যাদ্যোগসাধনে॥ ২১০॥

একারণ যথোক্ত ক্রিয়াবিধান দ্বারা যোগীন্দ্রদিগের ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যদৃচ্ছা-লাভে সন্তুষ্টি যাহার হয়, এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সঙ্গ রহিত হয়, গৃহস্থ অথচ গৃহস্থো-চিত কর্ম্মে অনাসক্ত, সেই সাধকই যোগসাধনেতে মুক্ত হয়॥ ২১০॥

গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী ॥ ২১১ ॥

যোগক্রিয়াদি যুক্ত সমস্ত বিষয়সম্পন্ন হইলেও জপদ্বারা গৃহস্থদিগের সিদ্ধি হয়। একারণ গৃহী লোকেও যোগসাধনে যত্ন করেন ॥ ২১১ ॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণো সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে যোগমার্গে। সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ ক্রীড়েৎ সোবৈ সম্মতং সাধয়িত্বা ॥ ২১২ ॥

ইতীশ্বরবিরচিতায়াং শিবসংহিতা সমাপ্তা।

পুত্রদারাদিসম্পন্ন গৃহে থাকিয়াও অন্তরে তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করতঃ যোগপথে প্রবৃত্ত হয়। সেই গৃহী পশ্চাৎ আপন সিদ্ধির চিহ্ন দর্শন করে। অস্মন্মতে সাধনা করিয়া সেই সাধক সর্ব্বদা ক্রীড়িত হয় ॥ ২১২ ॥

ইতি শিবসংহিতা সমাপ্তা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং ॥
একং নিত্যং বিমল চ মলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥

কলিকাতা নং ৯৯ আহীরীটোলা এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে
শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

পঞ্চম পটল।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা।

—

এই বর্ত্তমান কষায়কালে মনুষ্য মাত্রেরি চিত্ত মহামোহ কলিলে আবৃত হওয়াতে মোক্ষমার্গে সকলেরই প্রায় দৃষ্টির খর্ব্বতা হইয়া আসিতেছে। কেহই শাস্ত্র প্রতি বিশ্বাস করিয়া তদুদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহে না। স্বার্থসাধনতৎপরতাপ্রযুক্ত ঐহিক সুখেচ্ছাকে বলবতী করিয়া, তদুপযোগী কর্ম্মসাধনে প্রায় সকলকেই তৎপর দেখা যায়। ধূর্ত্তগোষ্ঠী সংসর্গ জন্য একালে পরকালকে এক প্রকার পরকাল দর্শন করিতে হইয়াছে। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বলীলা দর্শনে কোন কোন ভাগ্যবান জনে তৎপ্রাপ্ত্যুপযোগী কর্ম্ম সাধনে একালেও প্রবৃত্তি করিয়া থাকেন, এবং অনেকানেক ব্যক্তিকেও যোগসাধনে সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। কতিপয় বৎসর গত হইল, এই মহানগরোপান্তে ভূকৈলাসাখ্য গ্রামে রাজভবনে মহানুভাব মহাত্মা এক সমাধিযোগী আনীত হয়েন, সেই আনীত অদ্ভুত দর্শন যোগিপুরুষ দর্শনে সকলেই বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা বাহ্যে কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশ ছিল না, তদ্দৃষ্টে অনেকানেক অদান্ত ভ্রান্ত পুরুষেরা তাঁহার যোগান্ত করণাশয়ে, কেহ বা তাঁহাকে অহোরাত্র জলমগ্ন করিয়া রাখে। কেহ বা লৌহগুড়ক অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করতঃ ঐ যোগিপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়াছিল। কেহ বা নাসিকারন্ধ্রে সুতীব্র বিষবৎ বিষম দ্রব্যের ঘ্রাণ প্রদান করিয়াছিল। ইত্যাদি বহুবিধ যোগ বিঘ্নোপায় দ্বারা তাঁহার যোগাবস্থার কিঞ্চিৎ মাত্রও হানি করিতে পারেন নাই। পরিণামে অসদঙ্গ

স্পর্শন জন্য কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনুষ্যের স্বাভাবিকাবস্থার ন্যায় কাহার সহিত বিশেষ আলাপ করেন নাই, কেবল মুমূর্ষুকালে এইমাত্র কহিয়াছিলেন যে, আমার পরশ্ব দিবসে কলেবরোপন্যাস হইবে, অতএব মদ্দেহকে মৃত্তিকাতলে প্রোথিত বা অগ্নিজ্বালাতে ভস্মসাৎ না করিয়া জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিহ, ফলে মহানুভাবেরা তাহাই করিয়াছিলেন।

অপর মান্দ্রাজযোগীর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, উক্ত যোগীন্দ্রবর প্রাণায়ামপ্রভাবে উড্ডাখ্য কুম্ভকের ফল লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পদ্মাসনস্থ যোগিবর ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্দ্ধত্রয় হস্ত ঊর্দ্ধে নিরবলম্ব শূন্যে অবস্থিতি করিয়া থাকিতেন, তৎকালে তাঁহাকে তত্রস্থ লোকেরা সকলেই দেখিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন পাঞ্জাবযোগী হরিদাস বাবাজী প্রাণায়ামসিদ্ধ ত্রাটক কুম্ভকের প্রভাবে মৃত্তিকাতলে ছয় মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের কোন হানি হয় নাই। যোগের এমনই ক্ষমতা, যে ইহ শরীরেই জীবকে মৃত্যুঞ্জয় করিতে পারে। মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী এক সম্রাট রাজা রণজিৎসিংহ মহোদয়, ঐ হরিদাস বাবাজীকে পাঁচ হাত পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া এক বাক্‌সের মধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা দিয়া গভীর গর্ত্তের পূরণ করেন। এবং তদুপরি কৃষক দ্বারা যব গোধূম ব্রীহীত্যাদি শস্যও বপন করেন, ষাণ্মাসানন্তর ঐ শস্য পরিপক্ব হইলে কৃষকেরা ছেদন করিয়া লয়। পরে মহারাজার স্মরণ হইল, যে এই স্থানে মৃত্তিকাতলে বাবাজী হরিদাস আছেন, অদ্য তাঁহাকে উঠাইতে হইবে, ইহা করিয়া ভৃত্যদ্বারা মৃত্তিকা খনন করতঃ বাবাজীকে উঠাইয়া দেখিলেন, যে অবস্থাতে রাখিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই আছেন, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় নাই। তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া সকলের নিকটেই যোগের বিস্তর প্রশংসা করেন,

তৎকালে গবর্নর্ সাহেবেরও পাঞ্জাবরাজ্যে অধিষ্ঠান ছিল, তিনি আশ্চর্য্য জ্ঞানে বহু প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে আমি এমত আশ্চর্য্য বিষয় কখন দেখা থাকুক শ্রুতও হই নাই যে, যোগ সাধনবলে মনুষ্যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। এইরূপ একালেও অনেক ব্যক্তিকে যোগসাধনে সিদ্ধ দেখিয়াও দুরন্ত নাস্তিকদলে সাধনকাণ্ডকে মান্য না করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। অতএব শ্রদ্ধধান ব্যক্তিদিগের হৃদ্বোধের নিমিত্ত, এবং সাধকদিগের দৃঢ় প্রত্যয় নিমিত্ত, ও কুতার্কিকদিগের সন্দেহাপনয়নের নিমিত্ত, প্রাচীন সাধক ঋষিদিগের ক্ষমতার দৃষ্টান্ত না দিয়া এই সকল আধুনিক যোগিদিগের উদাহরণ দিয়া দেবাধিদেব মহাদেবপ্রণীত শিবসংহিতা নামে যে উপাদেয় গ্রন্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে করুণাময় পার্ব্বতীনাথ শঙ্কর, জীবহিতার্থে নানা প্রবন্ধে যোগোপদেশ করিয়াছেন। সেই শিবসংহিতা প্রচারেচ্ছু হইয়া বেহালাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতে এবং তদানুকূল্যে সশ্লোক গৌড়ীয় সাধুভাষায় গদ্যচ্ছন্দে বিরচন করতঃ আধুনিক স্বল্প প্রজ্ঞ বিষয়িলোকদিগের প্রতি বোধার্থে মুদ্রাঙ্কন করিলাম। যদিও একালের লোকেরা প্রায় হেতুবাদ কুতূহল বটে, তথাপি সাহসপূর্ব্বক ভগবদ্বাক্যের প্রতি বিশ্বাস বিস্তর করি। কেন না, যোগোপদেশসূচক কমনীয় মনোহর ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিলে মহামূঢ় ব্যক্তিরও তৎকালে শ্রবণের পরিতৃপ্তি জন্মে, পরে মান্য করুক বা না করুক কিন্তু সাধু সদাশয় আস্তিক সাধনৈকনিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে এতদ্গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একান্ত পরিতৃপ্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ মাত্র করি না।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে বহু দিবস হইল শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক মূলানুবাদ শিবসংহিতা নামক পুস্তক তিনি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করতঃ উক্ত পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ছিলেন পরন্তু ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাহার ১০ তারিখে উক্ত কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাক্ষরিত লিখিতানুসারে উক্ত পুস্তকের স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বিক্রয় করেন এক্ষণে আমি অবাধে এই পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিলাম জ্ঞাপন মিতি।

কলিকাতা
চিৎপুর রোড্ নং ২৪৫ বটতলা
সন ১২৭৫ সাল ৮ আষাঢ়।

শ্রীনৃত্যলাল শীল।

শ্রীমন্নারায়ণো

জয়তি।

শিবসংহিতা।

অর্থাৎ

(যোগশাস্ত্র।)

শ্রীমন্নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধনানন্তর

শ্রীনৃত্যলাল শীলের আদেশক্রমে

প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

এন্, এল্, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৯ আহীরীটোলা।

১২৮৬।

মূল্য এক টাকা মাত্র।